হবে আমরা আগে থাক্‌তেই সেটা অনুমান ক'রে নিতে পারি, ইন্দ্রধনুর বর্ণ-ছন্দ, পূর্ণিমার চন্দ্রালোক, ঝর্ণা-নদীর কলতান, কোকিল-পাপিয়ার আনন্দ-গান,—এ-সব উপভোগ্য হ'লেও এদের মধ্যে নূতন কেন বিস্ময় নেই। এদের মাঝখানে বিস্ময়-পুলক সৃষ্টি করেন শিল্পীরাই, তাই এরা সব বিদ্যমান থাকতেও এই বাস্তব জগতের মধ্যে আমরা শিল্পীদের জয়-গীতিকা গান করি।

*

বাংলা নাট্যজগতে আর নূতন-কিছু ঘটছে না ব'লে সেদিন কোন বন্ধু আক্ষেপ করছিলেন। কিন্তু নাট্যজগৎ বলতে তাঁর মনে কেবল বাংলাদেশের শ্রীহীন থিয়েটার-বাড়ীগুলির কথাই মনে পড়ে কেন? তিনি যদি একটিবার মাত্র কর্পোরেশনের লাল আপিস-বাড়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করতেন তাহ'লেই দেখতে পেতেন, সেখানে নানারসাশ্রিত কী অপূর্ব্ব নাটকেরই অভিনয় চলছে মহাসমারোহে! বাঙালী স্বরাজ লাভ করলে স্বাধীন বাংলার অবস্থা হবে কী চমৎকার, ঐ নাটকে তারই কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাভাস দেওয়া হয়েছে। সাধারণ থিয়েটারি নাটক এক নায়ক পেলেই খুসি, কিন্তু এই বিচিত্র নাটকের নায়ক হচ্ছেন দুজন—একজন হিন্দু এবং একজন মুসলমান। দুজনেই কলকাতা সহরের মেয়র এবং দুজনেই কলকাতা সহরের মেয়র নন, কারণ কোন-একজনকেই একসঙ্গে সকলে মেয়র ব'লে মানছে না! এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার বাংলাদেশেই সম্ভবপর! অনেকে মনে করতেন, স্বরাজ পেলে বাঙালী নিশ্চয়ই স্বাবলম্বী হ'তে পারবে এবং দৃষ্টান্ত চাইলে তাঁরা কলকাতার কর্পোরেশনের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করতেন—সরকারি সাহায্য না নিয়েও বাঙালীরা কর্পোরেশনের কাজ কেমন সুচারুরূপে চালনা করছে! ... ... ... কিন্তু এবারে তাঁদের দর্পচূর্ণ হ'ল, কারণ এই মেয়র-নির্ব্বাচন-প্রহসনের উপরে যবনিকাপাত করবার জন্যে কর্পোরেশনের পাণ্ডারা চক্ষে সর্ষের ফুল দেখে সরকার-পক্ষের কাছে ধর্না দিয়ে পড়েছেন। সরকার-পক্ষ নারাজ, তবু তাঁদের ধ'রে টানাটানি করা হচ্ছে! নাচার সরকার-পক্ষ শেষটা বাধ্য হয়ে মেয়র নির্ব্বাচনের জন্যে আবার এক সভা আহ্বান করেছেন—যার ফলে এবারে হয়তো দুইয়ের উপরেও মেয়রের সংখ্যাবৃদ্ধি হবে! জানি না, আসছে সভায় আবার কোন নূতন দৃশ্যের অবতারণা হবে,—হায়রে, এখন বঙ্কিমের কমলাকান্তও নেই আর 'বঙ্গবাসী'র পঞ্চানন্দও নেই, এই নূতন সভার 'রিপোর্টার' হবে কে,—কার মুখে কতটা চুণ-কালি লাগল, সরস টিপ্পনির সঙ্গে সে-খবরটা দেবে কে? আমাদের কিন্তু এই নূতন সভার নামে একটি পুরাণো ইংরেজী কবিতার বচন মনে পড়ছে—

"But Titus said, with his uncommon sense,  
When the Exclusion Bill was in suspense :  
"I hear a lion in the lobby roar :  
Say, Mr. Speaker, shall we shut the door  
And keep him there, or shall we let him in  
To try if we can turn him out again ?"  
( Art of Politics By James Bramston )

---

## গান

( হেমেন্দ্রকুমার রায় )

কুসুম-কথা শুন্‌বি যদি আয়!  
সেই কথাটি শুন্‌বে ব'লে মাত্‌লা নদী ধায়!

•

মেঘ্‌লা-বেলায় ভালোবেসে  
বাতাবি-ফুল উঠ্‌ল হেসে,  
ঝরা-বকুল দুর্ব্বো-ঘাসের শ্যাম্‌লা গদী পায়।

*

বাদ্‌লা-হাওয়ায় ফুট্‌ল কত মোহনা-যুঁই, কদম, কেয়া,  
জর্দ্দাগোলাপ, দোলনচাঁপা রং-সায়রে দিচ্ছে খেয়া।

*

গন্ধরাজের ছন্দে প্রিয়া!  
তোমার কাছে বন্দী হিয়া,—  
মৌচুষীদের কাছে ভোমর পুষ্পমদই চায়!

---

# চিত্রপুরী ঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

( রঞ্জন রুদ্র )

**চিত্র পরিচয় ঃ** (১) **Eskimo** ( মেট্রো-গোলড্উইন মায়ার )

পরিচালক—ডব্লু, এস, ভ্যানডাইক।

অভিনয় করেছে, উত্তর মেরুদেশের অর্দ্ধ-সভ্য নর-নারী।

কাল থেকে রূপবাণীতে সুরু হবে।

*

"এস্‌কিমো" ছবিখানি তোলার কাজে মেট্রোর কর্তৃপক্ষ যে বিপদ, পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় স্বীকার করেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। তেরো হাজার মাইল পথ অতিক্রম ক'রে সুদূর উত্তর-মেরুতে গিয়ে এই ছবিখানির আগাগোড়া তোলা হয়েছে। এই দলের সঙ্গে ছিল পঞ্চাশ টন আহার্য্য এবং নানা রকমের ঔষধ-পত্র। তাঁদের জাহাজে রাসায়নিক পরীক্ষাগার থেকে আরম্ভ ক'রে ছিল না এমন বস্তুই নেই।

এই ছবির আর-একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এর অভিনেতৃগণ পূর্ব্বে কখনো সিনেমার ক্যামেরা দেখে নি—অভিনয় করা তো দূরের কথা।

যে-সব 'নেটিভ' নিয়ে এই ছবি তোলা হয়েছে তারা প্রায়ই শিকারী ও মৎস্যজীবী—ভ্যানডাইক তাদের অনেক চেষ্টা ক'রে দলে ভর্ত্তি করেন। "মালা" নামে যে এস্‌কিমো-যুবক এই ছবিতে অভিনয় করেছে, তার অভিনয়-প্রতিভা দেখে সারা আমেরিকা মুগ্ধ এবং বিস্মিত হয়েছে।

*

"এস্‌কিমো"র গল্পটির মধ্যে একটি বিচিত্র নৈতিক অনুশাসনের ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা যায়। মালার দুই স্ত্রী। 'আবা' নামে তার প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে সে সুখে বসবাস করছিল এমন সময় একদিন এক শ্বেতাঙ্গ দলের জাহাজের কাপ্তেন তার জীবনে আবির্ভূত হ'য়ে বিপর্য্যয় ঘটালে। কাপ্তেন আবার প্রতি তার কলুষিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে।

এই সময় হঠাৎ এক দুর্ঘটনা ঘটল। আবার পরিচ্ছদ দেখে তাকে বন্যজন্তু ব'লে মনে ক'রে এক জাহাজের এক সৈনিক আবাকে গুলি ক'রে হত্যা করলে।

মালা গিয়েছিল, তিমি-শিকারে। ফিরে এসে আবার মৃত্যুর কথা শুনে সে ক্রোধান্ধ হয়ে সেই শ্বেতাঙ্গ কাপ্তেনকে হত্যা করলে। তারপর তার অন্য দুই স্ত্রী নিয়ে পুনরায় তার সুখের ঘরকন্না আরম্ভ করলে।

*

তখন সার্জ্জেন্ট্ হার্ট্ এবং তার সহকারী বক্ মালার খোঁজ করতে লাগলো—হত্যার অপরাধে তারা তাকে গ্রেপ্তার করতে চায়। অনুসন্ধান করতে করতে তারা এক তুষার-রাজ্যে গিয়ে মারা পড়বার যোগাড় হ'ল। সেই সময় মালা তাদের রক্ষা করলে।

প্রাণে বেঁচে তারা মালাকে নিজেদের আড্ডায় নিয়ে চল্ল। প্রথমে সে কোন কথা বুঝতে পারে নি, তারপর যখন শুনলে যে হত্যার অপরাধে তার প্রাণদণ্ড হবে তখন সে সেখান থেকে কেমন ক'রে পলায়ন ক'রে, পথে হিংস্র নেকড়ের হাত এড়িয়ে তার প্রিয়তমা পত্নী ইভাকে নিয়ে সুদূর দেশে চ'লে গেল—গল্পের সেই চমকপ্রদ শেষাংশটুকু দেখলে আপনারা সত্যিই অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভ করবেন।

চিত্র-পরিচালক ভ্যানডাইক এই ছবি তোলার কাজে যে অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তাও কম উল্লেখযোগ্য নয়।

(২) Melody in Spring ( প্যারামাউণ্ট )

প্রধান ভূমিকায়—বিখ্যাত গায়ক-অভিনেতা ল্যানি রস্।

কাল থেকে এলফিনষ্টোনে দেখানো হবে।

*

মেলডি ইন্‌স্প্রিং ছবিখানির মধ্যে প্রধানত যে রস প্রবাহিত হয়েছে, তা হচ্ছে হাস্যরস। এবং সেই রস-পরিবেশনে নামজাদা রসাভিনেতা চার্লি রাগল্‌স্ প্রচুর সহায়তা করেছেন। জন ক্র্যাডক-এর ভূমিকায় ল্যানি রস্ যখন জেন্ ব্রজেট্-এর সঙ্গে প্রেমে পড়ল তখন জেনের বাপ্ ওয়ারেন ( র‍্যাগল্‌স ) তা মোটেই পছন্দ করলে না, সে তার মেয়েকে তার বাগদত্ত-স্বামীকেই পতিত্বে বরণ করতে অনুরোধ করলে।

ওয়ারেণ-এর কতকগুলো হাস্যকর বাতিক ছিল। তার প্রধান ছিল—প্রাচীন দুর্লভ জিনিষ সংগ্রহ করা। এই বাতিক নিয়ে অনেকগুলি হাস্যকর ঘটনার পর, ভাগ্যচক্রে ক্র্যাডকের অবিবেচনায় এমন এক ঘটনা ঘটল, যার জন্য চোর-অপরাধে ওয়ারেন-কে জেলে যেতে হ'ল। ক্র্যাডক সব দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে ওয়ারেণকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করলে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুতেই সক্ষম না হ'য়ে সে নিজেও কারাবরণ করলে।

ইতিমধ্যে জেন-এর ভাবী পতি প্রেবল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হ'য়ে ওয়ারেণ-কে জেল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলো। ওয়ারেণ তখন সপরিবারে বাড়ী ফেরবার উদ্যোগ করলে।

জেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বাড়ী ফিরলো না। সে ক্র্যাডকের সঙ্গে থাকবার জন্যে জেল-এ উপস্থিত হ'য়ে এক জেলার-কে প্রহার করলে এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার হ'ল।

তখন সে জেলের গরাদের পিছনে দাড়িয়ে বাপ-মা কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলে।

জেন-এর ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছেন, য্যান সদার্ন নাম্নী এক অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিচিতা অভিনেত্রী। তাঁর অভিনয় সকলেরই মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

এই ছবিতে Ending with a Kiss ; The Open Road ; Melody Spring প্রভৃতি ল্যানি রস-এর গানগুলি নাকি খুবই শ্রুতিসুখকর হয়েছে।

*

(৩) Deluge ( রেডিও পিকচার্স )
প্রধান ভূমিকায়—পেগি শ্যানন
কাল থেকে ম্যাডান থিয়েটারে আরম্ভ হবে।

•

The Deluge হচ্ছে একটি চিরন্তন প্রণয়-কাহিনী—সেই Eternal triangle-এর মান-অভিমান-ক্রোধ-হিংসার পালা। কিন্তু এই সামান্য জিনিষটিকে যে background দেওয়া হয়েছে, তা সত্যিই অসামান্য। এই চিত্রের প্রথমে হয়েছে দেখানো পৃথিবীপ্লাবী এক ভয়ঙ্কর বন্যার দৃশ্য—যে বন্যার সম্মুখে সারা আমেরিকা তার সমস্ত অট্টালিকা এবং ক্ষমতার অহঙ্কার নিয়ে তাসের ঘরের মতোই বিলীন হ'য়ে গেল।

সেই প্লাবনের গ্রাস এড়িয়ে মাত্র কয়েকজন নর-নারী আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হ'ল এবং এক সময় যে স্থান নিউইয়র্ক ব'লে পরিচিত ছিল, সেই স্থানে একটি দ্বীপের মধ্যে আস্তানা স্থাপন করল। এই বিচিত্র ও অভিনব সেটিং-এর মধ্যেই Deluge-এর রোমান্স বিকশিত হয়েছে।

নায়ক মার্টিন ভাগ্যচক্রে ক্লেয়ার নাম্নী একটি মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল এবং পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসল। মার্টিন-এর স্ত্রী ছিল, হেলেন। মার্টিন ভেবেছিল, হেলেন নিশ্চয়ই প্লাবনে মারা পড়েছে। কিন্তু পড়লে আমাদের চল্‌ত না—গল্প যেতো থেমে। সুতরাং, দেখা গেল, হেলেন মরে নি। শীঘ্রই সে রঙ্গমঞ্চে, তথা চলচ্চিত্রের পরদায় দেখা দিল।

তখন বিষম গোল বাধলো। মার্টিন হেলেন-কে ভালোবাসে কিন্তু ক্লেয়ারের প্রতি তার আসক্তি ত কম নয় এবং ক্লেয়ার ও হেলেন দুজনেই মার্টিনকে কামনা করে। সুতরাং উপায় কি? সমাধান কোন্ পথে?

ছবির শেষটি ব'লে রসভঙ্গ করব না।

আধুনিক ফোটোগ্রাফীর কৌশলের দ্বারা যে কী অদ্ভুত effect সৃষ্টি করা যায়, Deluge-এর প্রথম দৃশ্যগুলি দেখলে তা সম্যক প্রণিধান করবেন।

ছবির নায়িকা ক্লেয়ারের ভূমিকায় সুদর্শনা নটী পেগি শ্যানন মনোজ্ঞ অভিনয় করেছেন। নায়ক সেজেছেন, সিড্‌নি ব্লাকমার নামে এক অখ্যাত অভিনেতা।

•

**ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম্ কোম্পানী**—একসঙ্গে অনেকগুলি ছবির কাজ হাতে নিয়েছেন। কতকগুলি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে; কাজগুলি এখনো মাঝপথে। এই ছবিগুলির সাফল্যের জন্য কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ-আয়োজন বড় কম করেন নি।

"লব-কুশ" নামক ছবির তামিল ও তেলেগু সংস্করণ তোলবার জন্য তাঁরা দক্ষিণ ভারত থেকে দেড়শো শিল্পী আমদানি করেছেন! সংখ্যা কম নয়।

প্রতিথযশা চিত্রনট ও পরিচালক শ্রীযুক্ত ধীরেন গাঙ্গুলি উক্ত ই… যোগদান ক'রে একখানি উর্দ্দু ছবি পরিচালনা করছেন। ছবিখানির … Night Bird! ছবিখানির গল্পাংশ একটি বিচিত্র-ধরণের রহস্যকে … ক'রে গ'ড়ে উঠেছে।

ধীরেনবাবু বহুদিন পরে এবং বোধ হয় এই প্রথম বড়ো টকি পরিচালনা কর্চ্ছেন। আশা করি গাঙ্গুলি-মহাশয়ের হাতের কাজ দেখে দর্শ… তারিফ করবে।

শ্রীযুক্ত মধু বোস উক্ত প্রতিষ্ঠানের তরফে "সেলিমা" নামে একখা… Super-Production-এর পরিচালন-কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। ছবিখা… মধ্যে নাকি অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সমারোহ দেখা যাবে। অর্থ ব্যয়ে কর্তৃপ… কার্পণ্য করছেন না।

"মমতাজ বেগমের" শূটিং শেষ হ'য়ে গেছে। শ্রীযুক্ত ধরমবীর সিং আগে… শব্দগ্রহণের কাজের ভার নিয়েছিলেন, এক্ষণে ছবিখানি সম্পাদনার কাজে… আত্মনিয়োগ করেছেন। শ্রীযুক্ত সিং একজন উদ্যোগী ও ক্ষমতাশালী পুরুষ কর্তৃপক্ষ আশা করেন যে, এ-কাজেও তিনি সবিশেষ দক্ষতা দেখাতে পারবেন।

এঁদের "সুলতানা" নামক ছবির কাজ আবার আরম্ভ হয়েছে। ছবিখানির মধ্যে নারীর দেহ-সৌষ্ঠবের বিকাশ তাকে সাতিশয় মনোলোভা ক'রে তুলেছে।

**ভারতলক্ষ্মী** হাসির নক্সা "ত্র্যহস্পর্শর" কাজ এক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হবে আশা করা যায়। এই ছবিতে এক পিতার তেরোটি ছেলের ভূমিকায় তেরোজন শিশু অভিনেতা নাকি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছে। তেরো ছেলের ব্যাপার দেখে বিদেশী শিশু-অভিনেতাদের স্বনামধন্য পরিচালক Hall Roach-এর Our Gang-কে মনে পড়ছে। "ত্র্যহস্পর্শ" যদি সার্থক হয়, তাহলে হয়ত অদূর-ভবিষ্যতে আমাদের দেশের চিত্রজগতেও এমনি এক মন-খুসী-করা দল গ'ড়ে উঠ্‌তে পারে।

ত্র্যহস্পর্শ দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছি।

•

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়-এর "তরুণীর" কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। কর্তৃপক্ষ ছবিখানিকে সত্বর পটস্থ করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন।

"তরুণী" দেখা দেবার আগেই চিত্রপ্রিয়দের মধ্যে রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। "তরুণী"র ভূমিকা-লিপি কতখানি লোভনীয় হয়েছে, নীচের

কাটি দেখলেই তা বুঝতে পারবেন:—আনন্দ—শ্রীভূমেন রায়। —শ্রীজীবন গঙ্গোপাধ্যায়। কালাপাহাড়—শ্রীললিত মিত্র। রাজু—বিকানন্দ মুখোপাধ্যায়। কবি—শ্রীজয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। মানুকে ত রায়। কবিরাজ—শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্তী। ইন্‌স্পেক্টর—মিঃ আগ্‌তার াজ। উমা—কুমারী জ্যোৎস্না গুপ্ত। প্রতিমা—শ্রীমতী রাণীবালা। —শ্রীমতী ডলি দত্ত। মা—শ্রীমতী কুসুমকুমারী। নেত্য—শ্রীমতী সুন্দরী (ব্ল্যাকি)। সন্তুর মা—শ্রীমতী প্রকাশমনি। সত্য—শ্রীমতী পদ্ম।

•

"ফিলিসোনর" নামক টকি-যন্ত্রপাতির সরঞ্জাম দিন দিন অধিকতর প্রিয় হ'য়ে উঠ্‌ছে। তার এজেন্ট ফিলিপস্‌ কোম্পানী জানাচ্ছেন যে, রিদ্দারদের চাহিদা মেটাবার জন্যে তাঁরা পাঞ্জাব, রাজপুতানা ও উত্তর-শ্চম সীমান্ত প্রদেশে agency খুলেছেন।

এ জায়গাগুলি ছাড়া, দক্ষিণ ভারত, বর্ম্মা ও সিংহলেও এঁদের agency াছে।

কলকাতার ফিলিপস্‌ কোম্পানীর আপিসে খোঁজ করলে বিস্তারিত বরণ পাওয়া যাবে।

---

## অপরেশচন্দ্র

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

### থিয়েটারে উপহার

এই সময়ে হঠাৎ এমন একটী অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল, যাহাতে মিনার্ভা থিয়েটারের সমস্ত দৈন্য দূর হইয়া সৌভাগ্যের সূচনা হইল।

সুবিখ্যাত 'বসুমতী' সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সুলভ মূল্যে সৎসাহিত্যের প্রচার করিয়া সহিত্যজগতে অমরত্বলাভ করিয়াছেন। এই সময়ে তিনি, তিন সহস্র 'অতুল গ্রন্থাবলী' একেবারে ছাপাইয়া একটু মুস্কিলে পড়েন। তাঁহার সুবৃহৎ গুদামেও বই রাখিবার আর স্থান সংকুলান হইতেছিল না। এ নিমিত্ত তিনি বুধবার ক্লাসিক থিয়েটার ভাড়া লইয়া প্রত্যেক দর্শককে 'অতুল-গ্রন্থাবলী' উপহার দিবেন সঙ্কল্প করেন। ইহাতে অমরবাবু সম্মত আছেন কি না—জানিবার জন্য উক্ত থিয়েটার-সংশ্লিষ্ট কোনও ব্যক্তি (বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক) মারফৎ প্রস্তাব করিয়া পাঠান। অমরবাবু নানা কারণ দেখাইয়া উপেন্দ্রবাবুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

অমরবাবু অসম্মত হইলেন বটে, কিন্তু চুণীবাবু তাঁহার মিনার্ভা থিয়েটারে উপহার দিয়া অভিনয় করিতে সহজেই সম্মত হইলেন। ব্যবস্থা হইল—

---

উপেন্দ্রবাবু দর্শকদিগকে উপহার জোগাইবেন এবং বিনামূল্যে হাণ্ডবিল ছাপাইয়া দিবেন,—থিয়েটার-সম্প্রদায় কেবল অভিনয়ের ও প্ল্যাকার্ড ছাপাইবার ভার লইবেন। লভ্যাংশ—আধাআধি।

বহুকাল পূর্ব্বে ন্যাসান্যাল থিয়েটার ভাড়া লইয়া যোগেন্দ্রনাথ মিত্র দর্শকগণকে অঙ্গুরীয়, ইয়ারিং, আয়না, এসেন্স প্রভৃতি উপহার দিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে তিনি তরমুজ, ফুটী, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি ফলমূলাদি প্রদানে এ কার্য্যের চরম করেন। এমারেল্ড থিয়েটারের ভাঙ্গা অবস্থাতেও আর একবার এইরূপ ইয়ারিং, নাকছাবি প্রভৃতি উপহার দেওয়া হয়,—কিন্তু পুস্তক উপহার—রঙ্গালয়ে এই প্রথম।

সেদিন বুধবার ( ৮ই ভাদ্র, ১৩১১ সাল ) মিনার্ভা থিয়েটারে নন্দবিদায়, লক্ষণ-বর্জ্জন এবং কুক্ত ও দর্জ্জীর অভিনয়; তৎসঙ্গে প্রত্যেক দর্শককে 'অতুল-গ্রন্থাবলী' উপহার প্রদান করা হইবে—বিজ্ঞাপিত হয়। উপহার প্রত্যাশায় গ্যালারি, পিট ও ষ্টলের সমস্ত আসনই বিক্রয় হইয়া যায়। থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ আর স্থান দিতে না পারিয়া অবশেষে হতাশ দর্শকমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আমরা আগামী কল্য বৃহস্পতিবারেও এই একই অভিনয় এবং এই একই উপহার প্রদান করিব। যাঁহাদের ইচ্ছা হয়, আজ হইতেই টিকিট ও উপহার লইতে পারেন।" সঙ্গে সঙ্গে প্রায় তিনশত টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়া যায়। সময়ের অল্পতা বশতঃ তৎপরদিবস বৃহস্পতিবারের অভিনয় উত্তমরূপে বিজ্ঞাপিত হইল না, তথাপি উভয় রাত্রে দেড় হাজার টাকার উপর টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল।

এই অপ্রত্যাশিত বিক্রয়ে উৎসাহিত হইয়া মিনার্ভা সম্প্রদায় তৎপর সপ্তাহে বুধ ও বৃহস্পতিবারে মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলী উপহার দিবার প্রস্তাব করিল। অমরবাবু এই সংবাদ পাইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনিও প্রচুর অর্থব্যয়ে পাঁচছয় দিনের মধ্যে মাইকেল মধুসূদনের গ্রন্থাবলী ছাপাইয়া তৎপর সপ্তাহে বুধ ও বৃহস্পতি দুই দিনই উক্ত গ্রন্থাবলী উপহার দিবেন বলিয়া অভিনয় ঘোষণা করিলেন। উভয় থিয়েটারেই একই উপহার, অপরাহ্ণ হইতে দলে দলে দর্শকসমাগমে হেদুয়ার মোড় হইতে বিডন উদ্যানের সম্মুখ পর্য্যন্ত সমস্ত বিডন ষ্ট্রীট লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল—থিয়েটারে এরূপ জনসমাগম বহুকাল কেহ কখনও দেখে নাই। উপেন্দ্রবাবুর পৃষ্ঠপোষকতায় মিনার্ভা থিয়েটার উপহারের বন্যা ছুটাইল। এরূপ অবস্থায় অমরবাবু বাধ্য হইয়া 'হিতবাদী'র স্বত্বাধিকারীগণের শরণাপন্ন হইলেন। ভাদ্র ও আশ্বিন এই দুই মাস উভয় থিয়েটারে উপহারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিল—অতুল গ্রন্থাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত ও শব্দকল্পদ্রুম পর্য্যন্ত উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল।

এইরূপ উপহারদানে দুর্ব্বল মিনার্ভা থিয়েটার দিন দিন যেরূপ বল সঞ্চয় করিতে লাগিল, অপর পক্ষে 'চল্‌তি' ক্লাসিক থিয়েটার বসুমতীর প্রতিযোগিতায় উপহার প্রদানে পশ্চাৎপদ হইয়া অধিক বিক্রয়ও করিতে পারিল না, তৎসঙ্গে আত্মমর্য্যাদাও হারাইল, আবার অল্প বিক্রয়ের অর্দ্ধাংশ হিতবাদীকে দিতে বাধ্য হওয়ায় ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া পড়িল। ফলতঃ মিনার্ভা উপহার প্রদানে যেরূপ দিন দিন উন্নতিলাভ করিতে লাগিল, ক্লাসিকের সেইরূপ অবনতি হইতে লাগিল।

( গিরিশচন্দ্র )

## সাধারণ নাট্যমঞ্চে অপরেশচন্দ্রের প্রথম অবতরণ

উভয় থিয়েটারেই প্রথম প্রথম বুধ ও বৃহস্পতি বারে উপহার প্রদানও অভিনয় হইত। শনি ও রবি বারে বরাবর যেভাবে অভিনয় চলিয়া আসিতে ছিল, সেইভাবেই অর্থাৎ বিনা উপহারে চলিত। মিনার্ভা থিয়েটারে যোগ দিয়া অপরেশবাবু এ পর্য্যন্ত কোনও ভূমিকাভিনয়ের সুযোগ পান নাই। তিনি মিনার্ভাতেও যাতায়ত করিতেন, আবার নড়াইলের ইলিসিয়াম থিয়েটারে পূজার সময় অভিনয় করিবেন বলিয়া তাহাদের ক্লাব গৃহে গিয়াও রিহার্স্যাল দিতেন। শিক্ষক উভয় স্থানেই অর্দ্ধেন্দুশেখর ছিলেন। উপহার দেওয়ার ফলে কিঞ্চিৎ অর্থসচ্ছলতা হইলে, চুনীবাবু ষ্টার থিয়েটার হইতে অর্দ্ধেন্দুবাবুকে মিনার্ভায় আনিয়াছিলেন। এই সময়ে থিয়েটারে একদিন এমন একটা বিভ্রাট ঘটিল, যাহাতে অপরেশবাবুর আজন্মসঞ্চিত পাবলিক থিয়েটারে 'হিরো' সাজিবার আশা ফলবতী হইল।

একটী উৎকৃষ্ট ভূমিকা লইয়া, অপরেশবাবু প্রথমেই দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখীন হন, ইহা মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল, এবং তিনিও অপরেশবাবুকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু সে সময়ে অধিকাংশ নাটকের নায়ক ( হিরো ) সাজিতেন চুণীবাবু—তাহার পরেই 'সংসার' নাটক প্রণেতা স্বর্গীয় মনোমোহন গোস্বামী। ইঁহারা নাট্যামোদীগণের সুপরিচিত ইঁহাদের কোনও ভূমিকা লইয়া অপরেশবাবুকে দিলে নানাদিকে একটা অসন্তোষের সৃষ্টি হইবার আশঙ্কায় মনোমোহনবাবু এ পর্য্যন্ত সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন।

বৃহস্পতিবারে প্ল্যাকার্ড ছাপা হইয়া গিয়াছে—শনিবারে 'কপালকুণ্ডলা' এবং রবিবারে 'সংসার' নাটক অভিনীত হইবে। স্বর্গীয় মনোমোহন গোস্বামী কপাল-কুণ্ডলায় 'নবকুমার' এবং সংসারে 'প্রিয়নাথ' সাজিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক, মনোমোহন গোস্বামী সংবাদ পাঠাইয়াছেন—তিনি আর অভিনয় করিবেন না। হঠাৎ তাঁহার এই সংবাদ প্রেরণে সম্প্রদায় মধ্যে আন্দোলন চলিতে লাগিল,—উক্ত ভূমিকা দুইটী তাহা হইলে কে অভিনয় করিবে? কপালকুণ্ডলায় 'কাপালিক' এবং সংসারে 'বড় সাহেবের' ভূমিকাভিনয় চুণীবাবুর অতুলনীয়। তাহা হইলে মনোমোহন গোস্বামীর ভূমিকা কে অভিনয় করিবে?

মনোমোহনবাবু ( পাঁড়ে ) এ সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না, তিনি অপরেশবাবুকেই ঐ দুইটী ভূমিকা ( part ) দিবার নিমিত্ত অর্দ্ধেন্দুবাবু ও চুণীবাবুর নিকট প্রস্তাব করিলেন। ইলিসিয়ম থিয়েটারে অর্দ্ধেন্দুবাবু অপরেশবাবুকে নবকুমার, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি ভূমিকা পূর্ব্বে শিখাইয়াছিলেন,—অপরেশবাবু নবকুমারের ভূমিকা ভালরূপই অভিনয় করিবেন বলিয়া তিনি মন্তব্য প্রকাশ করেন। এই অল্পদিনের পরিচয়ে চুণীবাবু অপরেশবাবুর নাট্য-চর্চ্চার কতকটা আভাস পাইয়াছিলেন, তাহার উপর আচার্য্য অর্দ্ধেন্দুশেখরের অনুমোদনে—বিশেষতঃ মনোমোহনবাবুর আগ্রহ দর্শনে চুণীবাবু অপরেশবাবুর অনুকূলেই মত প্রকাশ করিলেন। বাহির হইতে এক জন 'অ্যামেচার' থিয়েটারের অভিনেতা আসিয়া 'পাবলিক' থিয়েটারে একেবারে 'হিরো'র 'পার্ট' করিবে বলিয়া—সম্প্রদায়স্থ অনেকেই আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু চুণীবাবু থিয়েটারের ম্যানেজার, তাঁহার দৃঢ়তা দর্শনে অগত্যা তাঁহাদিগকে নিরস্ত হইতে হইল।

যাহা হউক, অর্দ্ধেন্দুবাবুর নিকট অতি যত্নের সহিত দুই দিন রিহার্স্যাল দিয়া, সেই শনিবারেই—কপালকুণ্ডলায় 'নবকুমার' বেশে অপরেশচন্দ্র সাধারণ রঙ্গমঞ্চে ( Public Theatre ) এই সর্ব্বপ্রথম অবতীর্ণ হইয়া দর্শকমণ্ডলীকে অভিবাদন করিলেন। অপরেশবাবু বলেন,—"অর্দ্ধেন্দুশেখর শিখাইয়াছিলেন, তাঁহার আনন্দ ধরে না; মনোমোহনবাবুর আনন্দ ধ'রে না, কেননা আমি তাঁহার বাল্যবন্ধু; চুণীবাবুর আনন্দ ধরে না, কেননা তাঁহার রায় বজায় আছে, তাঁহাকে অপ্রস্তুত হইতে হয় নাই।"

( ক্রমশঃ )

# চাঁদিনী রাতে মটর-কলাই ভ্রাতৃদ্বয়

( Pea Brothers in a Moonlit Night )

( প্রাপ্ত )

( শ্রীরামচাঁদ বড়াল )

বাংলার চলচ্চিত্রজগতে (বোধ হয় সারা ভারতের মধ্যেও) "নিউ-থিয়েটার্স লিমিটেড" এক নতুন আন্দোলনের সৃষ্টি ক'রেছেন, প্রথম সশব্দ কার্টুন ছবি তৈরী ক'রে। তাঁদের উপরোক্ত কার্টুন্‌ ছবিটি আমাদের দেখ্‌বার সুযোগ ঘটেছে গেল হপ্তায়। ... ... এখানে ব'লে রাখি ছবিটি প্রথমে বাঙ্‌লাতেই প্রদর্শিত হয়নি—হ'য়েছে বোম্বাইয়ে। "নিউ-থিয়েটার্সে"র প্রথম উদ্যমে আমরা নিজেদের যথেষ্ট গৌরবান্বিত বোধ করছি। কিন্তু ছবিখানি দেখে তত আনন্দ পাই-নি। তার দু'টি কারণ আছে আমাদের মনে হয়। প্রথমতঃ গল্পটি (খুব ছোট্ট হ'লেও) আমাদের মনে ধরেনি। ... সবাক্‌ এবং নির্ব্বাক্‌ যুগেও আমরা এত কার্টুন্‌ ছবি দেখ্‌বার সুযোগ পেয়েছি যে কার্টুনের গল্প কি-রকমে গড়লে দর্শকদের মনে ধরে তা বেশ ভাল রকমে বুঝতে পেরেছি। সম্ভবের সঙ্গে অসম্ভবের মিলন আছে ব'লেই কার্টুন ছবি এত জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে। মানুষের মনটা এম্‌নি ধারা যে সব সময়েই সে বাস্তবতাকে চায় না। সময়ে সময়ে তার মন হ'য়ে পড়ে শিশুর মতই। রূপকথার অকল্পিত ও অসম্ভাব্য ঘটনা তার মনকে পেয়ে বসে। এই রূপকথাকেই চোখ, কাণ ও মনের কাছে সার্থক ক'রে তুলেছে আধুনিক কার্টুন্‌ ছবি। রূপকথার মধ্যে যতই অবান্তর ব্যাপার ঘটুক না কেন তবুও তার মধ্যে থাকে একটি গোটা গল্প। তেমনি কার্টুন্‌ ছবিতেও গল্পের একটুখানি ছোঁয়াচ্‌ও রাখ্‌তে হবে লোকের মন্‌কে শিশুদের মতন ভুলিয়ে রাখ্‌বার জন্যে। কিন্তু এই গল্পের দিকেই "নিউ থিয়েটার্স" তেমন মন দেন নি। ফলে গতির কার্য্য মনের মধ্যে ততটা ভাল জম্‌তে পারেনি।

দ্বিতীয়তঃ বড় কাঁচা হাতের তোলা এই ছবি। মানে যাঁরা এর কাজে নিজেদের নিয়োগ ক'রেছেন, তাঁরা নিজেদের সুপক্ক ভেবে কসরৎ দেখাতে গিয়ে ভরাডুবি হ'য়েছেন। কার্টুন ছবির মধ্যে সব-চেয়ে বড় জিনিষ থাকা উচিত তার প্রাণের গতি। হাতে-আঁকা ছবির মধ্যে কি-রকমে প্রাণ-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি ক'রতে হয় তার দিকে তাঁরা বিশেষ ঝোঁক্‌ দেন্‌ নি। ফলে ছবিখানি হ'য়ে উঠেছে ছেলেদের রাস্তায় এক-পয়সা দিয়ে বাক্সের গর্ত্তের মধ্যে মুখ গলিয়ে ছবির দেখার মতন ব্যাপার। তাছাড়া কার্টুনে প্রাণের গতির সঙ্গে আবহ-সঙ্গীতের সম্বন্ধ থাকে খুব বেশী পরিমাণে। গতির লয়ের সঙ্গে শব্দের লয়ের মিল না থাকা একান্ত অনুচিত। এই যে গতির কথা বললুম এর একমাত্র হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা হ'চ্ছেন তিনি, যিনি ধরেন কাঁচী।

"Pea Brothers in a Moonlit Night"-এর যে দোষটি সব-চেয়ে বড় হ'য়ে চোখে লেগেছে তা হ'চ্ছে এই কাঁচী-চালানোর দোষ, একটা দৃশ্যই একজায়গায় দেখানো হ'য়েছে পাঁচবার ক'রে—এবং বারবারই বদলানো হয়েছে তার আবহ-সঙ্গীত। এই জায়গাটুকুন কার কৃতিত্ব দেখাবার জন্যে ছবিতে রাখা হ'য়েছে তা আমরা বুঝছি। কিন্তু তবুও এই গলদগুলি থাকা স্বত্বেও ভালো লেগেছে ছবিখানির আবহ-সঙ্গীত ও কতকগুলি দৃশ্যের পরিকল্পনা। "নিউ-থিয়েটার্স"কে অনুরোধ তাঁরা এবার মন দিয়ে একটু পরীক্ষা ক'রে যেন কার্টুন তুল্‌তে মনস্থ করেন। সাধারণ ছায়াছবির আয়ু হ'চ্ছে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ; তার মধ্যে সব দিকের সমতা রক্ষা না ক'রলে হয়তো বিশেষ কোন ক্ষতি হ'তে পারে না—কিন্তু আয়ু যার কম তাকে সব দিক থেকে নিখুঁৎ দৃষ্টিতে না দেখ্‌লে চল্‌বেই না। ক্ষণেকের দৃষ্টিপাতেই জন্মায় ভালবাসা, তেমনি অল্পক্ষণের মধ্যেই কার্টুনকে দর্শকদের মনে দাগ এঁকে দিতে হবে। তাতেই হবে তার সার্থকতার আনন্দ!

---

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

## পরীর প্রেম

যাঁরা 'থ্রিল্', 'অ্যাড্ভেঞ্চার' ও 'রোম্যান্স' খোঁজেন, এ উপন্যাস না পড়লে তাঁরা ঠকবেন। কল্পনা ও বাস্তবের আশ্চর্য্য কোলাকুলি দেখে যদি অবাক্ হ'তে চান, তবে ইঙ্গ-বঙ্গ সভ্যতার বাসা আধুনিক বালিগঞ্জের বঙ্গজ 'মিষ্টার', 'মিসেস' ও 'মিসে'র দলের ভিতরে পৌরাণিক অপ্সরীর অপূর্ব্ব এই আবির্ভাবের কাহিনীটি প'ড়ে দেখুন! প্রত্যেক পৃষ্ঠায় নব নব রোমাঞ্চকর বিস্ময়! এ-শ্রেণীর উপন্যাস বাংলা ভাষায় এই প্রথম!

দাম পাঁচসিকা মাত্র।

এন, এম্, রায়-চৌধুরী এণ্ড কোং

১১ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

---

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

নূতন গানের বই

## সুর-লেখা

যাঁরা হেমেন্দ্রবাবুর গান পছন্দ করেন, তাঁরা এই সংগ্রহে তাঁর সমস্ত বিখ্যাত গান একসঙ্গে পাবেন।

পঁইত্রিশ পাউণ্ড ফেদার-ওয়েট মোটা আর্টিক কাগজে, নূতন পাইকা টাইপে ঝরঝরে ছাপা। সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই।

দাম এক টাকা

এন, এম্, রায়-চৌধুরী এণ্ড কোং,

১১ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

---

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণ ভরসা

## নাট্য নিকেতন

রাজা রাজকিষণ ষ্ট্রীট ] [ ফোন নং বড়বাজার ৯৫১

অধ্যক্ষ—শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

শনিবার ৩০শে জুন রাত্রি ৭॥ টায়

রবিবার ১লা জুলাই ম্যাটিনী ৫॥ টায়

সোমবার ২রা জুলাই ম্যাটিনী ৩॥ টায়

—বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃ সম্মেলনে—

অপরেশচন্দ্র কর্ত্তৃক নাটকাকারে

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস

## =মা=

মহাসমারোহে ৮৮, ৮৯ ও ৯০ অভিনয়

— প্রধান ভূমিকায় —

| | |
|---|---|
| শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী | শ্রীমতী চারুশীলা |
| শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য | শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী |
| শ্রীআশুতোষ বসু ( এঃ ) | শ্রীমতী সরযূবালা |
| শ্রীতুলসীচরণ চক্রবর্ত্তী | শ্রীমতী পদ্মরাণী |
| শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী | শ্রীমতী নীহারবালা |

অগ্রিম টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়।

ফ্রি পাশের জন্য কেহ আবেদন করিবেন না।

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা ] Regd. No. 1304. [ বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা

১০ম বর্ষ
২৩শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

২১শে আষাঢ়
১৩৪১

## কলালাপ

মির্জ্জা ইতেসা মদীন হচ্ছেন একজন বাঙালী মুসলমান, তাঁর বাস ছিল নদীয়ার অন্তর্গত কাজী-পাড়ায়। এতদিন আমরা জানতুম, ভারতবাসীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে বিলাতে গিয়েছিলেন রাজা রাম-মোহন রায়। কিন্তু সংপ্রতি মির্জ্জা সাহেবের লিখিত ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ভ্রমণের পাণ্ডুলিপি থেকে জানা গেছে, ভারতবর্ষ থেকে তার আগেই তিনি বিলাতে গমন করে-ছিলেন। সম্রাট সা আলম প্রেরিত মুন্সী রূপে তিনি বিলাতে গিয়েছিলেন ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে। তাঁর এই ভ্রমণ-কাহিনী ইতিহাসের দিক দিয়েও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। এই ভ্রমণ-কাহিনী বাংলার ইতিহাসের এক গোপন দিকের যবনিকা তুলে দিয়েছে। হতভাগ্য সম্রাট সা আলমের একান্ত অসহায়তার এবং লর্ড ক্লাইবের বিশ্বাসঘাতকতার যে করুণ চিত্র তিনি এঁকেছেন, এখানে তা তুলে দিলে সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করত। কিন্তু 'নাচঘরে' নিছক ইতিহাসের কথা বলবার সময় আমাদের নেই, আমরা মির্জ্জা-সাহেবের ভ্রমণকাহিনী থেকে অন্যান্য দু-একটি কৌতুকপ্রদ কাহিনী এখানে উদ্ধার ক'রে দেব।

রাধা ফিল্ম কোম্পানীর হিন্দি কথক-চিত্র "রাজনটীর" একটি দৃশ্য
মাষ্টার বশীর ও শ্রীমতী বীণা

•

তখনকার নবাব-বাদশার দরবারে যে-রকম জমকালো পোষাকের চলন ছিল, সামান্য মুন্সী হ'য়েও মির্জ্জা-সাহেব সেইরকম পোষাক প'রেই বিলাতে গিয়েছিলেন। ইংলণ্ড সে-রকম পোষাক তার আগে কখনো চোখেও দেখে-নি, কাজেই সকলেরই দৃষ্টি বিস্ময়-চকিত হয়ে উঠল! মির্জ্জা-সাহেব বলছেন: "একদিন ওরা আমায় এক আসরে নিয়ে গেল, সেখানে ঐক্যতান বাজছে এবং অনেক সাহেব ও মেম নৃত্য করছে। যেম্নি আমাকে দেখা, অম্নি তাদের নাচ-গান সব বন্ধ হয়ে গেল! সবাই অবাক হয়ে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে আমার পানে তাকিয়ে রইল। তারপর সবিস্ময়ে আমার উষ্ণীষ, শাল ও পোষাক হাত দিয়ে পরখ ক'রে তারা ঠাওরালে যে আমার পোষাক হচ্ছে নাচের বা অভিনয়ের পোষাক! আমার কোন প্রতিবাদই তারা বিশ্বাস করলে না, বিস্মিত দৃষ্টিতে তারা আমার চেহারা ও পোষাকের দিকে বারংবার তাকাতে লাগল। তাদের ওখানে কি দর্শনীয় দৃশ্য আছে আমি গিয়েছিলুম তাইই দেখতে, কিন্তু শেষকালে তাদের কাছে আমিই কিনা হয়ে পড়লুম একটা দ্রষ্টব্য ব্যাপার!

*

মির্জ্জা-সাহেব তখনকার বিলাতী থিয়েটার, নাচের আসর, সার্কাস ও প্রদর্শনী প্রভৃতির অনেক বর্ণনা দিয়েছেন। মির্জ্জা সাহেব সবিস্ময়ে মত্ প্রকাশ করছেন যে, ভারতবর্ষে নাচের এক-একটি আসরে শত শত সোনার টাকা খরচ করতে হয়, ধনী ছাড়া আর কেউ তা দেখতে পারে না। কিন্তু এখানে এত অল্প খরচে নাচ-গানের আসরে যাওয়া চলে যে, শুন্‌লে কেউ তা বিশ্বাস করতে রাজি হবে না। মির্জ্জা সাহেব 'মার্মেড' বা মৎস্যনারীর গল্প বলতেও ভোলেন নি—তার কালো কেশ, কালো চোখের তারা, ধনুকের মতন ভুরু আর ফুলের মতন মুখ প্রভৃতি এবং সে প্রায় ভূত-পেত্নীদের সামিল! সমুদ্রের জলের উপরে কোমর পর্য্যন্ত জাগিয়ে নাবিকদের নাম ধ'রে সে ডাক দেয় আর নাবিকরা তার রূপে পাগল হয়ে জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে অতলে তলিয়ে যায়।

মির্জ্জা-সাহেব বলছেন "আমি কেবল তার গল্পই শুনেছি, ভাগ্যিস্ তাকে চোখে দেখি-নি!"

*

মির্জ্জা-সাহেব এক বিলাতী চিত্রকরের যে গল্প ব'লেছেন, তাও এখানে তুলে দেবার মত। এই চিত্রকর ছিলেন অতুলনীয়। একদিন তিনি একটি গরিব লোককে নিজের ঘরের ভিতরে ডেকে নিয়ে গেলেন। তাকে মদ ঢেলে দিলেন। মদ খেয়ে সে বেহুঁস হয়ে পড়ল। চিত্রকর তখন তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে তার হাতে-পায়ে পেরেক মেরে তার দেহকে দিলেন দেয়ালে টাঙিয়ে। তারপর তিনি তার বুকে দিলেন ছোরা বসিয়ে। সে যখন মরোমরো হয়ে ছট্‌ফট্ করতে লাগল, চিত্রকর তখন স্থিরভাবে তুলি নিয়ে ব'সে মৃত্যু-যন্ত্রণার নিখুঁৎ ছবি এঁকে নিলেন।... ... ...সে ছবি যে দেখে সেইই বিস্ময়মুগ্ধ হয়ে যায়—কল্পনাতীত তার স্বাভাবিকতা! কিন্তু হত্যার কথা চাপা রইল না—রাজদ্বারে চিত্রকরের প্রতি প্রাণদণ্ডের হুকুম হ'ল। প্রাণদণ্ডের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে চিত্রকর বললেন, "আমার ছবি এখনো অসমাপ্ত রয়েচে, এখনো তাতে শেষ রং দেওয়া হয়নি!" তাঁকে সেই সুযোগ দেওয়া হ'ল। চিত্রকর অমনি কালো রঙের পোচ্ দিয়ে ছবির সমস্ত দৃশ্য ঢেকে ফেললেন—অমন অপূর্ব্ব ছবি একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। রাজা সুধোলেন, "এমন চমৎকার ছবি নষ্ট করলে কেন?" চিত্রকর বললেন, "কত পরিশ্রম আর কষ্ট ক'রে এ ছবি আমি এঁকেচি! এখন আমার জীবন যাচ্ছে। আমিই যখন আর এ ছবি দেখ্‌তে পাবনা, তখন একে রেখে লাভ কি?" রাজা বললেন, "যদি তুমি জীবন পাও, তাহ'লে ঐ ছবিখানা কি আবার আঁকতে পারবে? চিত্রকর বললেন "পারব।" রাজা বললেন, "আচ্ছা, তোমাকে জীবন দিলুম। তুমি আবার তোমার ছবি এঁকে আমাকে দেখাও।" চিত্রকর তখনি নষ্ট চিত্র পুনরুদ্ধার ক'রে সকলকে বিস্ময়-বিমূঢ় ক'রে দিলেন!

*

অনেক—অনেক বৎসর পরে আবার ফরাসী ভাস্কর ওগস্ত্ রোদাঁর কথা নিয়ে কিছু আলোচনা করবার ইচ্ছা হয়েছে। মিকেলাঞ্জেলোর পরে রোদাঁর চেয়ে বড় ভাস্কর আর কেউ জন্মান নি, এই হচ্ছে সমালোচকদের মত। অনেকে আবার মিকেলাঞ্জেলোরও উপরে তাঁর স্থান নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু সে-সব কথা নিয়ে এখানে আলোচনা করবার দরকার নেই। আমরা তাঁকে কেবল বড় ভাস্কর ব'লে নয়, বড় শিল্পী বলেই জানি। "আর্ট" নামে পৃথিবী বিখ্যাত পুস্তকে ললিত-কলা সম্বন্ধে তিনি যে-সব রসের কথা বলেছেন তা অপূর্ব্ব, অমূল্য, অতুল্য! কেবল ভাস্কর্য্য-কলা নয় সকল রকম কলার মূলসূত্রই তার মধ্যে পাওয়া যাবে। 'ভারতী" পত্রে সেই উপাদেয় গ্রন্থের পরিচয় অনেক দিন আগেই দিয়েছি। আমরা এখানে রোদাঁর আর্ট সম্বন্ধে নিজেদের ধারণার কথা বলব।

*

ভাস্কর্য্য-কলা সম্বন্ধে যাঁর বুদ্ধি অত্যন্ত মোটা, তিনিও লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে, এ-যুগের কোন ভাস্করেরই গড়া মূর্ত্তির সঙ্গে রোদাঁর গড়া মূর্ত্তিগুলির মিল নেই। এর কারণ কি? অন্যান্য ভাস্করেরা প্রায়ই গ্রীক ভাস্কর্য্যকে আদর্শ ক'রে কাজ করেছেন। কিন্তু রোদাঁ গ্রীক ভাস্কর্য্যের সঙ্গে নয়, গ্রীক ভাস্করদের সঙ্গে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁদের মতন তাঁরও আদর্শ ছিল একমাত্র প্রকৃতি। তিনি বলতেন, "যা চাও প্রকৃতির ভিতরে সমস্তই পাবে এবং শিল্পী যখন প্রকৃতিকে অনুসরণ করেন তখন তাঁর কাছে কিছুই অলভ্য থাকে না।" আমাদের ত মনে হয়, রোদাঁ আরো বেশীদূর অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর আর্ট অন্যান্য ভাস্করদের আর্টের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে নি—করেছে প্রকৃতির সঙ্গে। অন্যান্য শিল্পীরা বড়-জোর আর্টের ভিতরে ফোটাতে চেয়েছেন জীবনকে, কিন্তু রোদাঁ জীবনের ভিতর থেকেই বিকসিত ক'রে তুলেছেন তাঁর আর্টকে। যে-মাটিতে তিনি মূর্ত্তি গড়েন তা হচ্ছে পৃথিবীর উপাদান এবং তাঁর হাতে সেই মরা মাটি যখন জ্যান্ত হয়ে ওঠে, তখনো পৃথিবী থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয় না। তা একসঙ্গে ফুল ও মূল। অন্য শিল্পীদের হাতে থাকে ফুল—মাত্র চয়ন-করা ফুল। রোদাঁর গড়া "চিন্তা" নামক মূর্ত্তিটিকে দেখুন। একখণ্ড এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো, আকাটা পাথর,—রোদাঁর হাত তার নীচের দিকটা স্পর্শও করে নি। তারই উপরদিকে স্বাভাবিক ভাবে ফুলের মত বিকসিত হয়ে উঠেছে একখানি মুখ। ঐ যে আকাটা এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো পাথর, ঐখানেই আর্টের সঙ্গে পৃথিবীর মিলন-ক্ষেত্র।

*

সাধারণ আর্ট বিচারক, যাঁদের মতের উপরে জনসাধারণের অসীম বিশ্বাস, তাঁদেরও কলা-জ্ঞান যে একটু অসাধারণ নয়, রোদাঁর মতন প্রতিভাকে বিচার করতে গিয়ে তাঁরা নিজেরাই সেটা প্রমাণিত করেছেন। তাঁর The Age of Bronge নামক মূর্ত্তিটি ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী দেশের Salonএ প্রদর্শিত হয়। রোদাঁ তখন উদীয়মান শিল্পী। মূর্ত্তিটি এমন স্বাভাবিক হয়েছিল যে সমালোচকরা মত্ জাহির করলেন, মানুষের দেহ থেকে ছাঁচ্ গ'ড়ে সেই ছাঁচে ফেলে মূর্ত্তিটিকে গড়া হয়েছে! রোদাঁর কোন প্রতিবাদই গ্রাহ্য করা হ'ল না—মূর্ত্তিটিকে Salon থেকে নির্ব্বাসিত করা হ'ল। রোদাঁ তখন আর একটী নূতন মূর্ত্তি গড়লেন, "St. John the Baptist"। এটিরও স্বাভাবিকতা অদ্ভুত, কিন্তু স্বাভাবিক মানুষের দেহের চেয়ে এ মূর্ত্তিটি অনেক বড়—কাজেই জীবন্ত মানুষের দেহের ছাঁচ থেকে গড়া বলবার উপায় রইল না। ভ্রান্ত সমালোচকদের মুখ বন্ধ হ'ল, "The Age of Bronze" আবার শিল্পশালায় স্থান লাভ করল! যে-অপূর্ব্ব শিল্পীর ছাঁচ স্বাভাবিকতা প্রকাশে এখন সুদক্ষ, বিশ বৎসর পরে ঠিক উল্টো আর এক কারণে আবার তাঁকে আক্রমণ করা হয়, তাঁর "Balzac"এর মূর্ত্তি দেখে। সমালোচকরা এবারে বললেন, রোদাঁ প্রতিমূর্ত্তি গড়তে জানেন না, স্বাভাবিকতাকে বিকৃত ক'রে ফেলেন! কিছুদিন খুব গোলমাল চলল। তারপর সব চুপচাপ। রোদাঁর "Balzac" এখন পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিমূর্ত্তি ব'লে গণ্য হয়!··· ... ··· আমাদের বিশ্বাস, আর্টের কোন ক্ষেত্রেই, প্রথম শ্রেণীর কোন প্রতিভাকেই বিচার করবার জন্যে সমালোচকদের আগ্রহ


বিশেষ দ্রষ্টব্য

**নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—**

১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন নং কলিকাতা ৩১৪৫

ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্তচিঠিপত্র, টাকাকড়ি, বিজ্ঞাপন, ব্লক প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। নিমন্ত্রণ ও বিনিময়-পত্র এবং প্রবন্ধাদি ২৩০।১ অপার চিৎপুর রোড, বাগবাজারে সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

প্রকাশ করা উচিত নয়। কারণ এতে সুবিচারের চেয়ে অবিচারের সম্ভাবনাই বেশী। প্রতিভা হচ্ছে ভগবানের দুর্লভ দান। আজীবন ধ্যান-ধারণা-সাধনা ক'রে প্রতিভাধররা সেই দানকে আরো অপূর্ব্ব ক'রে তোলেন। প্রতিভাহীন ক্ষুদ্র সমালোচকরা তাঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নন, প্রতিভার মর্য্যাদা তাঁরা দেবেন কেমন ক'রে? প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার কাছে সমালোচকদের যাওয়া উচিত, বিচারকের মত নয়, জিজ্ঞাসু ভক্তের মত। প্রতিভার প্রসাদে যে আনন্দ তাঁরা লাভ করেন, সেই আনন্দটুকু নিয়েই তাঁদের বিশ্লেষণ ও আলোচনা করিবার অধিকার আছে, তার চেয়ে বেশী কিছু করতে যাওয়া তাঁদের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। ঠিক এই কারণেই, বাংলা দেশে যখন দেখি শ্রীমান অ্যাং ও শ্রীমান ব্যাং প্রভৃতি যে-সে ব্যক্তি মুখে বিজ্ঞতার বোঝা নামিয়ে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নক্‌ড়া-ছকড়া করছে, তখন এমন ভাষায় এদের সম্বোধন করতে সাধ যায় যে-ভাষা অভিধান খুঁজে পাওয়া যায় না।

*

অধিকাংশ চিত্রকর ও ভাস্করই নিজের মনের মত নির্দ্দিষ্ট এক ভঙ্গিতে জীবন্ত আদর্শ বা 'মডেল'কে সামনে বসিয়ে মূর্ত্তি আঁকেন বা গড়েন। রোদাঁও 'মডেলে'র সাহায্য নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর কার্য্যপদ্ধতি ভিন্ন-রকম। শিল্পশালায় তিনি পেন্‌সিল্ ও কাগজ নিয়ে ব'সে থাকতেন, 'মডেল'রা তাঁর সুমুখ দিয়ে স্বাধীন ভাবে আনাগোনা করত, নানা ভঙ্গিতে উঠত-বস্‌ত। যেম্‌নি কোন ভঙ্গি রোদাঁর চোখে লাগত, অম্‌নি তিনি কাগজের উপরে তাড়াতাড়ি এঁকে নিতেন কখনো একখানি উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত বাহুর, কখনো একখানি চলন্ত পদের, কখনো একটি বঙ্কিম গ্রীবার বা ত্রিভঙ্গ তনুর ছবি! তিনি কোন একটি মূর্ত্তির সম্পূর্ণ ছবি বড়-একটা আঁকতেন না। অগুন্তি বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ছবি কেটে নিয়ে একসঙ্গে জুড়ে তিনি একটি সম্পূর্ণ ভাবের খস্‌ড়া তৈরি করতেন এবং এরই ভিতর থেকে জন্মলাভ করত তাঁর ভাস্কর্য্যকলা! অন্যান্য শিল্পীরা জ্যান্ত মানুষকে ইচ্ছামত বসিয়ে সেই আড়ষ্ট 'মডেল' দেখে যা আঁকেন বা গড়েন, তা অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু প্রকৃতির সাহায্য নিয়ে রোদাঁ করতেন স্বাধীন সৃষ্টি।

•

প্রত্যেক ভঙ্গিই রোদাঁর কাছে ছিল সমান মূল্যবান। তিনি জানতেন, ঠিক সময়ে ঠিক ভাবে যে-কোন ভঙ্গিকে তিনি ধরতে পারবেন, তাইই প্রকৃতির ছন্দ রক্ষা করবে। যখন কোন যুবতী তার মাথার চুল আঁচড়ায় তখন সে বলে, সে মাথার চুল আঁচড়াচ্ছে। ... ... না, সে এমন কোন ভঙ্গি প্রকাশ করছে, যার ধারা বয়ে যাচ্ছে প্রকৃতির চিরন্তন ছন্দের মধ্যে এবং সে ভঙ্গি সুন্দর, কেননা তা জীবন্ত! এই ভঙ্গিকে তুমি একটু পরিবর্ত্তিত কর, সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে তোমার নিজের ধারণা এর মধ্যে ঢুকিয়ে দাও, গতির সত্য থেকে সামান্য তফাতে স'রে যাও, সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির ছন্দপতন হবে এবং যা ছিল জীবন্ত তা হবে মৃতের মত। ... ... ...

প্রকৃতির ছন্দ কি? ছন্দ হচ্ছে, নিক্তির দু-দিক সমান রাখা, ছন্দ হচ্ছে সামঞ্জস্য। সাম্‌নে ফুল নিয়ে সূর্য্যমুখীর ডাঁটিটি হাওয়ায় দুলছে! কিন্তু এ একদিকে দুল্‌ছে না, দুল্‌ছে দু দিকেই। এ একদিকে দুললেই ছন্দপাত হ'ত। মানুষের দেহও এমনি ভার-সাম্য বা equilibrium রক্ষা করে। তার দেহকে বাঁ দিকে বেঁকিয়ে দাও, সে ডানদিকের হাত তুলে ভার-সাম্য রক্ষা করবে। সে যখন ডানহাতে জল-ভরা বালতি নিয়ে পথ চলবে, তখন নিজের অজ্ঞাতসারেই সে তার বাঁ হাতখানি উর্দ্ধে তুল্‌বে। এই হ'ল প্রকৃতির ছন্দ রক্ষা! এই নিয়েই চিত্রকরের, ভাস্করের, নটের ও নর্ত্তকের আর্ট আমাদের চোখে চমৎকার হয়ে ওঠে। সমগ্র প্রকৃতির মধ্য দিয়েই এই অনাহত ছন্দের ধারা বয়ে যাচ্ছে, সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করছে, আবার অসুন্দরকেও সহনীয় ক'রে তুলছে। একই সামঞ্জস্য-পূর্ণ শক্তি সমতলক্ষেত্রে পর্ব্বত এবং বামনের পিঠে কুঁজ সৃষ্টি করছে। যথাস্থানে যথাযথ ভাবে গ্রহণ করলে, এর একটি অন্যটির চেয়ে বেশী সুন্দর ব'লে মনে হবে না। জীবনের সুষমায় সমস্তই সুন্দর। এই হ'ল শিল্পীর মূলমন্ত্র, রোদাঁর মূলমন্ত্র।

•

কিন্তু শিল্পীর কাজ কেবল 'কপি' করা বা অনুকরণ নয়। প্রকৃতিতে যা কুৎসিত, কেবল অনুকরণের দ্বারা তা সুন্দর হয়ে ওঠে না। নকলিয়া আকার দিতে পারে, কিন্তু কুৎসিতকে জীবন দিয়ে সুন্দর ক'রে দেখাতে পারে না। Merimee বলছেন, "All art is exaggeration a'propos." আর্টে অল্পবিস্তর অতিরঞ্জন থাকবেই, প্রকৃতি তার অনন্ত গতি ও জীবন্ত রক্ত-চাঞ্চল্যের সাহায্যে যা ব্যক্ত করে, কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জনেরই দ্বারা শিল্পী তাকে কৃত্রিম আর্টের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। আপনারা ঘোড়-দৌড়ের ছুটন্ত ঘোড়ার ফোটো নিশ্চয়ই দেখেছেন। 'ক্যামেরা' স্বাভাবিকতাকে হুবহু নকল করে. তবু ফোটোর ছুটন্ত ঘোড়াকে দেখলে আপনার মনে হবে, সে ছুটছে না, ছোটবার ভঙ্গিতে চার-পা আড়ষ্ট ক'রে স্তম্ভিত হয়ে আছে। কেন এমন মনে হয়? 'ক্যামেরা'র অতিরঞ্জন করবার শক্তি নেই—শিল্পীর যা আছে। শিল্পী এখানে যে-ঘোড়াকে এঁকে বা গ'ড়ে দেখাবেন, 'ক্যামেরা' বলবে তা স্বাভাবিক নয়, জ্যান্ত ঘোড়া এমন ক'রে

পা ফেলে না,—কিন্তু আপনি দেখবেন, শিল্পীর ঘোড়া সত্যসত্যই বেগে ছুটে চলেছে ঠিক জ্যান্ত ঘোড়ার মতই! নকলিয়ার স্বাভাবিকতা ও শিল্পীর স্বাভাবিকতার মধ্যে যে কি আকাশ-পাতাল তফাৎ, তা বোঝাতে গেলে এর চেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত আর নেই। এবং কেবল আকারের অতিরঞ্জন নয়, ভাবের অতিরঞ্জনও—আর্টে যাকে বলা চলে রস—দরকার। এই রস বা ভাবের আবেগ আর্টে দুঃখকেও উপভোগ্য এবং কুশ্রীকেও সুশ্রী ক'রে তোলে।

*

প্রথম যুগের গ্রীক ভাস্কররা বোধ হয় এই সত্যটুকু ভালো ক'রে ধরতে পারেন নি। তাঁরা কেবল পরিপূর্ণ এবং সবল ও যৌবনসুন্দর দেহ দেখাতে চাইতেন। 'ক্লাসিক্যাল" যুগের গ্রীক ভাস্কররা আর্টে শৈশব ও ও বার্দ্ধক্য দেখিয়েছেন খুবই কম। কিন্তু পরের যুগের গ্রীক শিল্পীদের সম্বন্ধে এ অভিযোগ করবার উপায় নেই। Villa Albaniতে রক্ষিত ঈসপের প্রতিমূর্ত্তি এবং Capitolineএ রক্ষিত "বুড়ো জেলে" ও "বয়স্থা কৃষক-পত্নী" প্রভৃতি মূর্ত্তিই তার প্রমাণ। ঈসপের প্রতিমূর্ত্তিতে কুঁজো বামনের জীবনের দুঃখের ভাবটুকু এমন ভাবে ফোটানো হয়েছে যে, তার কুৎসিত আকৃতিও আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করে। তারপর New York Museumএ রক্ষিত "Old woman going to the market" নামে মূর্ত্তিটি। এটিও গ্রীক ভাস্কর্যের আর একটি বিখ্যাত মূর্ত্তি। "They must have admired the statue of a drunken woman, for more than one copy has come down to us. All the natural dignity of her sex and age are completely lost to this disgusting creature whose flabby flesh hang in loose wrinkles on her neck and breast." (Joseph Pijoan).

*

শেষোক্ত মূর্ত্তির অনুরূপ একটি মূর্ত্তি রোদাঁও গড়েছেন—"la Vieille Heaulmie're" নামে তা বিখ্যাত। এই মূর্ত্তিটিকে দেখলেই পতিত মানুষ ও অমর কবি Villonএর লেখা কয়েকটি পংক্তির কথা মনে প'ড়ে যায়, যেন সেই কবিতা প'ড়েই এই মূর্ত্তিটিকে গড়া হয়েছে! একটি বুড়ীর মূর্ত্তি। যৌবনে তার কমনীয় দেহ অনেকের লালসার আগুন জ্বলন্ত ক'রে তুলত। কিন্তু সে দিন আজ নেই। আজ বয়সের ভারে তার একদা-ঋজু দেহ সাম্‌নের দিকে বেঁকে পড়েছে, তার সুশ্রী পূরন্ত বক্ষ আজ কুৎসিত, তার জরাগ্রস্ত অস্থিসার গঠনহীন দেহের সর্ব্বত্র শ্লথ মাংস ঝুলছে; ঘাড় হেঁট ক'রে হয়তো সে তার অতীতের কথাই চিন্তা করছে। এ যেন এক শরীরী বিয়োগান্ত নাটক! কিন্তু প্রাচীন শিল্পী যা পারেন নি, এই মূর্ত্তিতে রোদাঁ সেই সৌন্দর্য্যটিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন—পূর্ব্ব-উক্ত মূর্ত্তিটি দেখলে মনে ঘৃণা ও বিরক্তির ভাব জাগে, আর রোদাঁর সৃষ্টি দেখলে এই ক্ষণিকের জীব প্রাচীনা নারীর প্রতি করুণার সঞ্চার হয় এবং সকল সৌন্দর্য্যেরই অনিত্যতার কথা স্মরণ ক'রে মনের মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস জ'মে ওঠে। Pijoan সাহেব গ্রীক মূর্ত্তিটিতে যে "dignity of her sex and age"-এর অভাবের কথা ব'লেছেন এ-মূর্ত্তিটিতে সে অভাবও নেই—তবু গ্রীক মূর্ত্তিটি কাপড়-পরা আর রোদাঁর মূর্ত্তিটি সম্পূর্ণ নগ্ন! এর একমাত্র কারণ হয়তো সেই প্রাচীন যুগের গ্রীক শিল্পী বাস্তবতার প্রাথমিক মোহে অন্ধ হয়ে তখনো স্বাভাবিকতাকে অতিরঞ্জিত বা ভাবের রসে সরস করে তুলতে পারেন নি—যে-কাজে রোদাঁ দেখিয়েছেন অসাধারণ নিপুণতা ও ভাবুকতা।

*

ঐ যে ভাবুকতার কথা বললুম, রোদাঁর গড়া প্রত্যেক মূর্ত্তির মধ্যে তা পাওয়া যায়—"A passion, an idea, a state of being, quiescence itself." এক-একখানি পাথরের উপরে তিনি সেক্সপিয়রের নাটক, কালিদাসের নিসর্গ-চিত্র, ভাগ্‌নর-বেটোফেনের সঙ্গীত, দান্তে-হুগো-বাল্‌জাকের কল্পনা এবং রবীন্দ্রনাথের ও শেলির গীতিকাব্য ফুটিয়ে তুলেছেন। এই অদ্ভুত ভাবের বিচিত্রতায় তিনি প্রাচীন ও আধুনিক সকল ভাস্করকেই পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছেন। যেদিন প্রথম মিকেলাঞ্জেলোর আঁকা "মানব-সৃষ্টি" নামে ছবিখানি দেখি, সেদিন অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলুম। চিত্রকর ভগবানের মূর্ত্তি এঁকে দেখাতে সাহস করেছেন একখানি ক্ষুদ্র পটে এবং মিকেলাঞ্জেলোর মতন চিত্রকর! যিনি কল্পনাতীত, ধারণাতীত, দুর্জ্ঞেয়, বিরাট ও অনাদি, ক্ষুদ্র ও নশ্বর এক বৃদ্ধ মানবের মূর্ত্তি ধারণ ক'রে তিনিই মনুষ্য সৃষ্টি করছেন! এখনো এই ছবিখানি দেখলেই আমাদের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, মিকেলাঞ্জেলোরও কাজ ছেলেমানুষের কাজ ব'লে মনে হয়। তারপরে চোখে পড়ল, রোদাঁর গড়া "ঈশ্বরের হস্ত।" একখানি বিরাট, সবল হস্ত, গভীর মমতায় একপিণ্ড মৃত্তিকা ধারণ ক'রে আছে এবং তারই মধ্যে দেখা যাচ্ছে দুটি ক্ষণস্থায়ী জীব—নর ও নারী, অনিত্য আনন্দে আত্মহারা হয়ে তারা পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ! এ হচ্ছে মনুষ্য-জীবনের প্রতীক! যে-বিরাটপুরুষের উপরে একান্তভাবে নির্ভর ক'রে তাঁরই অসীম করতলের মধ্যে মানুষ চলা-ফেরা ও জীবনযাপন করছে—অসহায়ের মত—অন্ধের মত—ক্ষণিকের প্রজাপতির মত, তিনি ইচ্ছা করলেই তাঁর মুষ্টির মধ্যে এই নশ্বর জীবের ভঙ্গুর দেহ চুরমার হয়ে যায়, কিন্তু এ ইচ্ছা তিনি করেন না—তিনি যে বিশ্বপিতা! মাত্র একখানি হাতের ইঙ্গিত দিয়ে ভাবুক ও প্রতিভাবান শিল্পী এখানে ঈশ্বরের অজ্ঞেয়তার রহস্য সম্পূর্ণরূপে বজায় রেখেছেন, ভগবান সম্বন্ধে আমাদের কল্পনাকে ছোট ক'রে দেন নি। রোদাঁ এখানে মিকেলাঞ্জেলোর চেয়ে বড় হয়ে উঠেছেন! ... ... ... রোদাঁর সমস্ত সৃষ্টিই শক্তির একটি ধারণার উপরে গঠিত। প্রথমতঃ, এই পৃথিবীর শক্তি। তারপরে আর দুটি শক্তি—পরস্পরের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে যারা জীবনযাপন করে—নর ও নারী; এবং তাদেরই আড়ালে থাকে সর্ব্বদাই সেই ধারণাতীত ও বচনাতীত অজ্ঞাত রহস্যের শক্তি, বিশ্বের জীবন-প্রবাহকে নিশিদিন যা বেষ্টন ক'রে আছে।

*

রোদাঁর বিরাট প্রতিভার সমগ্রতা এখানে দেখানো সম্ভবপর নয়, আমরা দু-একটি ইঙ্গিত দিলুম মাত্র। রোদাঁ মুখে ও লেখায় সর্ব্বদাই প্রাচীন শিল্পীদের অভিনন্দন দিয়েছেন বটে, কিন্তু তিনি নিজে একান্তভাবে আধুনিক। গ্রীক শিল্পীর "Old woman going to the market" ও রোদাঁর "la Vieille Heaulmie're"—এ দুয়েরই বিষয় এক, পার্থক্য কেবল এদের প্রাচীনতায় ও আধুনিকতায়। মিকেলাঞ্জেলো ও রোদাঁ দুজনেই আর্টে ঈশ্বরের পরিকল্পনা দেখিয়েছেন, কিন্তু রোদাঁর পরিকল্পনায় আধুনিকতা বিকসিত হয়ে উঠেছে। মিকেলাঞ্জেলোর "Pensieroso"র এবং রোদাঁর "The Thinker"-এর মধ্যেও ঐ একই পার্থক্য দেখা যাবে। তাঁর "The Bronze Age"এর মধ্যে মানুষের ধারণায় মানবতার প্রথম জাগরণের প্রতীক পাওয়া যায়। দান্তে তাঁর অমর কাব্যে নরকের অদ্ভুত চিত্র এঁকেছেন, কিন্তু তার মধ্যে আধুনিক মানুষ বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের সাড়া পাবে না, আর রোদাঁর "Gates of Hell" বিংশ শতাব্দীকে অনায়াসেই তুষ্ট করতে পারবে।

*

প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধরের মত রোদাঁও ছিলেন অক্লান্তকর্ম্মী। সারাজীবন তিনি আর্টের ধ্যান এবং শিল্প সৃষ্টি ক'রে গেছেন—বিশ্রাম কাকে বলে জানতেন না। তাঁর গড়া সমাপ্ত ও অসমাপ্ত মূর্ত্তিতে আজ তিন-তিনটি শিল্পশালা পরিপূর্ণ হয়ে আছে। এই শিল্পশালার বাইরে যে হিসেবী বাস্তব জগৎ আছে, তার সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কই ছিল না। প্রায়ই সকলের মাঝখান থেকে তিনি একেবারে ডুব দিতেন, অনেকদিন ধ'রে তাঁর কোন খোঁজই পাওয়া যেত না। এ-সময়টায় তিনি তাঁর নির্জ্জন শিল্পশালার মধ্যে গিয়ে একখানি হাত, একখানি পা বা কোন 'মডেলে'র একটিমাত্র ভঙ্গির সৌন্দর্য্যের মধ্যে সমাহিত হয়ে থাকতেন! মূর্ত্তিগঠন-শিল্পে রোদাঁর প্রধান আবিষ্কার হচ্ছে এই: নর-দেহের কোন অংশই সমতল নয়। তা নতোন্নত, তাই আলোক-ছায়ার লীলায় সুবিচিত্র।

•

রোদাঁর মতে, আর্ট হচ্ছে ধর্ম্ম। তিনি বলতেন, গতি হচ্ছে এক ভঙ্গি থেকে আর এক ভঙ্গিতে যাওয়া। প্রত্যেক মূর্ত্তির মধ্যে তিনি এই গতির চঞ্চল রাগিনীই প্রকাশ করবার চেষ্টা করতেন। তাঁর ধারণা ছিল, জীবন্ত দেহের ছাঁচ থেকে যে-মূর্ত্তি গড়া হয়, তাঁর ভাস্কর্য্য তার চেয়েও স্বাভাবিক মূর্ত্তি সৃষ্টি করে, কারণ তা গতিপূর্ণ। তিনি বলতেন, তাঁর মানস-চক্ষে 'মডেলে'র যে-প্রতিমা বিরাজ করে, আসল জীবন্ত 'মডেলে'রও চেয়ে তা সুন্দর। মানুষের দেহকে বিচ্ছিন্নভাবে লোকে দেখতে চায় না ব'লে রোদাঁ অত্যন্ত বিরক্ত হ'তেন। তাঁর কাছে এটা একেবারে স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার ছিল যে, একটি বাহু, একখানি হাত বা পা, সম্পূর্ণ দেহের মতই চিত্তাকর্ষক;র—সময়-বিশেষে অংশ যে সমগ্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এইটেই তার স্পষ্ট প্রমাণ! অনেক সময়েই তিনি মূর্ত্তি গড়তে গড়তে এমন অবস্থায় গঠন-কার্য্য ছেড়ে দিতেন যে, লোকে তাকে সম্পূর্ণ মূর্ত্তি ব'লে গ্রহণ ক'রতে রাজি হ'ত না; কারণ তা দেখলে মনে হ'ত যে, রোদাঁর অস্পষ্ট সৃষ্টি গঠনহীন পাষাণের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হবার জন্যে চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না! তিনি জানতেন, যা জীবন্ত তাইই সুন্দর, কারণ তা জীবন্ত; এবং প্রকৃতির কোন-কিছুই কারুর চেয়ে কম-সুন্দর নয়, কারণ তারা সকলেই জীবন্ত; শ্বেতাঙ্গও যেমন সুন্দর, তেমনি সুন্দর কাফ্রিও, কারণ তারা জীবন্ত। রোদাঁ সবিনয়ে আপনার কাছে নিবেদন করবেন যে, জীবনের যে-রহস্য তিনি অনুবাদ ক'রে আপনাকে উপহার দিচ্ছেন, তার আসল বাণীর সঙ্গে তিনি নিজেই পরিচিত নন! সময়-বিশেষে তা একটিমাত্র ভাব বা একটি অমূর্ত্ত ধারণা, যা তিনি ভাস্কর্য্যের মধ্যে মূর্ত্ত করতে চান;—হয়তো তা এমন-একটা-কিছু, যা তিনি চিন্তা করেছেন বা যা তিনি পাঠ করেছেন;—নারীর সৃষ্টি, সাইকির রূপকথা, উপাসনার মন্ত্র, ভাই-বোনের ভালবাসা, দান্তে বা বোদ্‌ল্যারের পংক্তি! হয়তো সামনে তিনি গতির ছবি দেখলেন, এবং গতির সেই ভাবটি প্রকাশ করলেন। প্রায়ই তাঁর হাতের ছোঁয়ায় একটি মূর্ত্তি আকার ধারণ করে, কিন্তু সেই মূর্ত্তির অর্থ কি, তিনি তা নিজেই ধরতে পারেন না! জীবনকে সকল রহস্যের মধ্যেই তিনি দেখাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু জীবনের রহস্য ভেদ করবার জন্যে তিনি ব্যস্ত নন! তিনি আপনাকে একটি গতির ছবি, একটি ভাবের ছবি দেখিয়েই খালাস;—যদি তা সিধা জীবনের ভিতর থেকেই এসে থাকে, যদি তা জীবন্ত বাহ্য-রেখাকে আহত না ক'রে থাকে, তবে নিশ্চয়ই তার কোন অর্থ আছে। এবং আপনি যদি সেই অর্থ টি খুঁজে দেখবার জন্যে ব্যস্ত হন, তাহ'লে রোদাঁও বন্ধুর মত আপনার সঙ্গী হয়ে আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন!

•

পুঁথি বড় বেশী বেড়ে যাচ্ছে এবং সাপ্তাহিক পত্রে এতখানি আর্টের কচকচি অনেক পাঠকের কাছে হয়তো নিতান্ত বাড়াবাড়ি ব'লে মনে হবে, অতএব কথা ফুরোবার আগেই মুখ বন্ধ করতে বাধ্য হলুম! Bourdelle ছিলেন রোদাঁরই সমসাময়িক শিল্পী। সর্ব্বশেষে রোদাঁর সম্বন্ধে তাঁর উক্তি তুলে দিচ্ছি: "He was not only the Master of us all, he was the artist of whom modern times should be most proud. Perhaps he was grander than the sculptors of antiqnity, the sculptors of Italy. Michelangelo had a tumultuous and heroic vision. Rodin put the breath of life in the stone. He made his men and women truly human, and in that he stands alone."

---

## গান

(হেমেন্দ্রকুমার রায়)

ফুল, ফুল, ফুল! চারিধারে ফুল!
ফুল নিয়ে বেলা কাটে,—
ফুলকবি আমি—ফুল-বুলবুলি,
নাচি-গাই ধরা-নাটে!

•

ফুলের পাপ্‌ড়ি নিয়ে,
কবিতা লিখি যে প্রিয়ে!
সুখ-দুখ আমি কোলে টেনে নিয়ে
বসি রাঙা ফুলপাটে।

•

চামেলি জিনিয়া জেস্‌মিন যুঁই চাঁদের-প্রলাপ-মাখা,
অধরে তোমার কুসুমী কাহিনী হাসির-গোলাপ-আঁকা!

•

ফুলেরি মতন, বালা!
হওনা গলার মালা!
বাহু-ফুলডোরে জড়িয়ে আমারে
ঘুমাও প্রাণের খাটে!

---

# চিত্রপুরী ঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

( পি-এম্ )

বিলাসের শ্রেষ্ঠ লীলা-নিকেতন হলিউডের সুদৃশ্য প্রাসাদগুলিতে বাস ক'রে যে-সব তারকা নট-নটীরা বিশ্বের নর-নারীর মনে আনন্দের খোরাক জুগিয়ে দিচ্ছেন তাঁদের সকলের জীবনেই কি সুখের ফোয়ারা অবিরাম ছাড়িয়ে প'ড়ছে? তাঁরা সকলেই কি এই নট বা নটী জীবনে সুখী হ'য়েছেন?—তাঁদের অতৃপ্ত বাসনা কি তৃপ্ত হ'য়েছে?

এই সব প্রশ্নে তাঁদের মধ্যে অনেকে উত্তর দিয়েছেন, তাঁদের মুখ থেকেই তা শুনুন: লিলিয়ান্ হার্ভে বলছেন: "আমার মনকে একবারে ভেঙে চুরমার ক'রে দিয়েছে এই হলিউড। হলিউডে আমার কাজ দেখে বন্ধুরা বিরুদ্ধতা ঘোষণা ক'রেছেন, তাইতে আমি মুশ্ড়ে প'ড়েছি। বিখ্যাত তারকা ব'লে আমি নিজেকে প্রচার করতে চাই না—আমি চাই যৎসামান্য একটু কাযের সুযোগ, যাতে আমি আমার কর্ম্মক্ষমতার রূপকে ফুটিয়ে তুলতে পারি। আমাকে সবাই ব'লছে 'টেম্প্যারামেণ্টাল্'; কিন্তু আমি সত্যিই তা নই। আমি অত্যন্ত অসুখী নারী—আমি নিতান্ত একা। জীবন-যুদ্ধে এ-রকমে হেরে যেতে আমার ইচ্ছা নেই। ভাল কাজের পথে নিজেকে দক্ষ ক'রে তোলাই আমার মনের বাসনা। বছর খানেকের মধ্যেই আমি বিয়ে ক'রব। ... ... সুখ আমাকে খুঁজে নিতে হবেই এই হলিউডেই। অনেকেই তো সুখী—আমিই বা হ'ব না কেন?"

*

হলিউডের নিখুঁত-মুখ-ওয়ালা মেয়ে সিল্ভিয় সিড্নিরও মন গেছে ভেঙে। কারণ তারকা হ'তে গিয়ে তার নারীত্ব ক্ষুন্নতা প্রাপ্ত হয়েছে। সিল্ভিয়া সিড্নি বলছেন: "আমার যদি একটা মেয়ে থাকত তবে যশের মরীচিকার পেছনে এরকমে সর্ব্বস্ব খোয়াতে দিতুম না।"

মেট্রোর সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হ'য়ে এই সেদিন ফিলিপ হোম্সও বলেছেন: "জীবনে যদি বুঝতুম হলিউডের রাস্তা এত বন্ধুর তাহ'লে আমি প্লেগের মতনই এ-পথকে ভয় করে ফিরে যেতুম। আমার ছেলেরা যদি ভিখিরী হ'য়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াত তাহ'লেও আমি তাদের হলিউডের মোহে কখনও পড়তে দিতুম না। টাকা দিয়ে হলিউড্ আমাদের রক্ত শুষে নিচ্ছে—আমাদের ভেতরে এখন রয়েছে শুধু মরু-মরীচিকা ও আলেয়া!"

*

"Twentieth Century"-তে একটা দৃশ্য তোলা হচ্ছিল। অভিনয় করছিলেন শ্রীমতী ক্যারল্ লোম্বার্ড ও শ্রীযুক্ত জন্ ব্যারীমোর। ছবির একজায়গায় জন্ ব্যারীমোরকে শ্রীমতা ক্যারল্কে খুব ক'সে চড় মারতে হবে। পরিচালক ছিলেন হাওয়ার্ড হক্স—তিনি রসিকতা ক'রে জন্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি স্ত্রীলোকের হাতের চড় খেতে কোন আপত্তি ক'রবেন না তো?

জন্ উত্তর দিলেন? "কী—আমার কি তিনবার বিয়ে হয়নি?"

*

চিত্রগ্রহণের সময় হলিউডের কোন ষ্টুডিওয় এই রকম কথা হচ্ছিল—

—"আপনি কি ঐ নটীকে চেনেন?"

—"না। কে তিনি?"

—"উনি একজন তারকা।"

—"কিন্তু তারকার মতন উনি তো মোটেই নন।"

—"তবে এখন যে ওঁর কোন রূপ-সজ্জা নেই কিনা।"

—"আহা! তবে আর কাউকে দিয়ে ওঁর অংশ অভিনয় করান না।"

—"হ্যাঁ, তা বটে...তবে ওঁর ব্যক্তিত্ব যে অসাধারণ।"

*

কোন কোম্পানীর একটা ছবি শেষ হ'তে তিন বছর কেটে গেল। তার ওপর আবার বিপদ হ'ল, ছবি তুল্তে তুল্তে নায়িকা হ'য়ে পড়লেন স্থূলকায়া।

কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষরা এতে দ'মে গেলেন না—তাঁরা ছবিখানি কোন পুষ্টিকর খাদ্যের বিজ্ঞাপন হিসেবে কোন ব্যবসাদারকে বেচে দিলেন। তাতে যা টাকা পেলেন তাতে তাঁদের খরচ-খরচা সব উঠে এল।

*

একটি ছবি যখন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে এমন সময় নায়ক অন্য কোম্পানীর দলে বেশী টাকার লোভে কাজ ক'রতে সুরু করলেন। কিন্তু প্রযোজকরা কিছুমাত্র আপত্তি করলেন না এতে। বয়সে ছোট আর এক অভিনেতার দ্বারা সেই ছবিটিরই অভিনয় চলল—মাত্র শেষের দিকে ছবিতে তাঁরা "দশ বছর আগে" এই কথাগুলি জুড়ে দিলেন।

*

মাইক্রোফোন্ ব্যবহারের সময় যাতে কোন লোক দরজা খুলে অযথা শব্দের সৃষ্টি না করে, সেইজন্যে কলম্বিয়ার সাউণ্ড প্রুফ ষ্টুডিওর সব দরজা গুলিতেই বিদ্যুত-প্রবাহের সঞ্চার করা হ'য়েছে।

*

নিউ ইয়র্কের "রক্সি" থিয়েটারের মেঝেতে কত লোকের পায়ের ছাপ পড়েছে জানেন? নয় কোটী!

*

বাংলার ষ্টুডিও গুলির মধ্যে নতুন খবর কিছুই জানাবার নেই। শুধু—

## রাধা ফিল্ম কোং জানাচ্ছেন ঃ

আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই তাঁদের বাংলা ও হিন্দী সব ছবি তোলা শেষ হ'য়ে যাবে। তাছাড়া কর্ত্তৃপক্ষ বাংলার একজন নামজাদা ঔপন্যাসিকের একটি সামাজিক গল্পকে ছবিতে রূপান্তরিত করবার জল্পনা-কল্পনা কর'ছেন। বিস্তারিত বিবরণ তাঁরা শীঘ্রই জানাবেন।

"হরি ভক্তি" ও "শচী-দুলাল"—যে ছবি দু'খানি শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষ অসমাপ্ত অবস্থায় ফেলে রেখে গেছেন—তারা সাজ-গোজ ক'রে মুক্তির অপেক্ষায় ব'সে আছে।

"দক্ষযজ্ঞে"র কাজ পুরোদমেই এগুচ্ছে, দক্ষের প্রাসাদের এক বিরাট দৃশ্যপটে এখন আরম্ভ হ'য়ে গেছে ভারতবিশ্রুত যজ্ঞের অনুষ্ঠান।

রাধা ফিল্ম কোম্পানী তাঁদের দলে কতকগুলি নতুন নট-নটীর আমদানী ক'রে আরো শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন। সুদর্শনা ও সুগায়িকা কতকগুলি মেয়ে-নটীর খোঁজও তাঁরা ক'রছেন।

এবং শেষ মুহূর্ত্তে রাধা ফিল্ম কোম্পানী একটি সুখবর জানিয়েছেন। শ্রীযুক্ত এইচ্. রক্ষিত এম্-এস্-সি হচ্ছেন ওখানকার শব্দ-বৈজ্ঞানিক—মৌলিক গবেষণা ক'রে এবং বেতার সম্বন্ধে 'থিসিস্' লিখে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্প্রতি ডি-এস্-সি উপাধিলাভ করেছেন। চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংযোগ রেখে বিদ্যাপীঠের সব-চেয়ে উঁচু সম্মান পাওয়া ভারতীয় চিত্রজগতের ইতিহাসে এই প্রথম ঘটল।

ডাঃ রক্ষিত একজন উদ্যমী যুবক; বিজ্ঞানশাস্ত্রের নিপুণ পথচারী। রাধা ফিল্মের সঙ্গে কার্য্যসূত্রে আবদ্ধ হ'য়েও তার নতুন উদ্ভাবনী-শক্তির হ্রাস হয়নি কোনদিনই। তাই তিনি পেয়েছেন এত-বড় সম্মান। তাঁর সম্মানলাভে উক্ত চিত্র প্রতিষ্ঠান যেমন গর্ব্ব অনুভব ক'রছেন, আমাদেরও বুক কম ফুলছে না এই ব্যাপারে। ডাঃ রক্ষিত রাধা ফিল্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে ওখানকার কর্ম্ম-প্রবীন শব্দযন্ত্রী শ্রীযুক্ত এন্ পাল এম্-এস্-সির সহযোগীতায় আমাদেরকে শব্দ-বিজ্ঞান-পথের নতুন আলো দেখাবেন, এ আশা করছি মন-প্রাণে। হাঁ, বেশী দিনও অপেক্ষা ক'রতে হবে না—রাধার "দক্ষযজ্ঞে"র মধ্যেই আমরা তাঁর শিল্প-কুশলতার ছাপ দেখতে পাব।

ডাঃ রক্ষিতের কাজে রাধা ফিল্ম কোম্পানী যদি সব-দিক্ দিয়ে লাভবান হন, তাহ'লে আমরা হব সব-চেয়ে খুশী।

তরুণী

অন্নপূর্ণার মন্দির

কালী ফিল্‌ম্‌স্‌

কর্ত্তৃক প্রযোজিত।

আর, সি, এ

শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

তুলসীদাস

রাজমোহনের স্ত্রী

শনি, রবিবার
ও ছুটীর দিন
বেলা ৩টা, সন্ধ্যা ৬-১৫
ও রাত্রি ৯॥ টায়

অন্যান্য দিন দুইবার
সন্ধ্যা ৬-১৫
ও রাত্রি ৯॥ টায়

৮৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টেলিফোন নং—১১৩৩ বড়বাজার

# রূ প লে খা

**শনিবার ৭ই জুলাই হইতে—ত্রয়োদশ ও শেষ সপ্তাহ**

যাহারা এই অপূর্ব্ব কথাচিত্র এখনও দেখেন নাই—তাঁহারা আর দেরী করিবেন না,

রূপলেখার সহিত—

সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় কার্টুন চিত্র

"পি ব্রাদার্স"

এবং সেই চিরনূতন প্রহসন চিত্র—

**মাসতুতো ভাই**

শনিবার ১৪ই জুলাই হইতে—

**বালাজ্বালা**

নিউ থিয়েটার্সের প্রথম অরণ্যচিত্র = মহুয়া ঃ শীঘ্রই দেখান হইবে

প্রধান ভূমিকায়—দুর্গাদাস, মলিনা, অহীন্দ্র, ভূমেন।

No 1675-85

GOVERNMENT HOUSE,
SHILLONG.

October 17, 1933.

Dear Sir,

I am desired by His Excellency the Governor to say that Their Excellencies the Viceroy and the Countess of Willingdon were very pleased with the programme provided by you at your Cinema on the occasion of their visit. Her Excellency said that your cinema and the films shewn compared very favourably with the cinemas of Delhi and Simla.

His Excellency the Governor will be glad to give you a letter of appointment for the Kelvin Cinema.

Yours faithfully,

Captain,
Private Secretary to His Excellency
the Governor of Assam.

To
P. Rustomji, Esq.,
The Kelvin Cinema, Shillong.

**PHILIPS ELECTRICAL CO., (INDIA) LTD.**
**HEYSHAM ROAD ........ CALCUTTA**
**AND BRANCHES**

# PHILISONOR

P. P. K. 5

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

# চিত্রপুরী ঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

( রঞ্জন রুদ্র )

**চিত্র পরিচয় ঃ** (১) Professional Sweetheart ( রেডিও পিক্‌চার্স্ )

প্রধান ভূমিকায়—জিন্‌জার রজার্স্.

নরম্যান ফস্‌টার।

কাল থেকে ম্যাডান থিয়েটারে আরম্ভ হবে।

*

Professional Sweetheart একটি হাল্কা ধরণের হাসি-মস্করার ছবি। জিন্‌জার এই ছবিতে এক রেডিও-গায়িকার ভূমিকা অভিনয় করেছেন। বদ্ধ আবহাওয়া সহ্য করতে না পেরে গায়িকা দলের বাইরে গিয়ে মুক্ত বাতাস এবং স্বাধীন জীবন উপভোগ করবার আগ্রহ প্রকাশ করতে রেডিওর কর্ত্তারা তাকে হারাবার ভয়ে ভীত হ'যে তার মনস্কামনা পূর্ণ করবার জন্যে একটি পুরুষ সংগ্রহ ক'রে তাকে Dream Man আখ্যা দিয়ে তার সঙ্গে গায়িকার বিবাহ দিয়ে দিলে। তখন মহা গণ্ডগোল বাধ্‌লো। গায়িকা তার স্বামীর অধীনতা স্বীকার করতে চাইলে না; সে তার অবাধ জীবন যথেচ্ছভাবে অতিবাহিত করতে লাগলো। তখন ছবির হাস্তকর ঘটনাচক্র হাসির চরম অবস্থায় পৌঁছল এবং স্বপ্ন-মানুষটি তার পত্নীকে শান্ত করবার জন্তে দৈহিক শক্তি ব্যবহার করতে বাধ্য হল।

নায়ক-নায়িকা ছাড়া, জাস্ব পিট্‌স্, গ্রেগরি র‍্যাটফ প্রভৃতি নট-নটীরা এই ছবিতে প্রচুর হাসির খোরাক যুগিয়েছেন। Professional Sweetheart একখানি দৃশ্যসুখকর দ্বিতীয় শ্রেণীর হাসির ছবি।

*

**Balaclava**—একটি বিখ্যাত যুদ্ধের ছবি। কাল থেকে "চিত্রা"য় দেখান হবে। যাঁরা যুদ্ধের ছবি দেখতে ভালবাসেন তাঁরা "বালক্‌লাভা" দেখবেন নিশ্চয়। কবি Tennyson-এর Half-a league, half a league, half a league onward-নামক যে অমর কবিতাটী ছেলেবেলায় মুখস্থ করতাম সেই কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয় অর্থাৎ Clearge of the Light Brigade এই ছবিতে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। "The charge scene is so realistic and magnificently produced that one will simply forget that he or she is before Screen !"

হলমুক ফিল্ম কর্পোরেশনের চেষ্টায় আমরা এই ছবিখানি দেখলাম।

*

Devil Tiger—ফক্‌সের বন্য চিত্র। কাল থেকে রূপবাণীতে আরম্ভ হবে। বন্য-চিত্র হিসাবে Devil Tiger খুব নাম করছে। আশা করি, যাঁদের জন্যে রূপবাণীর কর্ত্তৃপক্ষ এই ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন তাঁরা খুশী হ'য়ে হাজারে হাজারে ছবিখানি দেখতে আসবেন।

*

**Moulin Rouge**—সাহেবপাড়ার "এম্পায়ারে" এ-হপ্তা থেকে 'Moulin Rouge' দেখানো হবে। এখানি সবাক্ ছবি; নির্ব্বাক্ ছবিখানিও আমরা বছর-কয়েক আগে দেখেছি। তবে আগের চেয়ে পরের সংস্করণই লাগলো বেশী ভালো। নাচ-গানের 'আবরণের মধ্যে' দিয়ে ছবি যে সত্যিসত্যিই এতো উঁচুদরের হ'তে পারে এর আগে তার কচিৎ সন্ধান পেয়েছি। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় ক'রে কন্‌স্টান্স বেনেট আমাদের মনকে একেবারে মোহিত ক'রে দিয়েছেন—তাঁর অভিনয় অপূর্ব্ব! আরো একটি জিনিষ যা' আমাদের মনে ধ'রেছে তা' হ'চ্ছে নাচ। এই নাচগুলোর রচয়িতা যে কত বড় নিপুণ কলাবিদ তা নিজের চোখে না দেখ্‌লে বোঝানো যাবে না।—আর তেমনি হ'য়েছে নাচগুলির প্রকাশ-ভঙ্গী!··· যাঁরা রস চাক্‌তে জানেন তাঁদের ছবিখানি দেখতে অনুরোধ করি।
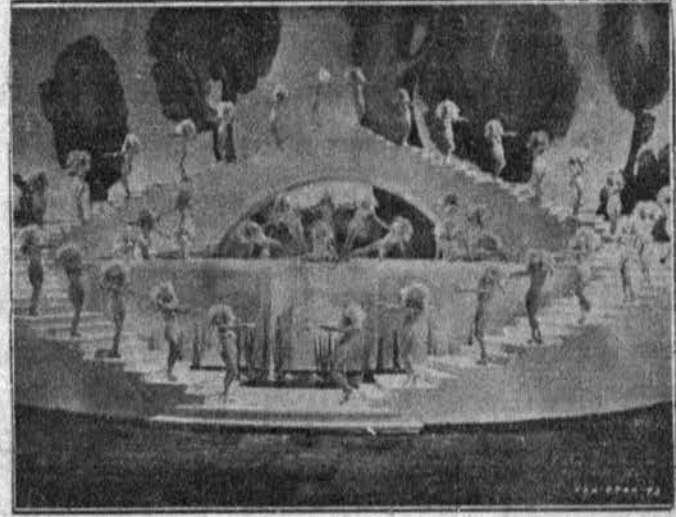
"MOULIN ROUGE"-র একটি দৃশ্য

**হলিউড্ গল্পিকা ঃ**

প্যারামাউন্ট্ কোম্পানীর প্রায়-সমাপ্ত ছবি "Cleopatra" সম্বন্ধে খবর এসেছে যে ছবিখানি নাকি "will out-do every spectacle the talking screen has hitherto known." ছবিখানির প্রয়োজনার ভার আছে সিসিল্ মিলের হাতে। সুতরাং, spectacle হিসেবে "Cleopatra" যদি সত্যই সবাইকে ছাপিয়ে যায়, তাতে বিস্মিত হব না; তাই প্যারামাউন্ট্ কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে বিশেষ প্রতিবাদ না ক'রে আশান্বিত হয়ে আছি। নাম ভূমিকায় নিপুণা চরিত্রাভিনেত্রী ক্লডেট্ কল্‌বার্টকে দেখা যাবে। ক্লডেট্ কল্‌বার্ট্‌কে চরিত্রাভিনেত্রী বলাতে কেউ কি আপত্তি করছেন? যদি কেউ করেন তাহ'লে তাঁকে "Four frightened people" এবং "Torch singer" এই দুখানি ছবিতে তাঁর অভিনয় স্মরণ করতে ব'লি। মার্ক এণ্টনির ভূমিকা নিয়েছেন উইলককসন নামে একজন অপেক্ষাকৃত অল্পপরিচিত ( অন্ততঃ আমাদের দেশে ) অভিনেতা।

*

প্যারামাউন্ট্ কোম্পানী বিশেষ আশান্বিত চিত্তে আর একখানি ছবি তোলবার তোড়জোড় করছেন। ছবিখানি একটি নামকরা নাটকের চিত্ররূপ। তার নাম Badger's Green। লেখক, R. C. Sheriff—

যিনি Journey's End লিখে রাতারাতি জগদ্বিখ্যাত হলেন এবং উৎসাহিত হ'য়ে "পথের শেষে"র উপসংহার স্বরূপ Badger's Green লিখলেন। এই উপসংহারের ধুয়োটা সংক্রামক, তাতে আর সন্দেহ নেই। মনে আছে বোধ হয়—All Quiet-এর পর বেরুলো Road Back! কিন্তু প্রথম প্রচেষ্টার চেয়ে উপসংহার যে প্রায়ই নিকৃষ্ট হয় এ জানা কথাটি উভয়ক্ষেত্রেই আর একবার ক'রে প্রমাণিত হয়েছে। All Quiet বা Journey's End-এর কাছে Road Back বা Badger's Green দাঁড়াতেই পারে না। যাই হোক, প্যারামাউন্ট কোম্পানী কিন্তু দুনিবার সুখবাদের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে Badger's Green-কে চলচ্চিত্র রূপান্তরিত করবার আয়োজন করছেন। তাঁদের মতে, এই বইএর মধ্যে নাকি প্রচুর চিত্র-সম্ভাবনা আছে।

*

শ্রীযুক্ত ওয়াল্ট্ ডিস্নে তাঁর বিশ্বপ্রিয় মিকি মাউসকে নিয়ে নূতনতর কল্পলোক এবং নবতর রসসৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। এবার মিকি মাউসের যে সিরিজগুলি আসবে তাতে দেখা যাবে, মিকি জনপ্রিয় কাহিনী Gulliver's Travels-এর নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে লিলিপুট শহরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। ডিস্নে সাহেবের হাতে প'ড়ে মিকি মাউস কার্টুনের ভিতর দিয়ে গলিভারের ভ্রমণ কাহিনী অপূর্ব্ব কার্টুন-ছবিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

আমাদের দেশেও এমনি ধরণের বহু গল্প আছে। নিউ থিয়েটার্স ভারতবর্ষে প্রথম কার্টুন ছবি তু'লে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছেন; তাঁদের ছবি এইদিকে আকর্ষণ করছি। এমনি ধরনের একটি কৌতুকপ্রদ জনপ্রিয় গল্পকে অবলম্বন করার সুবিধা অনেক। সব-চেয়ে বড়ো সুবিধা হচ্ছে এই যে, এর দ্বারা ছবির মধ্যে আগাগোড়া কাহিনীর একটি সুসমঞ্জস গতির আভাস পাওয়া যায়।

*

নানা রকমের পোষ্টার প্রভৃতির দ্বারা জানানো হয়েছে যে শীঘ্রই কলকাতার কোন স্থানে "ছায়া" নামে একটি সিনেমাগৃহ খোলা হবে। সকলে উদ্বোধন দিনের জন্য প্রতীক্ষা করুন। সিনেমাগৃহ উদ্বোধনের জন্যে সারা কলকাতা-বাসীকে প্রতীক্ষা করতে ব'লে উক্ত নবু-সিনেমার কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপনে পয়সাখরচের পরিচয় যতটা দিয়েছেন, মস্তিষ্কের পরিচয় ততটা দিতে পারেন নি। বিজ্ঞাপনে আড়ম্বর থাকা দরকার; কিন্তু তার সীমা থাকাও অবশ্য প্রয়োজনীয়। যাই হোক, আশা করি, "ছায়া" কলকাতার চিত্রামোদীদের অবিচ্ছিন্ন আনন্দ দান করতে সক্ষম হবে।

*

আমাদের দেশের ষ্টুডিওগুলি থেকে মাঝে মাঝে বুলেটিন আসছে বটে; কিন্তু সেগুলি যেমন মামুলি, তেমনি ভাসা-ভাসা। অমুক কোম্পানী অমুক ছবির জন্য "কল্পনাতীত আয়োজন" করেছেন; অমুক কোম্পানীর অমুক ছবিতে একটি দৃশ্যের জন্যেই হয়ত লাখ্ লাখ্ টাকা খরচ হচ্ছে; অমুক ষ্টুডিওয় দ্রুতবেগে কাজ অগ্রসর হচ্ছে—এই সব। আসলে কিন্তু মনে হচ্ছে যেন, বর্ষায় সকলেই সেঁতিয়ে গেছেন—কারুরই কাজ-বিশেষ ভাবে এগুচ্ছে না। দু'মাস আগে যে ছবির সম্বন্ধে আশা করেছিলাম—এক সপ্তাহের মধ্যেই হয়ত সেটি মুক্তিলাভ করবে, আজো পর্য্যন্ত সে-ছবির দেখা পেলাম না। সুতরাং বর্ষায় যাঁর আসার বারতা শুনছি, দেখা হয়ত তাঁর পাবো বসন্তে।

*

"তরুণী"; "দক্ষ-যজ্ঞ"; "রাজনটী"; "ব্রাহ্মস্পর্শ"; "শচীদুলাল"; "তুলসীদাস"; "অন্নপূর্ণার মন্দির"; "কারাগার"; "রাজমোহনের স্ত্রী"; "মহুয়া"; এরা ছাড়া নাম-না-জানা এবং নাম-মনে-পড়ছে-না এমন অনেক-গুলি ছবি বর্ত্তমানে দেশী ষ্টুডিওগুলিতে রূপলাভ করবার পূর্ব্বাবস্থায় দিন কাটাচ্ছে।

*

"রাধা ফিল্মে"র নতুন খবর হ'চ্ছে, তাঁরা স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের "মানময়ী গার্ল স্কুলে"র চিত্রস্বত্ব ক্রয় ক'রেছেন। তাঁদের উর্দ্দু কথক ছবি "নাগান্" এবং বাংলা সবাক ছবি "শচী-দুলাল", 'ভারত-লক্ষ্মী হাউস' ও 'ক্রাউনে' শীঘ্রই দেখানো হবে।

---

# অপরেশচন্দ্র

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

[ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গাঙ্গোপাধ্যায় ]

ইহার পর আর এক রাত্রি অপরেশবাবু 'জনা' নাটকে প্রবীরের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন। অন্যান্য অভিনেতা পূর্ব্বের ন্যায় আপত্তি করিলেও মনোমোহনবাবুর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অধ্যক্ষ চুনীবাবুর দৃঢ়তায় তাঁহারা নিরস্ত হইতে বাধ্য হন। পরলোকগতা সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী তিনকড়ি দাসীকে চুনীবাবু মাঝে মাঝে মিনার্ভায় আনিয়া সাজাইতেন। অদ্য রাত্রে 'জনা' অভিনয়ের জন্য তিনি আসিয়া যখন শুনিলেন, 'প্রবীর' চুনীবাবু সাজিবেন না—তিনি সাজিবেন 'অর্জ্জুন';—একটী নূতন লোক 'প্রবীর' সাজিবে, তখন তিনিও প্রথমে মহা বিরক্ত হইয়া উঠেন, পরে অভিনয় দর্শনে প্রীত হইয়া অপরেশবাবুর সহিত সদ্ব্যবহার করেন। এস্থলে বলা আবশ্যক, ইনিসিয়াম থিয়েটারে, অর্দ্ধেন্দুবাবুর নিকট প্রবীরের ভূমিকা অপরেশবাবু পূর্ব্বেই শিখিয়াছিলেন।

ইহার পর সুপ্রসিদ্ধ 'রিজিয়া' নাটক-প্রণেতা শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায়ের 'ঐন্দ্রিলা' নামক একখানি নূতন নাটক মিনার্ভায় অভিনীত হয়। থিয়েটার জমাইতে হইলে যেমন ভাল অভিনেতা ও অভিনেত্রী চাই, সেইরূপ ভাল নাটকও চাই;—চুনীবাবু ইহার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়া ছিলেন। প্রথমেই তিনি সুযোগ পাইয়া, অর্দ্ধেন্দুবাবুকে ষ্টার থিয়েটার হইতে মিনার্ভায় আনিয়া ছিলেন। 'রিজিয়া' নাটক অরোরা থিয়েটারে অর্দ্ধেন্দুবাবুর শিক্ষকতায় উচ্চ প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছিল এবং যথেষ্ট অর্থসমাগমও হইয়াছিল। এই সময়ে শক্তিশালী নাট্যকার বলিয়া মনোমোহনবাবুর বিশেষ সুখ্যাতি বাহির হয়। চুনীবাবু যথেষ্ট আশা এবং উৎসাহের সহিত তাঁহার দ্বিতীয় নাটক 'ঐন্দ্রিলা' অভিনয় করিতে মনস্থ করিলেন।

'ঐন্দ্রিলা'র ভূমিকা অভিনয়ের নিমিত্ত চুনীবাবু ইউনিক থিয়েটার হইতে সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে লইয়া আসিলেন। যথাসম্ভব অর্থব্যয়ে দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা প্রস্তুত হইতে লাগিল। অর্দ্ধেন্দুবাবু রিহার্স্যালে বসিলেন। তিনি বলিলেন—'ঐন্দ্রিলা'কে আবার রিজিয়ার মত সুপ্রতিষ্ঠিত করিব। বৃত্রের ভূমিকা চুনীবাবু লইলেন। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ক্ষেত্রমোহন মিত্র, মন্মথনাথ পাল ( হাঁদু বাবু ), তারকদাস পালিত, মনীন্দ্রনাথ মণ্ডল ( মন্টু বাবু ), জীবনকৃষ্ণ পাল প্রভৃতি অনেকেই এই নাটকে অভিনয় করিয়াছিলেন। অপরেশবাবুও "সূর্য্যের" ভূমিকা লইয়া নূতন নাটকে এই প্রথম অবতীর্ণ হন।

উদ্যোগ-আয়োজন যেরূপ হইয়াছিল,—'ঐন্দ্রিলা' কিন্তু তেমন জমিল না। প্রত্যেক সপ্তাহেই বিক্রয় কমিয়া যাওয়াতে সম্প্রদায় বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িল। ষ্টারে তখনও ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' সগৌরবে অভিনীত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই নাটকে অর্দ্ধেন্দুশেখরও রডার ভূমিকা অভিনয় করিয়া অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তখন এক থিয়েটারের বই অন্য থিয়েটারে অভিনয় করিলে আইনে বাধিত না, কিম্বা গ্রন্থকারকে 'রয়েলটী' দিতেও হইত না। অর্দ্ধেন্দুবাবু মিনার্ভায় 'প্রতাপাদিত্য' খুলিবার প্রস্তাব করিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ এই দুর্দ্দিনে তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। সকলেই বলিলেন, "সাহেব ( অর্দ্ধেন্দুবাবুকে সাহেব বলিয়া সকলে ডাকিত ) ষ্টারে প্রতাপাদিত্য ও রডার পার্ট 'জ্বালাইয়া দিয়া' আসিয়াছেন, আমাদের এখানে প্রতিযোগিতায় 'প্রতাপাদিত্য' খুলিলে নিশ্চয়ই সহরে একটা সাড়া পড়িয়া যাইবে এবং অর্থসমাগমও যথেষ্ট হইবে।" পরম উৎসাহে 'প্রতাপাদিত্যে'র রিহার্স্যাল আরম্ভ হইল।

১৩১১ সাল, ২৫শে অগ্রহায়ণ মিনার্ভায় প্রথম 'প্রতাপাদিত্য' অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রাত্রে প্রধান প্রধান ভূমিকায় নিম্নলিখিত অভিনেতা ও অভিনেত্রী অবতীর্ণ হইয়াছিলেন :—

| | |
|---|---|
| বিক্রমাদিত্য ও রডা | স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী |
| প্রতাপ | „ চুনীলাল দেব |
| বসন্ত রায় | তারকদাস পালিত |
| গোবিন্দ রায় | শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মিত্র |
| গোবিন্দদাস | স্বর্গীয় মোহিতমোহন গোস্বামী |
| ভবানন্দ | শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল ( হাঁদু বাবু ) |
| সুন্দর | স্বর্গীয় মনীন্দ্রনাথ মণ্ডল ( মন্টু বাবু ) |
| শঙ্কর | „ অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় |
| কল্যানী | শ্রীযুক্তা তারাসুন্দরী |
| বিজয়া | পরলোকগতা কিরণশশী |
| ছোটরাণী | „ সরোজিনী |

প্রত্যেক ভূমিকাই সুন্দর হইয়াছিল। অপরেশবাবুর 'শঙ্করের' ভূমিকাভিনয় এরূপ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, যে, দর্শকগণ মধ্যে 'এই নবীন অভিনেতাটী কে?' ইহা লইয়া অন্দোলন চলিতে থাকে। অর্দ্ধেন্দুবাবুর শিক্ষকতায় অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইলেও, সে সময়ে ষ্টার থিয়েটারের এরূপ প্রতিপত্তি, যে প্রথম কয়েক সপ্তাহ মিনার্ভায় সেরূপ লোক সমাগম হয় নাই, ক্রমে ক্রমে দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত বিক্রয়ও অনেকটা বাড়িয়াছিল।

প্রতাপাদিত্যের যে সময়ে রিহার্স্যাল চলিতেছিল, চুনীবাবু সে সময়ে নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রকে মিনার্ভায় লইয়া আসেন। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, উপহার দানে মিনার্ভা থিয়েটার যেরূপ উন্নতি লাভ করিতে লাগিল, ক্লাসিকের সেইরূপ অবনতি হইতে লাগিল। ইহার প্রধান কারণ,—ভারতচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সুবিখ্যাত গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ ও গ্রন্থাবলী বসুমতী যেরূপ বহু পরিমাণে মিনার্ভায় উপহার দিতে লাগিল,—হিতবাদীর সেরূপ গ্রন্থাবলীর আধিক্য ও বৈচিত্র্য না থাকায়, প্রতিযোগিতায় ক্লাসিককে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে হইল। (এখানে বোধ হয় অবিনাশবাবুর একটু ভুল হয়েছে। কারণ রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী প্রথমে "হিতবাদী"ই প্রকাশ করেছিলেন ব'লে আমাদের জানা আছে। ইতি নাচঘর-সম্পাদক) তাহার উপর 'আধা আধি বখরায় উপহার দানে' হিতবাদী ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে প্রকাশ করায়, অমরবাবুকে বাধ্য হইয়া টিকিটের মূল্য বৃদ্ধি করিতে হইল। ইহার ফলে দর্শক-সংখ্যাও কমিতে আরম্ভ হইল। অমরবাবু উপহার দেওয়া বন্ধ করিলেন। মিনার্ভা ৺পূজার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ ভাদ্র হইতে আশ্বিন প্রায় দুই মাস উপহার চালাইয়াছিলেন।

বুধ ও বৃহস্পতিবারে উপহার দেওয়ায় শনি ও রবিবারের বিক্রয় যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছিল। এ নিমিত্ত ক্রমেই ক্লাসিক থিয়েটারে বেতনাদি বাকী পড়িয়া যাইতে লাগিল। গিরিশচন্দ্রেরও তিন মাসের বেতন বাকি। বেতন পাইবার তখন সম্ভাবনাও অতি অল্প। এই অবস্থায় চুনীবাবুর অনুরোধ ও আগ্রহে গিরিশচন্দ্র মিনার্ভায় যোগদান করিলেন। অমরবাবুর পাওনাদারের অভাব ছিল না, তাহারা হাইকোর্টে দরখাস্ত করিয়া ক্লাসিক থিয়েটারে রিসিভার বসাইয়া দিল। ইহার ফলে অমরবাবুকে—ইনসল্‌ভেন্সি লইতে হইল।

✓ চুনীবাবু, গিরিশবাবু শ্যালক-পুত্র ছিলেন। গিরিশ চন্দ্রকে মিনর্ভায় আনিয়া চুনীবাবু, 'ম্যানেজার' বলিয়া তাঁহার নাম ঘোষণা করিতে চাহিলে, গিরিশবাবু বলিলেন,—"কেন, তুই যেমন ম্যানেজার আছিস্, তেম্‌নি থাক্ না,—প্রতাপ জহুরীর আমল থেকে 'ম্যানেজার' হয়ে আস্‌ছি,—আর রুচি নেই। তোরা এখন থেকে শেখ্,—দায়—ধাকা সামলাবার জন্তে আমি তো রইলুমই। এমারেল্ড্ থিয়েটার থেকে যখন হাতিবাগানে ষ্টার থিয়েটারের নূতন বাড়ীতে গেলুম,—তখন ভুনীবাবুও (স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু) এই কথা বলেছিল। আমি তাকে—যেমন ম্যানেজার আছে, থাকতে বলায়, সে প্লাকার্ড ও হ্যাণ্ডবিলের মাথায় আমার নাম—'Dramatic Director—নাট্যাচার্য্য বলে ছাপ্‌তো। ক্লাসিকে অমরও তাই করেছিলো। আমার নাম ছাপার যদি দরকারই বুঝিস্—তুইও—তাই কর্ না।" সেইরূপই হইল।

অক্লান্ত-পরিশ্রমী এবং অধ্যবসায়ী চুনীবাবু এইরূপ একে একে অর্দ্ধেন্দু বাবু, তিনকড়ি দাসী (পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইনি চুনীবাবুর অনুরোধে মধ্যে মধ্যে আসিয়া অভিনয় করিয়া যাইতেন), শ্রীমতী তারাসুন্দরী এবং সর্ব্বশেষে গিরিশচন্দ্রকে আনিয়া মিনার্ভাকে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন করিলেন।

গিরিশচন্দ্র এখানে আসিয়া তাঁহার সুবিখ্যাত সামাজিক নাটক 'বলিদান' লিখিতে আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে মিনার্ভায় চুনীবাবুর 'নসীব' নামক একখানি গীতিনাট্য (১৩১১ সাল, পৌষ) অভিনীত হয়। গিরিশবাবু তাহাতে কয়েকখানি গান বাঁধিয়া দেন।

মাঘ মাসে মিনার্ভা সম্প্রদায় বায়না লইয়া মফঃস্বলে নানা স্থানে গিয়া অভিনয় করেন। সর্ব্বশেষে তাঁহারা মালদহে যান। সেখানে সামান্য কারণে মনোমোহনবাবুর সহিত চুনীবাবুর মনোমালিন্য ঘটে। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া মনোমোহনবাবু থিয়েটারে আসা বন্ধ করেন। এদিকে নানা কারণে চুনীবাবুও থিয়েটার ছাড়িয়া দিলেন। মহেন্দ্রবাবু মধ্যস্থ হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন,—চুনীবাবুর স্বত্বাধিকারিত্বে দৃশ্যপট, পরিচ্ছদ ইত্যাদির জন্য তিনি এক হাজার টাকা নগদ পাইবেন, এবং থিয়েটারের অন্যান্য যাহা দেনা ছিল, তাহা পরিশোধ করিবার ভার মনোমোহনবাবু স্বয়ং গ্রহণ করিবেন। পূর্ব্বে কোনও কথা না জানাইয়া চুনীবাবুর হঠাৎ এই কার্য্যে গিরিশবাবু বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলেন।

চুনীবাবুর হাতে গড়া মিনার্ভার এই তৈরি হাট সহসা এইরূপ ভাঙ্গিয়া যাইল। মনোমোহনবাবু মহেন্দ্রবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া থিয়েটার পরিচালনার ভার নিজ হস্তে লইলেন। অপরেশবাবুকে থিয়েটারে খাড়া করিয়া তুলিবার নিমিত্ত মনোমোহনবাবুর বরাবর ইচ্ছা ছিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পরম প্রিয় শিষ্য স্বামী যোগানন্দের রোগ শয্যায় অপরেশবাবু সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বহুনিশা তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া ছিলেন, এ নিমিত্ত গিরিশবাবুও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। তাহার উপর বহুদিন তিনি ম্যানেজারী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এ নিমিত্ত সহজেই গিরিশচন্দ্রের সম্মতি পাইয়া মনোমোহনবাবু চুনীবাবুর স্থলে অপরেশবাবুকে ম্যানেজার বলিয়া বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিলেন। 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' গ্রন্থে অপরেশবাবু লিখিয়াছেন:—"আমার সৌভাগ্যক্রমে গিরিশচন্দ্র এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছিলেন। ১৩১১ সালের ৩রা ফাল্গুন আমার নাম ম্যানেজার বলিয়া প্রথম বিজ্ঞাপিত হয়। থিয়েটারের ম্যানেজার হওয়া তখনকার এবং এখনকার দিনেও একটা বড় সৌভাগ্যের কথা এমন নহে; কারণ, এই ঘটনার পূর্ব্বে এবং পরে অনেক ভূঁইফোড় থিয়েটারে অনেক 'রাম-শ্যাম'ও ম্যানেজার রূপে দেখা দিয়াছেন ও দিতেছেন। তাহা হইলেও, হঠাৎ অ্যামেচার থিয়েটার হইতে আসিয়া পাব্‌লিক থিয়েটারে এই দায়িত্বপূর্ণ পদ পাওয়া আমার পক্ষে আবুহোসেনের হঠাৎ-বাদশাহী পাওয়ার মতই হইয়াছিল। এই সময়ে গিরিশচন্দ্র ছিলেন আমাদের Dramatic Director. গিরিশ চন্দ্রের অধীনে কাজ শিখিবার এই যে সুযোগ, ইহা আমার পক্ষে সামান্য সৌভাগ্যের হয় নাই। ইহা আমার নট-জীবনের গর্ব্ব এবং আনন্দের বিষয়।"

(ক্রমশঃ)

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা ] Regd. No. 1304. [ বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা

১০ম বর্ষ
২৫শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

৪ঠা শ্রাবণ
১৩৪১

## কলালাপ

[ নাচঘর-সম্পাদক ইনফ্লুয়েঞ্জা ও দন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী। কাজেই তাঁর পরিবর্ত্তে এ-হপ্তায় লেখনী-ধারণ করেছেন জনৈক বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী। ]

*

রব উঠেছে, এ রকম ক'রে আর কতদিন চলবে? অনুরূপা দেবীর উপন্যাস ত' একে একে ফুরিয়ে এল—এখন উপায় কি? নাটক কৈ? অভিনয় চালাতে হ'লে বইয়ের দরকার ত'! কিন্তু সে বই কোথায়?

*

নতুন নাটক লেখবার মত নাট্যকার নাকি একেবারেই নেই। বাঙলা রঙ্গালয়ের কর্ত্তারা বলছেন, আজ আমরা এমন একটি লোককে দেখতে পাচ্ছিনা যার লেখার ওপর আমরা বিশ্বাস করতে পারি অর্থাৎ যার লেখা নাটককে রঙ্গপীঠের উপর উপস্থাপিত করবার জন্যে আমরা অর্থ, পরিশ্রম ও সময় প্রচুর পরিমাণে খরচ করবার মতো উৎসাহ সংগ্রহ ক'রতে পারি।

"নিউ থিয়েটার্স"'র মহুয়া চিত্রে
দুর্গাদাস ও মলিনা

*

হ্যাঁ, ছিলেন অপরেশচন্দ্র! তাঁর লেখা যে-কোন নাটক অভিনয় করবার ভরসা ছিল আমাদের। জানতুম, আর কিছু না হোক, অন্ততঃ মাছের তেলে মাছ ভাজা যাবে; টিকিট বিক্রীর বহর দেখে শূন্যমার্গে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে সুন্দর সর্ষপ-পুষ্প নিরীক্ষণ করবার আয়োজন ক'রতে হবে না। কিন্তু তিনি যাবার পর অমন আর একটি লোক কৈ?—

*

—যোগেশ চৌধুরী? মন্মথ রায়?—না, আদপেই না। মন্মথ রায় ত' অন্তরের তাগিদে লেখা বোধ হয় প্রতিজ্ঞা ক'রে ত্যাগ করেছেন। খান কয়েক বইত' লেখা রয়েছে, এগুলো আগে অভিনীত হয়ে যাক; তারপর আবার নতুন লেখবার চেষ্টা করা যাবে—এই হচ্ছে সম্ভবতঃ তাঁর বর্তমান মনোভাব। তার উপর তাঁর অধিকাংশ নাটকই হচ্ছে ফরমাসী; কোন্ থিয়েটার-অধ্যক্ষ তাঁকে নাটক লেখবার জন্যে টেলিগ্রাম করেছেন, কোন্ বিখ্যাত অভিনেতা তাঁর জন্যে বিশেষ ক'রে একখানি নাটক লিখতে বলেছেন, তবে তিনি নাটক লিখেছেন—এই ধরণের স্বীকারোক্তি তাঁর একাধিক নাটকের ভূমিকাতেই দেখতে পাওয়া যাবে। ফলও হচ্ছে অনুরূপ। ইদানীং তাঁর কোন লেখাই রঙ্গালয়ের মালিকের পকেট ভর্ত্তি করতে সক্ষম হচ্ছেনা; এবং সঙ্গে সঙ্গে তা' আর্টের দিক দিয়েও হচ্ছে সমানই ব্যর্থ।

*

আর যোগেশ চৌধুরী?—শোনা যায়, অপরেশচন্দ্র ইহলোক পরিত্যাগ করাতে তিনিই নাকি বর্ত্তমান বাঙলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পদে উন্নীত হয়েছেন। হবেও বা। আমরা কিন্তু 'হাঁ'-র দিকে ঘাড় নোয়াতে পারলুম না। হ্যাঁ, খানকয়েক নাটক তিনি লিখেছেন বটে এবং সম্প্রতি দু'খানা উপন্যাসের নাট্যরূপও তিনি দান করেছেন, মানছি। কিন্তু এথেকে এই কথাটা কোনমতেই প্রমাণিত হয় না যে, তিনি একজন মস্ত বড়ো জাঁদরেল নাট্যকার। সীতা?—নাট্য-মন্দিরের বিজয়পতাকা?—ক্ষমা করবেন; দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা'কে সামনে রেখে যোগেশচন্দ্রের 'সীতা' লেখা হয়েছে এবং শিশিরকুমার থেকে সুরু ক'রে একাধিক সাহিত্য ও শিল্প-রসিক বন্ধুজনের হুবহু dictation-কে মেনে এর বহু অংশ গঠিত হয়েছে। এবং এ সত্ত্বেও নাটকত্বের দিক দিয়ে সীতা যে পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠেছে, এমন কথা স্বীকার করবেন দু'একজন লোকই। আর 'সীতা' অভিনয়ের ব্যবসাগত সাফল্যের জন্যে 'সীতা'-নাটক দায়ী নয় নিশ্চয়ই, দায়ী হচ্ছে 'সীতা'র অভিনব প্রয়োগ-নৈপুণ্য। তারপর, দিগ্বিজয়ী?—হ্যাঁ! নাদির সা, সালেংবেগ প্রভৃতি চরিত্র বিজ্ঞ দার্শনিকের মতো অনেক বড়ো বড়ো কথা করেছে বটে, কিন্তু তাদের কথা দিগ্বিজয়ীকে নাটকের মর্য্যাদা দিতে পারেনি। কয়েকটা চরিত্রসৃষ্টি

হয়েছে স্বীকার করি কিন্তু নাটকের মধ্যে যে অপরিহার্য্য সংঘাত থাকা প্রয়োজন, তাকে এর ভিতর পাতি পাতি ক'রে অন্বেষণ ক'রলেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবু যে দিগ্বিজয়ী ব্যবসার দিক দিয়ে আংশিক সাফল্যলাভ করেছিল, তার মূলে ছিল প্রয়োগ-শিল্পের অভিনবত্ব এবং শিশিরকুমারের বিরাট ব্যক্তিত্ব। তা' ছাড়া এক্ষেত্রেও যোগেশচন্দ্রের একক শক্তি যে 'দিগ্বিজয়ী'র রচনার জন্যে দায়ী নয়, এ-কথা তিনি নিজেই ভূমিকাতে লিপিবদ্ধ করেছেন। "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া" এবং "পূর্ণিমা-মিলন" মঞ্চ-সাফল্য লাভ করেনি, কাজেই ওদের নিয়ে আর কোন কথা কইব না, মাত্র বলব—যোগেশচন্দ্র অপরেশচন্দ্রের মত নির্ভরযোগ্য নাট্যকার নন, (অবশ্য অপরেশচন্দ্রকেও আমরা কখন নাট্যকার ব'লে স্বীকার করিনা। তিনি ছিলেন একজন পোক্ত প্লে-রাইট)। এই সত্য পরিস্ফুট হচ্ছে এই দু'খানি বই থেকে।—"মহানিশা"র নাট্যরূপ?—মহানিশা নামের সার্থকতা কি, তাই নাটকের কোন একটি জায়গা থেকে খুঁজে পাওয়া যাবে না; অথচ উপন্যাস-লেখিকা এ বিষয়ে যথেষ্টই স্পষ্ট। "মহানিশা"র নাট্যরূপে আরও একাধিক ত্রুটি আছে, কিন্তু এখানে তাদের উল্লেখের প্রয়োজন দেখছি না। "মহানিশা"র ব্যবসাগত সাফল্যের জন্য প্রধান দায়ী অনুরূপা দেবী (তাঁর ভাগ্য ভালো, তাঁর কোনও বইয়ের নাট্যরূপই—তা' সে যে-কোনও লোকেরই দেওয়া হোক্ না কেন—আজ পর্য্যন্ত রঙ্গালয়-মালিকের ব্যাঙ্কের খাতাকে পরিপুষ্ট ক'রতে অক্ষম হয়নি), দ্বিতীয় দায়ী হচ্ছে সতু সেনের চক্রমঞ্চ (Revolving Stage—বাঙলার রঙ্গজগতে নূতন ভেল্কী) এবং তৃতীয় দায়ী হচ্ছে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সু-অভিনয় ও team-work. সব শেষে আসে "পতিব্রতা"র নাট্যরূপ। মূল উপন্যাসের সঙ্গে আমরা পরিচিত নই, অতএব নাটকীকরণে উপন্যাসের প্রতি সুবিচার করা হয়েছে কিনা, সে-বিচার আমরা ক'রতে পারছি না। কিন্তু নাটক হিসেবে "পতিব্রতা" যে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে, একথা আমরা অনায়াসেই ব'লতে পারি। "পতিব্রতা"র (নাটক নয়, যাঁকে পতিব্রতা বলা হয়েছে, নাটকের সেই নায়িকার কথা বলছি) মনের দ্বন্দ্বই—একদিকে পিতৃ-প্রদত্ত শিক্ষা, অপর দিকে বাঙালী মেয়ের সহজাত সংস্কার—নাটকের moving force হওয়া উচিত ছিল, যা নাটকের প্রথম অঙ্কে আমরা দেখতে পাচ্ছিলুম। কিন্তু এই দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে পরে যে-সব ঘটনার সাহায্য নেওয়া হ'ল, তাতে ঘটনাই হয়ে গেল বড়, দ্বন্দ্ব গেল তলিয়ে—পার্শ্ব-চরিত্র "কালীবাবু" হয়ে উঠলেন hero, আর হয়ে পড়ল একেবারে যাকে বলে রীতিমত লোমহর্ষণ ডিটেক্‌টিভ নাটক। রসের দিক দিয়ে "পতিব্রতা"র নাট্যরূপের এই ত' অবস্থা; আর রৌপ্য-রসের দিক দিয়েও "পতিব্রতা" আদৌ সাফল্যমণ্ডিত নয়, যদিও এমন সমালোচকের অভাব হবেনা, যিনি বলবেন—"মহানিশা"র চেয়ে "পতিব্রতা" 'জমেছে'। অতএব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী জাঁদরেল নাট্যকার ত' ননই, এমন কি অপরেশচন্দ্রের মত নির্ভরযোগ্য প্লে-রাইটও (পালা-লিখিয়ে) নন।

*

—তা' হ'লে বাঙলা রঙ্গালয় চলে কি ক'রে? নাট্যকার কৈ? বাঙালীর ছেলে উপন্যাস লিখ্‌চে, কবিতা লিখ্‌চে, ছোট গল্প প্রবন্ধ সমালোচনা ইত্যাদি সবই লিখ্‌চে, খালি নাটক লিখচে না—একথা বিশ্বাস করি কি ক'রে?—না, সত্যিই লিখ্‌চে না। লিখতে পারে না ব'লে লিখ্‌চে না নয়, লেখবার উৎসাহ নেই ব'লে লিখচে না। মানুন আর নাই মানুন, আমাদের মতে সব রকম সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে নাটক লেখা সব চেয়ে শক্ত। অথচ মস্তিষ্ককে দারুণ ভাবে খাটিয়ে একখানি নাটক লেখবার পর যদি দেখি সেই নাটক ছাপিয়ে বিক্রী হয়ে পয়সা পাওয়া ত' দূরের কথা (এদেশে এক রবীন্দ্রনাথের রচনা ছাড়া অন্য নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত না হ'লে বিক্রী হয় না), তাকে মঞ্চস্থ করবার জন্যে একাধিক রঙ্গালয়-মালিকের কাছে রীতিমত ধর্না দিতে হচ্ছে এবং তাঁদের মধ্যে একজনও মাননীয় ব্যতিক্রম না হয়ে প্রত্যেকেই ব'লে যাচ্ছেন—"ক'দিন বড্ড ব্যস্ত আছি, দিন সাতেক বাদে একদিন সময় ক'রে আসবেন—দেখা যাবে", "আচ্ছা, বইখানা রেখে যান, মাসখানেক পরে এসে খবর নেবেন", "ভাষা মন্দ নয়, ভাবও আছে, এক কথায় আর্টের দিক দিয়ে বেশ ভালো, কিন্তু পাব্লিকে নেবেনা" ইত্যাদি গোছের প্রাণ-তাতানো কথা, তা'হ'লে নাটক লেখবার উৎসাহ কতোদিন মনের ভিতর কায়েমী ভাবে বাসা বেঁধে থাকতে পারে বলুন তো।"

*

যদিই বা কোন মালিকের অনুগ্রহ হ'ল, তিনি আশা দিলেন—না, আশা নয়, একেবারে পাক্‌কা কথা দিলেন—হাঁ, আপনার নাটক আমরা অভিনয় করব, হয়ত' দু'চার বার পড়াও হয়ে গেল এবং কর্ত্তাদের মতানুযায়ী খোল-নল্‌চেও পাল্টানো হ'ল (যে নব-নাট্যকার মালিকের গোড়ে গোড় দিয়ে তাঁর আদেশানুযায়ী পরিবর্ত্তন-পরিবর্জ্জন ক'রতে সম্মত হবেন না, তাঁর নাটক অভিনীত হবার আশা সুদূরপরাহত), এমন কি মূল অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্ব্বাচনের পালাও সাঙ্গ হ'ল, এখন নাটক মহলায় পড়লেই হয় গোছের অবস্থা, হঠাৎ কোথা থেকে কি হ'ল, সব গেল ভেস্তে, বেচারা নাট্যকারের কাদাঘাঁটাই সার হ'ল—এমন ব্যাপার বর্ত্তমান বাঙলা রঙ্গালয়ে একাধিকবার ঘটতে দেখেছি।

*

অবশ্য এর থেকেও আর এক ধাপ উপরের অবস্থা আছে এবং সেইটিই হচ্ছে আমাদের মতে চরম অবস্থা। নতুন নাট্যকারের নাটক কর্ত্তৃপক্ষ অভিনয়ের জন্যে গ্রহণ করলেন, তাকে দর্শকোপযোগী করবার অভিপ্রায়ে তার খোল-নল্‌চেও বদ্‌লানো হ'ল এবং নবরূপে, নবসাজে তাকে মঞ্চস্থও করা হ'ল, কিন্তু তা—মালিকদের ভাষায়—জমলোনা, জ্বালিয়ে দিলে না, টিকিটঘর গড়ের মাঠ হয়ে রইল। মালিক বললেন—'এইত' মশাই, chance দিলুম; কিন্তু successful হলুম কৈ? নতুন লোকের লেখা এইজন্যেই মশাই নিতে চাইনা।' বেচারা নাট্যকার! বেচারা তার প্রাণের সমস্ত উদ্দীপনাকে এক ক'রে একখানি জীবন্ত জিনিষ গ'ড়ে তুলেছিল, থাক তার মধ্যে সমূহ ত্রুটী। কিন্তু রঙ্গালয়ের মালিক প্রয়োগকর্ত্তা সেজে নাটককে দর্শকোপযোগী নিখুঁৎ ক'রে তোলবার জন্যে তার ভিতর নানারকম কায়দা ফলিয়ে দিলেন তাকে টুঁটি টিপে শেষ ক'রে, হরণ ক'রে নিলেন তার প্রাণশক্তি, আর যেই সে-নাটক জমলোনা, অমনই নিজের কৃতিত্বের কথা গেলেন বেমালুম ভুলে, যত দোষ গিয়ে পড়ল বেচারা নাট্যকারের উপর। দেশে নাট্যকার জন্মাবে কি ক'রে? বর্ত্তমান অবস্থায় নাট্যকারেরা ত' নাটকের জন্মদাতা নন, নাটকের প্রকৃত জনক হচ্ছেন রঙ্গালয়ের মালিক, অধ্যক্ষ বা প্রয়োগ-শিল্পী। এ অবস্থার যতদিন না পরিবর্ত্তন হচ্ছে, যতদিন না নাট্যকারের উপর রঙ্গালয়-মালিক পরিপূর্ণ ভাবে আস্থা স্থাপন ক'রতে পারছেন, ততদিন নাট্যকারের অভাবের দুর্ভোগ ভোগ ক'রতেই হবে—উপায় নেই।

---

# চিত্রপুরী ঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

( রঞ্জন রুদ্র )

**চিত্র পরিচয় ঃ** Bolero ( প্যারামাউণ্ট )

প্রধান ভূমিকায়—জর্জ্জ র‍্যাফ্‌ট্‌ ; ক্যারল্‌ লম্বার্ড।

কাল থেকে রূপবাণীতে আরম্ভ হবে।

•

Bolero একখানি নৃত্যবহুল ছবি। এই ছবিতে এক শ্রেষ্ঠ নর্ত্তকের প্রেম-কাহিনীকে চিত্রিত করা হয়েছে। তার গল্পাংশটি হচ্ছে এই—

এক নৃত্য-কুশলী যুবক নারীর সহায়তাকে অবলম্বন করেই যশের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। কিন্তু নারীর প্রতি তার মন কখনো যৌন-সম্পর্কে আকৃষ্ট হয় নি। তার সঙ্গে ছিল তার ব্যবসায়ের সম্বন্ধ—আর কিছু নয়।

প্রথমে লেওনা নাম্নী এক তরুণী যুবকের নৃত্য-সঙ্গিনীরূপে রঙ্গমঞ্চে দেখা দিলে, কিন্তু সে বেশী দিন যুবকের সঙ্গে no-sex সম্পর্ক বজায় রাখতে পারলে না; ফলে যুবক তাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করলে।

দ্বিতীয়ার আবির্ভাব হ'ল। নাম তার হেলেন। 'হেলেন'-এর মতোই তার রূপ। অসামান্য তার প্রতিভা। তাকে নৃত্য-সঙ্গিনীরূপে লাভ ক'রে যুবকের খ্যাতি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

এবার যুবক আর হেলেনের অলোক সামান্য রূপ-যৌবনের আকর্ষণ প্রতিহত করতে পারলে না। সে তার প্রতি আকৃষ্ট হ'ল। নারী তাকে ভুবাহুর মধ্যে গ্রহণ করলে; ব্যবসায়ের নীরস সম্পর্ক ঘুচে সাথকতার ফুল ফুটলো।

সেই সময় হঠাৎ দেশে এলো যুদ্ধের বন্যা। যুবক যুদ্ধে যোগ দিলে।

•

এদিকে হেলেন এক ধনী জমিদারকে বিয়ে করে ফেল্লে—tragedy ঘনীভূত হ'ল। যেদিন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যুবক এই নিদারুণ সুসংবাদ শুনলে সেইদিনই সে জখম হ'ল—তার ফুসফুস হ'ল আহত।

যুদ্ধ শেষ হ'ল। যুবক শহরে ফিরে এসে আবার নাচের আসর বসালে। এবার সে এক অভিনব নৃত্য দেখিয়ে দর্শকদের অভিভূত ক'রে দেবে এক সম্পূর্ণ নূতন নৃত্য-সঙ্গিনীর সাহায্যে।

তার সেই নাচ দেখবার জন্যে থিয়েটারে তিল ধারণের স্থান রৈল না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেই নূতন নর্ত্তকীটি আসরে হাজির হ'তে পারলে না—অত্যধিক সুরাপানে সে বিবশ হয়ে পড়েছে।

হেলেন আর তার স্বামী ছিল সেই আসরে। যুবকের অনুষ্ঠানটি মাটি হয় দেখে হেলেন তার স্বামীর অনুমতি নিয়ে যুবকের নৃত্য-সঙ্গিনীরূপে আসরে নামলো···তখন কী সে নৃত্য ; গতি-ছন্দের সে কি অভিনব বিকাশ! যুবকের দেহ-মন যেন উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠেছে—মেয়েটি হয়েছে আত্মহারা।

নাচের শেষে বিমুগ্ধ দর্শকদের করতালি-ধ্বনি আর থামতে চায় না। কিন্তু যুবক তাদের সম্মুখে এসে তাদের অভিবাদন করতে পারলে না। তার দুর্ব্বল ফুসফুস অসহ্য উত্তেজনায় সহসা চিরতরে নিষ্ক্রিয় অবশ হয়ে গেছে!

•

Bolero-ছবিখানিতে জর্জ্জ র‍্যাফ্‌ট্‌ ও ক্যারল্‌ লমবার্ডের মনোহারী নৃত্য-কৌশলের পরিচয় ছাড়া আরও একজনের অভিনব নৃত্য ছবিখানিকে শ্রীমণ্ডিত করেছে। তাঁর নাম স্যালি র‍্যাণ্ড। যে নাচটি তিনি নেচেছেন সেই Fon Danceটি তিনি রঙ্গমঞ্চে নেচে জগৎপ্রসিদ্ধ হয়েছেন।

কালী ফিল্মের "তরুণী" খুব সম্ভব আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে রূপবাণীর পর্দ্দায় মুক্তিলাভ করবে।

গাঙ্গুলী মহাশয় বর্ত্তমানে "তুলসীদাস"-কে নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

•

মহব্বৎ-কি-কাসুটি-চিত্রে
রতনবাই ও পাহাড়ী সান্যাল

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মের "সীতা" ছবির কপি ইটালীতে পাঠানো হবে। সেখানকার International Cinematograph Exhibition-এ ছবিখানি প্রদর্শিত হবে।

জাতির পক্ষে সুখবর সন্দেহ নেই।

তাঁদের নতুন পরিকল্পিত গোয়েন্দা-কাহিনী ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত Night Bird-এ প্রধান ভূমিকায় দেখা দেবেন—ভূমন রায়।

•

পাওনীয়র ফিল্ম্‌ হিন্দি ছবি তুলছেন। তাঁদের "কন্যা-বিক্রয়" বা "লোভী পিতা" শীঘ্রই নিউ-সিনেমায় দেখান হবে।

অনুরূপা দেবীর "মা"-র আশা তাঁরা এখনো ছাড়েন নি। পরিচালক প্রফুল্ল ঘোষ হিন্দি ছবির কাজ শেষ ক'রেই "মা"-য়ে হাত দেবেন।

•

নিউ থিয়েটার্সের ষ্টুডিওয় গত-সপ্তাহে একখানি উর্দ্দু ছবির শুটিং আরম্ভ হয়েছে। তার নাম—"মশুর, ডাকাত"। পরিচালনা করছেন—নিতীন বসু। প্রধান ভূমিকায় আছেন—পৃথ্বিরাজ।

"মহুয়া" আগষ্টের প্রথমেই মুক্তিলাভ করবে।

•

"চিত্রায়" কাল থেকে রেডিও রিকচার্সের ছবি Deluge দেখানো হবে। ছবিখানি সম্প্রতি সাহেব-পাড়ায় দেখানো হয়েছিল; সেই সময় আমরা তার যথারীতি আলোচনা করেছিলাম।

Deluge-এর প্রথম দিকে পৃথিবী-ব্যাপী মহা-প্লাবনের যে দৃশ্যগুলি আছে সেগুলি রীতিমত চিত্তচমকপ্রদ।

*

### হলিউড্ গল্পিকা ঃ

হলিউডের বর্ত্তমান sensation হচ্ছে মে ওয়েষ্টের ঘোষণা! তিনি ঘোষণা করেছেন—তাঁর নতুন ছবি Me and the King-এ নায়কের ভূমিকা অভিনয় করবার জন্য তিনি স্পেন-এর "ভূতপূর্ব্ব মহারাজ নন্দ" রাজা য়্যালফনসোকে আহ্বান করেছেন।

গুজব, প্যারামাউন্ট্ কোম্পানী মে ওয়েষ্টের অভিলাষ পূর্ণ করবার জন্য চেষ্টিত হয়েছেন।

*

পি, জি. উড্হাউসের নাম আমাদের দেশের উপন্যাস পাঠকদের কাছে অপরিচিত নয়। তাঁর মত রসালো হাসির লেখা লিখতে পারে বর্ত্তমানে বিলাতে এমন লেখক খুব বেশী নেই। সম্প্রতি তিনি হলিউডে গিয়েছেন—চার ভাই মার্কসদের জন্যে তিনি সিনেরিও রচনা করবেন।

যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ—কথাটি এ-ক্ষেত্রে বেশ খাপ খেয়েছে।

*

হলিউডে এমনিতরো একটা গুজব শোনা যাচ্ছে যে, গ্রেটা গার্ব্বো, মার্লেন ডিট্রিক, মে ওয়েষ্ট. ক্যাথরিন্ হেপবার্ন—এঁদের জনপ্রিয়তা নাকি আর বেশী দিন থাকবে না। ইতি মধ্যেই এঁরা দর্শকদের প্রীতি হারাতে আরম্ভ করেছেন।

দুঃসংবাদ !!

জীন হার্লো শুধু চলচ্চিত্রাভিনেত্রী নন, তিনি একজন সুলেখিকা। ইতিপূর্ব্বে তাঁর লেখা দু'তিনখানি উপন্যাস রসিকদের তৃপ্তিদান করেছেন। সম্প্রতি তিনি আর একখানি উপন্যাস রচনা করেছেন। উপন্যাসখানির মধ্যে নাকি উচ্চাঙ্গের রসসৃষ্টির পরিচয় আছে, তাই একাধিক প্রকাশক সেখানি সংগ্রহ করার জন্য চেষ্টিত হয়েছেন। জীন হার্লো কিন্তু সেখানি ছাপাতে এখন রাজী নন, তিনি সেখানি চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করতে চান—নিজে অবশ্য নায়িকার ভূমিকায় নামবেন।

মেট্রো লেখাটি বিচার করছেন।

*

জন্ গিলবার্টকে নিয়ে আবার বিপদ বেধেছে। "কুইন ক্রিশ্চিনা"য় অভিনয় করবার সময় জন্ কিছুদিনের জন্যে মেট্রোর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। উক্ত ছবির পর মেট্রো আর তাঁকে কোন ছবিতে ভূমিকা দিচ্ছেন না। জন্ মহা চ'টে গেছেন। তিনি উক্ত কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর চুক্তি ছিন্ন করতে চাইছেন। কিন্তু আদালত তাঁর আর্জি নাকচ করে দিয়েছে। আদালত বলেছে, কোম্পানী ইচ্ছে করলে তাঁকে ঐ ভাবে বসিয়ে রেখে দিতে পারেন।

বেচারী জন্ গিলবার্ট্ !!

*

হিন্দুস্থান সাউণ্ড ষ্টুডিও নামে একটি নূতন চিত্র-প্রতিষ্ঠান খোলা হ'ল গেল রথযাত্রার দিন থেকে। এঁদের প্রথম ছবি হবে নাচঘর সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের "ঝড়ের যাত্রী"। ছবিখানির আর্ট ডাইরেক্শানের ভারও হেমেন্দ্রবাবুর উপরই ন্যস্ত হয়েছে। বাঙ্লা চিত্র-জগতের অনেকগুলি নামজাদা অভিনেতা-অভিনেত্রীকে এঁরা সংগ্রহ করেছেন বা করছেন ব'লে সংবাদ পাওয়া গেল। হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক।

---

## অপরেশচন্দ্র

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

[ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গাঙ্গোপাধ্যায় ]

### পরিত্যক্ত নূতন কথা

১৩২৭ সালে অপরেশচন্দ্র, ষ্টার থিয়েটারের লিজ গ্রহণ করেন। প্রায় তিন বৎসর নিজে চালাইয়া ১৩৩০ সাল হইতে থিয়েটার পরিচালনের ভার আর্ট থিয়েটার লিমিটেড কোম্পানীর হস্তে প্রদান করেন। ১৩২৯ সালের শেষভাগে উক্ত কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত হইয়া যাওয়ায় এবং তৎপূর্ব্বে 'কর্ণার্জ্জুন' নাটক লিখিত থাকায়,—যথেষ্ট সময় পাইয়া অপরেশবাবু তাঁহার আত্মজীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হন। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের উৎসাহেই তিনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হরেকৃষ্ণবাবু স্বেচ্ছায় তাঁহার লেখকের কার্য্য করিয়াছিলেন। অনেকদূর লেখাও হইয়াছিল। উত্তরকালে "রূপ ও রঙ্গ" নামক সাপ্তাহিক পত্রে ( ১৩৩২ সালে ) তিনি যে "রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর" প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এই রচনা হইতেই তিনি তাহার অধিকাংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, অনাবশ্যক বোধে কতক অংশ বাদও দিয়াছিলেন।

হরেকৃষ্ণবাবু এখনও তাঁহার সেই জীর্ণ কীটদষ্ট খাতাখানি যত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার সৌজন্যে গত সপ্তাহে খাতাখানি পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। দেখিলাম—অনাবশ্যক বোধে যেগুলি তিনি "রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর" প্রবন্ধে বাদ দিয়া গিয়াছেন,—তাঁহার জীবনচরিত রচনায় কিন্তু সেগুলির বিশেষ আবশ্যক। আমরা অপরেশ

বাবু সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিয়াছি,—এই পরিত্যক্ত অংশ হইতে যে কয়েকটী নূতন কথা পাইয়াছি, অদ্যকার প্রবন্ধে পাঠক মহাশয়গণের অবগতির নিমিত্ত কেবলমাত্র তাহাই লিখিত হইল।

( ১ )

অপরেশবাবুর পূর্ব্বপুরুষের বাস—বর্দ্ধমান জেলায় নাড়ুগ্রাম। ইহাঁর পিতামহের নাম ভগবান মুখোপাধ্যায়। এখানে ইহাঁরা "সাতভাই মুখুজ্যে" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইনি মহেশপুর গ্রামে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়ে গিয়াই বাস করেন। মহেশপুর তখন নদীয়া জেলার অন্তর্ভূক্ত ছিল, এক্ষণে যশোহর জেলার। রেলওয়ে ষ্টেশন কৃষ্ণগঞ্জ, এখন নাম শিবনিবাস। মহেশপুর ষ্টেশন হইতে ৫।৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। মহেশপুরে অপরেশবাবুর জন্ম হয়। যখন ইহাঁর বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর—তখন তিনি ইহাঁর পিতা বিপ্রদাসবাবুর সহিত কলিকাতা আসেন। ইহাঁরা পাইকপাড়ায় থাকিতেন। অপরেশবাবু টালার পাঠশালায় ভর্ত্তি হন। * কিছুদিন পরে বিপ্রদাসবাবু মেদিনীপুর বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইয়া যাইলে, অপরেশবাবুও তাঁহার সহিত মেদিনীপুর গমন করেন। মেদিনীপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া বেঙ্গল একাডেমিতে ভর্ত্তি হন। এই সময়ে ইহাঁরা মাণিকতলায় বাসা পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইলে অপরেশবাবু সেখানে যাইয়া ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িবার সময় ইনি মেট্রোপলিটনে গিয়া ভর্ত্তি হন।

( ২ )

যখন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়েন, ইহঁাদের বাসার সামনে কালু দপ্তরী বহি বাঁধিত। অপরেশবাবু অবসর পাইলেই ঐ দপ্তরীর দোকানে গিয়া হাজির হইতেন এবং তাহার নিকট যে সব বই বাঁধিবার নিমিত্ত আসিত, তাহা যত্ন করিয়া পড়িতেন। কালু দপ্তরীকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য তাহার বহি বাঁধাই কার্য্যে সাহায্য করিতেন। এইরূপে স্কুলপাঠ্য বই ছাড়া বঙ্কিমবাবু, দীনবন্ধুবাবু প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের বহু পুস্তক পাঠের সুযোগ পাইয়াছিলেন। কালু দপ্তরী প্রসঙ্গের শেষে অপরেশবাবু খাতায় লিখিয়াছেন,—"এইরূপে বাহিরের পুস্তকের সঙ্গে যতই পরিচিত হইতে লাগিলাম, স্কুলপাঠ্য পুস্তক ততই নীরস এবং বিরক্তিকর বোধ হইতে লাগিল, এবং এই সুযোগ ও সুবিধাই ইউনিভারসিটির প্রবেশ-পথে অন্তরায় হইয়া উঠিল।

( ৩ )

মেট্রোপলিটনে প্রথম শ্রেণীতে পড়িবার সময় অপরেশচন্দ্রের মাতৃ-বিয়োগ হয়। সে সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় পনেরো বৎসর। এই সময়ে থিয়েটার করিবার ঝোঁক হয়। শ্যামপুকুরের মাঠে মনীন্দ্রবাবুর আখড়ায় তখন গিরিশচন্দ্রের "নলদময়ন্তী" এবং নবীনসেনের "পলাশীর যুদ্ধে"র রিহার্স্যাল হইত। সে সময়ে যা মারা গিয়াছে, কেহই শাসন করিত না। পুরুষ লইয়া আখড়া চলিত। অপরেশবাবু স্কুলেও যাইতেন এবং আখড়াতেও আসিতেন।

* অপরেশবাবুর মুখে শুনিয়াছি, হাস্যরস-সুনিপুণা অভিনেত্রী কুমুদিনীও এই পাঠশালায় পড়িত। ক্লাসিক থিয়েটারে কার্য্যকালীন, তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম—সে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়াছিল। ক্লাসিক, মিনার্ভা ও ষ্টারে হাস্যরসাত্মক ছোট ছোট বহু ভূমিকা সে অভিনয় করিয়াছিল। কুমুদের রংটা ছিল কালো, এবং চেহারা ছিল কতকটা স্থূল ও বেঁটে—একটু 'বেপাটেণ্ট' হিসাবে; কিন্তু রস উপলব্ধির তাহার ক্ষমতা ছিল যথেষ্ট। এ নিমিত্ত হাস্য-রসাত্মক অভিনয়ে তাহার চেহারা যেমন খাপ খাইত, অভিনয়ও হইত সেইরূপ সুন্দর। "বেঁটে কুমুদ" বলিয়া তাহার নাম প্রচারিত হইয়াছিল। ক্লাসিক থিয়েটারে দুই একটী দুষ্ট নট তাহাকে "সিন্ধু ঘোটক" বলিয়া রাগাইত, পরে কর্ত্তৃপক্ষগণের ভৎসনায় এরূপ ঠাট্টায় তাহারা ক্ষান্ত হয়। প্রফুল্ল ও বিল্বমঙ্গল নাটকে 'জগমণি' ও 'থাক'র ভূমিকা অতি যোগ্যতার সহিত অভিনয় করিয়া কুমুদ সর্ব্ব সাধারণের নিকট উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।

একরাত্রি ক্লাসিক থিয়েটারে 'বিল্বমঙ্গল' অভিনয় হইতেছে। নটগুরু গিরিশচন্দ্র 'সাধক' সাজিয়া ( চিন্তামণির বাটীর দৃশ্যে ) ষ্টেজে দাঁড়াইয়া,—এমন সময়ে 'থাক'র ভূমিকার কুমুদিনী সবেগে চিন্তামণির গৃহ হইতে বাহির হইয়া বলিল,—"থু থু থু! মাসি, দেখ তো গা, মেসো গায়ে তো কিছু মেখে আসে নি? থু থু! এ যে নাড়ী উঠে গেল গা! পচা মড়ার গন্ধ যে গো!" গিরিশচন্দ্র চমকিত ও বিস্মিত হইয়া দেখিলেন—যথার্থই যেন পচা মড়ার গন্ধে কুমুদিনীর চক্ষু কপালে উঠিয়াছে—জিব একহাত বাহির হইয়া পড়িয়াছে—সেই বীভৎস মুখভঙ্গি দর্শনে গিরিশচন্দ্র এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, এরূপ আত্মহারা হইয়া জীবন্ত অভিনয়-নৈপুণ্যের পুরস্কার-স্বরূপ তিনি কুমুদিনীকে একটী সুবর্ণ মেডেল পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন। আর্ট থিয়েটারে পরিচালিত ষ্টার থিয়েটারে বিষবৃক্ষে 'হীরার আয়ি,' খাসদখলে 'আহ্লাদী,' জয়দেবে 'দিগম্বর-পত্নী,' লাখ টাকায় 'পিসী মা' প্রভৃতি অভিনয়ে কুমুদ—রঙ্গালয় হাস্যধ্বনিতে মুখরিত করিয়া তুলিত। নাট্যাচার্য্য অমৃতলালের "বন্দে মাতরম" রসনাট্যে 'ঘুঁটেওয়ালী'র ভূমিকাই তাহার শেষ অভিনয়। তাহার পর সে পীড়িতা হইয়া পড়ে। 'ক্যানসার' রোগাক্রান্ত হইয়া অর্থাভাবে শেষটায় ক্যাম্বেল হসপিটালে যায়। সেইখানেই তাহার মৃত্যু হয়। রঙ্গনাট্যশালায় নট-নটীগণের এমনই দুর্ভাগ্য!

( ৪ )

প্যাণ্ডোরা থিয়েটারে ( বীণা রঙ্গমঞ্চে ) "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" নাটক প্রথম অভিনীত হইবে স্থির হইয়া যাইলে অভিনেতা ও অভিনেত্রী-গণকে নিম্নলিখিতরূপ ভূমিকা দেওয়া হইয়াছিল।—*

| | | | |
|---|---|---|---|
| অর্জ্জুন ( বৃহন্নলা ) | | ... | মনীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত |
| ভীম | ... | ... | হরিচরণ বসু |
| কীচক | .. | ... | কেদারনাথ মিত্র |
| ঐ ভ্রাতা | ... | ... | মনোমোহন পাঁড়ে |
| যুধিষ্ঠির | ... | ... | সুরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত |
| নকুল | ... | ... | চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় |
| বিরাট | ... | ... | চণ্ডীচরণ দে |
| দ্রোণাচার্য্য | ... | ... | সুরেন্দ্রনাথ রায় ( নসীরাম ) |
| ভীম | ... | ... | নগেন্দ্রনাথ ঘোষ |
| উত্তর | ... | ... | অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় |
| দ্রৌপদী | ... | ... | হরিমতী ( ব্ল্যাকী ) |
| সুদেষ্ণা | ... | ... | জগৎতারিণী |
| উত্তরা | ... | ... | বিভাহরি |
| শ্রীকৃষ্ণ | ... | ... | প্রমদাসুন্দরী |

"পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" অভিনয় হইবার পর "পলাশীর যুদ্ধ" হইবে স্থিরীকৃত হইয়া নিম্নলিখিতরূপ ভূমিকা বিতরিত হয়:—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ক্লাইভ | ... | ... | মনীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত |
| সিরাজ | ... | ... | অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় |
| মোহনলাল | ... | ... | নগেন্দ্রনাথ ঘোষ |
| জগৎশেঠ | ... | ... | সুরেন্দ্রনাথ রায় ( নসীরাম ) |
| রাণী ভবানী ... | | ... | জগৎতারিণী |
| সিরাজ-মহিষী | | ... | হরিমতী ( ব্ল্যাকী ) |

প্যাণ্ডোরার ম্যানেজার, মাষ্টার ও নাট্যকার হইয়াছিলেন—মণীন্দ্রবাবু। ৺দুর্গাদাস দে সুপারিন্টেন্ডেণ্ড হইয়া আসিয়াছিলেন। মণীন্দ্রবাবুর মধ্যম ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় সাহিত্যিক ছিলেন। পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, কবি অক্ষয় কুমার বড়াল প্রভৃতি বন্ধুগণকে তিনি প্রায়ই প্যাণ্ডোরায় লইয়া আসিতেন।

খালধারে গলা সাধিতে যাইতেন—মণীন্দ্রবাবু, নগেন ঘোষ, সতীশ গুপ্ত, নসীরাম ইত্যাদি।

( ক্রমশঃ )

* উত্তরকালে চণ্ডীচরণ দে, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং অপরেশচন্দ্র পাব্লিক থিয়েটারের অভিনেতা হইয়াছিলেন। মনোমোহনবাবু অভিনেতা না হইয়া থিয়েটারের মালিক হইয়াছিলেন। প্যাণ্ডোরা থিয়েটারে "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" নাটকে তিনি যুধিষ্ঠিরের ভূমিকা গ্রহণ করিয়-ছিলেন, বহুকাল পূর্ব্বে মিনার্ভা থিয়েটারেই শুনিয়াছিলাম;—কিন্তু অপরেশবাবুর বর্ণিত এই পাণ্ডুলিপিতে 'কীচক ভ্রাতা' দেখিয়া সন্দিগ্ধ হইলাম। যাহা হউক মনোমোহনবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করিব। নসীরামবাবু ( সুরেন্দ্রনাথ রায় ) মনোমোহনবাবুর পিসতুতো ভাই ছিলেন। মনোমোহন থিয়েটারে একরাত্রি তিনি ম্যানেজার উদারহৃদয় দানিবাবুকে বিশেষ অনুরোধ এবং পরীক্ষা দান করিয়া 'পাণ্ডব-গৌরবে' যুধিষ্ঠিরের ভূমিকা অভিনয়ে, তাঁহার অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে বাহির হইয়া সম্মুখে শত দর্শককে উদ্‌গ্রীব ভাবে দেখিয়া এরূপ থতমত খাইয়া গেলেন, যে; তাঁহার আর কম্পন কোনওরূপে নিবারিত হইল না। মনোমোহনবাবুর বাড়ীর মেয়েরা সেদিন তাঁহার অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন। লজ্জায় নসীরামবাবু দিনকতক বাড়ী ছাড়িতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য তিনি মনোমোহনবাবুর বাড়ীতেই থাকিতেন। নসীরামবাবু এক্ষণে পরলোকে, আশা করি, এই পুরাতন কাহিনী কীর্ত্তনে তাঁহার স্বর্গীয় আত্মা অপ্রসন্ন হইবেন না।

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

# নাচঘর

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা ] Regd. No. 1304. [ বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা

১০ম বর্ষ
২৬শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
সহকারী সম্পাদক—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

১১ই শ্রাবণ
১৩৪১

## কলালাপ

পাথুরেঘাটায়, চিৎপুর রোডে "রঙ্গমহল" নামে একটি রঙ্গালয়, কিছু- কাল হ'ল, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ও-রঙ্গালয়টির দরজা কখনো খোলা থাকত, কখনো বন্ধ থাকত। মাঝে মাঝে ওখান থেকে আমাদের নামে আমন্ত্রণ- পত্রও আস্‌ত। কিন্তু ওখানে যাবার জন্যে মনের ভিতর থেকে কোনদিন কোন তাগিদ পাই নি, তাই কোনদিন ওখানে যাওয়াও হয় নি।

*

সংপ্রতি ঐ "রঙ্গমহল" নূতন একদল কর্ম্মীর কর্ম্ম-নিকেতন হয়েছে। তাঁদের সাদর আহ্বানে গেল রবিবারে ওখানে না গিয়ে পারলুম না। অবশ্য, খুবই যে আশা ও আগ্রহ নিয়ে গিয়েছিলুম, এ-কথা বললে সত্য বলা হবে না। ওখানে বড় বড় নট-নায়কের নামের বাহারও নেই, কাগজে-কলমে ওখানকার কথা নিয়ে কারুকে মাথা ঘামাতেও দেখি নি এবং ওখানে গিয়ে যে সাজ-পোষাক ও দৃশ্যপটাদির বিশেষ কিছু সমারোহ দেখতে পাব, এমন কোন পূর্ব্বাভাসও পাই নি।

"The House of Rothschild"-চিত্রে
লরেটা ইয়ং

*

ওখানকার নূতন নাটক 'মহামানবে''র অভিনয় দেখলুম। নাট্যকার হচ্ছেন শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রবীণ নাট্যকার। "ক্লাসিকে" তাঁর একাধিক নাটক দর্শকদের প্রশংসা-পুষ্পাঞ্জলি লাভ করেছে! এই সেদিনেও "মনোমোহনে" তাঁর "জাহাঙ্গীর"ও রীতিমত জ'মে উঠেছিল। তাঁর এবারকার "মহামানব"ও উপেক্ষার বস্তু হয় নি—যে-যে গুণ থাকলে বাংলা রঙ্গালয়ের নাটক যার-পর-নাই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, "মহামানবে"র মধ্যে তার কোনটিরই অভাব নেই। এবং "মহামানব" যে বাঙালী দর্শকদের প্রীত করতে পেরেছে, সেদিনকার পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ দেখে সে-সত্যটিও বুঝতে বিলম্ব হ'ল না।

*

নট-নটীর মধ্যে শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ পাত্র ছাড়া আর কারুর মুখ চেনা ব'লে মনে হ'ল না। কিন্তু এই অপরিচিত নট-নটীদের কেহই অসহনীয় অভিনয় করেন নি, পরন্তু "নহুষ", "রাজক", "বাতাপি" ও "লোপামুদ্রা" প্রভৃতির ভূমিকায় যে-সব নট-নটী দেখা দিয়েছেন, আমরা বিশেষভাবে তাঁদের অভিনয়ের প্রশংসা করতে পারি। শ্রীযুক্ত গণেশ গোস্বামীর "অগস্ত্য" সব-দিক দিয়ে স্মরণীয় এবং উপভোগ্য হয়ে উঠেছে—"মহামানবে"র সব-চেয়ে বড় আকর্ষণ হচ্ছে এই ভূমিকাটিই "ইবলে"র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র পাত্রের অভিনয়ও হয়েছে সুন্দর। প্রধানতঃ অগস্ত্য, ইবল ও লোপামুদ্রা, এই তিনটি ভূমিকার ঘাত-প্রতিঘাতের উপরেই "মহামানবে"র সার্থকতা নির্ভর করছে এবং এই তিনটি ভূমিকা সু-অভিনীত হওয়ার দরুণই সমগ্র নাটকখানি সকলকেই আনন্দদান করতে পেরেছে। মিঃ ম্যাল্‌কাম নামে জনৈক অবাঙালী নট "নহুষে"র ভূমিকায় যে-রকম ভালো ও স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন, তা দেখে বিস্মিত হয়েছি। নাটকের গান, গানের সুর ও নাচও মন্দ হয় নি, দু-একখানি দৃশ্যপটও উল্লেখযোগ্য। "মহামানবে"র পরমায়ু দীর্ঘ হওয়াই উচিত।

*

শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায় একসময়ে "নাচঘরে"র সহকারী সম্পাদক ছিলেন। এ হপ্তা থেকে তিনি আবার আমাদের সহকারিতা করবেন। "নাচঘরে"র বর্ত্তমান সম্পাদক নানা কারণে একাকী আর নিয়মিত ভাবে সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য পালন করতে পারছেন না, সেইজন্যে "কলালাপ"

বিভাগে লেখনী-চালনা করবার জন্যে তিনি পশুপতিবাবুকে আহ্বান করেছেন এবং ভবিষ্যতে উক্ত বিভাগের মতামতের জন্যে তাঁর আর কোন দায়িত্বই রইল না। এর পরে "নাচঘরে" তাঁর নিজের মতামত প্রকাশিত হবে অন্য বিভাগে।

*

জনৈক বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী লিখেছেন :—

আবার, আবার, আবার—অনেক, অনেক, অনেক দিন বাদে শিশিরকুমারকে দেখতে পাওয়া যাবে। শনিবার দিন নব-নাট্যমন্দিরের পুনরুদ্বোধন হবে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে। এবারের নূতন পালা হচ্ছে শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ-বৌ"-এর নাট্য সংস্করণ। নাট্যরূপদাতা হচ্ছেন স্বয়ং শিশিরকুমার।

মাঝে শিশিরকুমার এই ষ্টারের মঞ্চ থেকেই দর্শকবৃন্দকে অভিবাদন করেছিলেন নূতন নাটক "অভিমানিনী" নিয়ে। কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে, সে-আত্ম-প্রকাশ আর এ-আত্ম-প্রকাশের মাঝে তফাৎ অনেকখানি। সেবারের আত্মপ্রকাশ ছিল খালি আত্মপ্রকাশই; তার মধ্যে স্থায়িত্ব-লাভের লোভ বা প্রচেষ্টার একটি ছোট্ট ইঙ্গিতও আমাদের চোখে ধরা পড়েনি। হ'তে পারে আমাদের অনুমান সত্য নয়, আমাদের চোখ হয়ত দেখতে ভুল করেছে। কিন্তু এবারের আত্মপ্রকাশের ভিতর আমরা আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের একটা সু-প্রবল প্রয়াস দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে, শিশিরকুমার এই শেষবার তাঁর সমস্ত শক্তিকে সংহত ক'রে দেখতে চাইছেন—তিনি আবার তাঁকে নিজের জায়গায় ফিরিয়ে পান কি না?

*

আমরাও তাঁকে ফিরিয়ে চাই—ব্যাকুলভাবেই ফিরিয়ে পেতে চাই। বাঙলার নাট্যজগতে বিরাট ব্যক্তিত্বের অভাব আমরা অনুভব করছি প্রতি মুহূর্ত্তে এবং এই অনুভূতি আমাদের ক্লান্ত ক'রে তুলেছে। আজ এমন কোন অভিনয় দেখতে পাই না, যেখানে একজন কোন অভিনেতার নাটনিপুণতা আমাদের মাত্র আনন্দ দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, চকিত বিস্মিত স্তব্ধ-ও করে—অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সাড়া জাগিয়ে তোলে, মনের গোড়া ধ'রে নাড়া দেয়। এমন একজন নটকে খুঁজে পাইনা, যাঁর অভিনয় দেখে আমরা খানিকক্ষণের জন্যে আমাদের হারিয়ে ফেলতে পারি। আজ বাঙলা রঙ্গালয়ের অভিনয় দেখি, সে অভিনয়ের প্রশংসাও করি, যথার্থই প্রশংসা করি; যখনই কেউ জিজ্ঞাসা করেন, অমুক অভিনেতা কি রকম অভিনয় করেছেন, তখনই জবাব দিই—খুব সুন্দর, ভারী চমৎকার; কিন্তু সে জবাবের মধ্যে উত্তেজনার বিন্দুমাত্রও আভাস নেই, আত্মহারা হওয়ার ভাব নেই। আজকের রঙ্গালয়ের বড় অভিনেতাদের অভিনয় প্রশংসার সামগ্রী বটে, কিন্তু প্রশংসার অতীত নয়; প্রশংসা ক'রতে ব'সে কথা খুঁজে পাওয়া যায় না, এমন ব্যাপার ঘটেনা তাঁদের অভিনয়ের আলোচনা ক'রতে গিয়ে।

*

আমরা শিশিরকুমারকে ফিরিয়ে পেতে চাই। যে-শিশিরকুমারের কণ্ঠস্বর আমাদের মোহাচ্ছন্ন ক'রে তুলত, যাঁর প্রতিটি ভঙ্গী, প্রতিটি পদবিক্ষেপ আমাদের চোখে রূপের অঞ্জন পরিয়ে দিত, যাঁর এক একটি চরিত্র-সৃষ্টি আমাদের আনন্দের সপ্তম স্বর্গে তুলে নিয়ে যেত, যাঁর অভিনয় দেখতে দেখতে আমরা যথার্থই মনের মধ্যে উন্মাদনা অনুভব করতুম, সেই শিশিরকুমারকে—নাট্যভারতীর বরপুত্র সেই শিশিরকুমারকে আমরা আবার আমাদের মাঝে ফিরিয়ে পেতে চাই। নিবিড়ভাবে অনুভব ক'রতে চাই,—হারামণিকে আমরা আবার ঘরে ফিরিয়ে পেয়েছি, মনের মণিকোঠায় যে-দেবতার স্থান এতকাল শূন্য পড়েছিল, সে-দেবতা সে-অন্তরনিধি এতকাল অন্তর্ধানের পর আবার নিজের আসনটিতে এসে বসেছেন।

*

আমরা আশাবাদী—হয়ত' অন্যায় রকম আশাবাদী। আকাশ যখন ঘন মেঘে আচ্ছন্ন, আঁধার ব্যেপে আছে চারিদিকে, প্রলয়ের ঘন ঘোরঘটা দিগন্ত জুড়ে রয়েছে, তখনও মনে মনে কল্পনা ক'রতে আমরা ছাড়িনা যে, এখনই হয়ত' একটা অঘটন ঘ'টে যাবে, কোথা থেকে এক মাতাল হাওয়া উঠে এই মুহূর্ত্তেই দেবে সব ছিন্ন ভিন্ন ক'রে, মেঘের দল চত্রভঙ্গ হয়ে ছুটে পালাবে দিগ্ বিদিকে, হাসতে হাসতে আবির্ভূত হবে নবারুণ—নির্ম্মল স্বচ্ছ রশ্মিচ্ছটায় দিগন্ত করবে প্লাবিত। প্রবল প্রতিকূল অবস্থা, নন্দীভৃঙ্গীর দলে প'ড়ে ভোলানাথ আজ চৈতন্যহারা, উদ্ধার কি হবে, ফিরে কি পাব? আমরা আশাবাদী; মন বলছে—পাব, পাব, আবার ফিরিয়ে পাব।

*

পুরাতন ষ্টারে 'বিরাজ-বৌ" অভিনীত হয়েছিল, সে-অভিনয় আদপেই সাফল্যলাভ করেনি; অত্যন্ত দুঃখে কষ্টে প'ড়লেও নিদারুণ অপমান-অভিমানে ঘরের বৌ বাইরে বেরিয়ে যাবে—এ জিনিষ সাধারণ বাঙালী কোনমতেই বরদাস্ত করবেনা; "নীলাম্বর" ও "বিরাজ-বৌ'-এর ভূমিকায় অনেক কিছু নাটনৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ থাকলেও একখানি Full-fledged drama গ'ড়ে তোলবার মত মালমশলা "বিরাজ-বৌ"-উপন্যাসের ভিতর দেখতে পাইনা—এই ধরণের বিরুদ্ধ চিন্তা মনের আনাচে কানাচে ভীড় জমাবার চেষ্টা ক'রলেও তাদের দূরে সরিয়ে রাখবার আপ্রাণ প্রয়াস করচি এই আশায় যে, আমরা আবার শিশিরকুমারকে দেখতে পাব; সেই আগেকার শিশিরকুমারকে, যার প্রতিভার ছোঁয়াচ লেগে লোহাও সোনা হয়ে উঠত। আজ আমরা অন্তরের সমস্ত কামনাকে জড়ো ক'রে বলচি—"উজ্জ্বল উন্নতশীর্ষ সুসংস্কৃত রঙ্গালয়ে" শিশিরকুমারের পুনরাবির্ভাব সার্থক হয়ে উঠুক সর্ব্ব রকমে, সর্ব্বদিক দিয়ে।

*

"বিরাজ বৌ"-এর প্রথম অভিনয় রজনীর বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ মহাত্মাজীর হরিজন-ভাণ্ডারে দান ক'রে শিশিরকুমার তাঁর নবযাত্রা সুরু করবেন—আশা করি, নাট্যরসিক সুধীজনদের সৌজন্যে এই অর্থের অঙ্ক যথেষ্টই পুষ্টিলাভ ক'রতে সমর্থ হবে।

---

## গান

(হেমেন্দ্রকুমার রায়)

খুব-পুরণো নতুন কথা শুনবে যদি এসো,
সেই কথাটি এই কথা সই,—আমায় ভালোবেসো।
আমায় ভালোবেসো খালি!
আমায় ভালোবেসো খালি,
মনের ভেতর মেঘলা হ'লে চাঁদের হাসি হেসো।
তোমার বুকে আমার বুকে
মিলন হবে দুঃখে-সুখে,
আমার চোখে চোখ মিলিয়ে চোখের জলে ভেসো।

---

# চিত্রপুরী ঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

( রঞ্জন রুদ্র )

চিত্র পরিচয় ঃ (১) Nana ( ইউনাইটেড্ আর্টিষ্ট )

প্রধান ভূমিকায়—আনা ষ্টেন্

প্রযোজক—স্তামুয়েল্ গোল্‌ড্‌উইন্

কাল থেকে এম্পায়ারে সুরু হবে।

•

এমিল্ জোলা ছিলেন ফরাসীদেশের বিখ্যাত লেখক। Nana তাঁরই স্বনামধন্য উপন্যাস। একদা এই বইখানি ছুর্নীতির অজুহাতে পুলিস-কর্ত্তৃক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। স্তামুয়েল্ গোলডুইন্ এই বহুল-আলোচিত বইখানির চিত্ররূপ তৈরী ক'রে সকলের ধন্যবাদভাজন হলেন।

•

নানার গল্পটি হচ্ছে এই :

১৮৭০ সালের প্যারিস শহরে তরুণী নর্ত্তকী নানা ছিল, সকলের মনোহারিণী। তার প্রেমিক ছিল গ্যাষ্টন গ্রীনার, কিন্তু সে ছিল সকলের কামনার বস্তু। নানা একদিন এক তরুণ যুবক জর্জ্জ মাকাট্রকে দেখে তার প্রেমে পড়ল। এদিকে তার বড় ভাই য়্যানড্রি তার জন্ম পাগল।

নানার ভূমিকায়—
আনা ষ্টেন্

চক্রান্তে পড়ে নানা জর্জ্জকে হারালে। গ্রীনার তাকে পরিত্যাগ করলে। দুঃস্থ অবস্থায় য়্যানড্রি দেখা দিল রক্ষকরূপে। নানা তার জালে ধরা দিলে।

যুদ্ধ বাধলো। সেই সময় জর্জ্জ দেখলে নানা, তার ভালবাসার নানা তার দাদার রক্ষিতা। সে ক্রুদ্ধ হয়ে তার দাদাকে হত্যা করতে উদ্যত হ'ল। সেই সময় নানা পিস্তলের গুলীতে আত্মহত্যা করলে—জর্জ্জের বুকের ওপর তার শেষ নিঃশ্বাস পড়ল।

এই ছবিতে হলিউডে নবাগতা অভিনেত্রী রুষ-তরুণী আনা ষ্টেন্ অসামান্য অভিনয়-নৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন।

•

(২) The Trumpet Blows ( প্যারামাউণ্ট )

প্রধান ভূমিকায়—জর্জ্জ র‍্যাফ্‌ট্

তাছাড়া আছেন, ফ্রানসিস্ ড্রেক্, এবং য়্যাড্‌লফ্ মেঁনজু।

কাল থেকে এলফিনষ্টোনে আরম্ভ হবে।

•

The Trumpet Blows ছবিতে একটি প্রেমের কাহিনীকে চিত্রিত করা হয়েছে। এক Bull-fighter এবং তার ভাই একই তরুণীকে ভাল-বেসে যে বিপর্য্যয় ঘটালে, তারই রঙীন গল্প এই ছবিকে প্রাণবন্ত করেছে।

ম্যানুয়েল্ ছিল এক অসমসাহসী যুবা। প্যাকো ছিল তার ভাই; এক দুর্দ্ধর্ষ দস্যু দলপতি। য়্যাডল্‌ফ্ মেনজু এই দস্যু-নায়কের ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন।

ম্যানুয়েল্ এবং প্যাকো দুজনেই চুলিটা নাম্নী এক সুন্দরী তরুণীর প্রেমে পড়ল।

প্যাকোর ইচ্ছা ছিল তাকে বিবাহ করবে। সুতরাং সে ভাইএর ওপর ভীষণ ঈর্ষান্বিত হ'য়ে উঠ্‌লো। দুজনের মধ্যে দারুণ কলহ বাধ্‌লো।

অবশেষে এক Bull fight-এর সময় একদল পুলিস এসে প্যাকোকে গ্রেপ্তার করলে, কারণ সে ছিল এক ভীষণ দস্যু। ষাঁড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ম্যানুয়েল ভাইকে পুলিসের কবলে পড়তে দেখে নিমেষের জন্যে যেমন অন্যমনস্ক হ'ল, অমনি ষাঁড় দিতো তাকে গুঁতিয়ে। প্যাকো ছুটে এলো ভাইকে বাঁচাবার জন্যে। ম্যানুয়েল্ ইতিমধ্যে নিজেকে সংযত ক'রে ষাঁড়টাকে মেরে ফেল্লে। এবং তার কিছুক্ষণের মধ্যেই পেপি নামক প্যাকোর প্রভুভক্ত ভৃত্যের কল্যাণে প্যাকো পুলিসের কবল থেকে মুক্তি-লাভ করলে।

দুই ভাই তাদের দ্বন্দ্বদোষ ভুলে মিলিত হ'ল।

জর্জ্জ র‍্যাফ্‌ট্ এবং য়্যাডল্‌ফ্ মেন্‌জু দুজনের মনোজ্ঞ অভিনয় এই ছবিখানিকে বিশেষ হৃদয়গ্রাহী ক'রে তুলেছে।

•

"চিত্রা"র কাল থেকে রেডিও পিক্‌চার্সদের Secrets of the French Police নামক রোমাঞ্চকর ছবি দেখানো হবে। এই ছবিতে রেডিও কোম্পানীর উদীয়মানা অভিনেত্রী জিলি অনড্রে সু-অভিনয় করেছেন।

•

"রূপবাণী"তে কাল থেকে ইউনিভার্স্যালের অশ্রুস্বমূলক ছবি "Only Yesterday" দেখানো। এই ছবিতে জন বোল্‌স্ ও মার্গারেট্ সুলিভান অভিনয় করেছেন।

এই সূত্রে রূপবাণীর কর্ত্তৃপক্ষদের উদ্দেশ ক'রে দুচার কথা বলতে চাই।———

"রূপবাণী"র কর্তৃপক্ষ এখনো তাঁদের অনুগ্রাহকবর্গের ধাত্ বুঝতে পারেন নি। প্রায়ই দেখছি, তাঁদের চিত্রগৃহে বিলাতী ছবিগুলি এক সপ্তাহের মধ্যপথেই থেমে যাচ্ছে; এবং সেই সঙ্গে সপ্তাহের গোড়ায় সেই ছবিখানির জন্যে যে প্রচুর পাব্‌লিসিটি করা হয়েছিল, তা যাচ্ছে ব্যর্থ হ'য়ে।

অবশ্য যে ছবিগুলি তাঁরা নির্ব্বাচন করছেন, সেগুলি যে মন্দ তা নয়—অনেক সময় অত্যুৎকৃষ্ট ছবিই তাঁরা নির্ব্বাচন ক'রে থাকেন; কিন্তু তবুও তাঁদের চিত্রগৃহের Clientele-এর চাহিদা মেটে না এবং তাঁরা সপ্তাহের মাঝেই সে-ছবি বন্ধ ক'রে অন্য ছবি দেখাতে সুরু করেন। এ-ব্যবস্থার কিন্তু কতকগুলি বিশেষ-রকম দোষ আছে। প্রথমতঃ এমন-ধারা সপ্তাহের মাঝপথে ছবি বন্ধ করাতে কেউ যদি মনে করেন যে, রূপবাণীতে সাধারণত যে-বিলাতী ছবিগুলি দেখানো হয়, সেগুলি ভাল নয় (কারণ তাহ'লে সেগুলি সোমবারেই গতায়ু হবে কেন?)—তাহলে তাঁকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না; এবং এর দ্বারা সিনেমাটির সুনামের হানি হবার বিশেষ সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ যে কোম্পানীর ছবি এ-ভাবে সপ্তাহের মাঝখানে অদৃশ্য হয় সে-কোম্পানীর ছবির ওপর দর্শকবৃন্দের আস্থা ক'মে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এবং সেজন্য পরে সে-কোম্পানীর একখানি ভালো ছবিও উক্ত সিনেমার পর্দায় প'ড়ে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

এই সব কারণে আমাদের মত হচ্ছে এই যে, "রূপবাণী"র কর্ত্তৃপক্ষ

চিত্র-নির্ব্বাচন-বিষয়ে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং সপ্তাহের মাঝখানে ছবি বন্ধ করার ব্যবস্থা প্রত্যাহার করুন। সপ্তাহের মাঝে কোন পুরাণো ছবি দেখিয়ে ব্যবসা যে খুব ভাল হয়, এমনও বোধ হয় না। সুতরাং যে ছবি তাঁরা নির্ব্বাচিত করবেন, সেই সপ্তাহের জন্য তার ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্য মিলিত ক'রে কিছু লোকস'ন দেওয়া ভাল —দুর্ণাম এবং ভবিষ্যতে অধিকতর লোকসান অর্জ্জন করার চেয়ে।"

*

"তরুণী"র ট্রেলার দেখে এসেছি। দেখে এসেছি বল্লে ভুল বলা হ'ল—শুনে এসেছি। কারণ তরুণীর ট্রেলারে কতকগুলি অদ্ভুত অদ্ভুত খণ্ড-দৃশ্য না দেখিয়ে তার মধ্যে তার একখানি গান শুনিয়ে দর্শকদের তৃপ্ত করা হয়েছে।

এই ট্রেলারে আর একটি বিশেষ যা লক্ষ্য করলাম তা হচ্ছে, এর Bouncing Ball! বিলাতী গীত-চিত্রে এমন ধারা Bouncing Ball সংযুক্ত গান শুনেছি বটে, কিন্তু দেশী ছবিতে এ-আয়োজন এই প্রথম।

এই অভিনব দৃশ্য ও শ্রুতিসুখকর ব্যবস্থার জন্যে কালী ফিল্মসের উদ্যোক্তাদের অভিনন্দিত করছি।

*

মারি ড্রেসলার সাঙ্ঘাতিক অসুস্থ। সম্ভবত এই লেখা যখন প্রেসে যাবে তখন তিনি আর ইহলোকে থাকবেন না; (যদিও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি নিরাময় হ'ন)।

এই জনপ্রিয়া নটী তাঁর চেহারার অভাব সত্বেও যে-পরিমাণ দর্শক আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। মারি ড্রেসলারের প্রত্যেকটি অভিনয়ের মধ্যে এমন একটি আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার ছাপ ফুটে উঠ্‌ত, যা দর্শকদের অভিভূত না ক'রে পারতো না।

তিনি ছিলেন একজন পাকা চরিত্রাভিনেত্রী। বিশেষ এক প্রকার টাইপ চরিত্রের অভিনয়ে তাঁর অভিনব-প্রতিভা যে উচু-স্তরে উঠ্‌তো তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অভিনয় করতে পারতেন-একমাত্র ওয়ালেস বেরি। এঁদের দুজনকার সম্মিলিত অভিনয় অবিস্মরণীয়।

নীচে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করা গেল:

কানাডার অন্তর্গত কোবার্গ নামক স্থানে, ১৮৬৯ সালের ৯ই নবেম্বর তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। আসছে নবেম্বরে তাঁর বয়স হবে পঁয়ষট্টি বছর।

কিশোরী বয়সেই তিনি একটি ভ্রাম্যমান অপেরা পার্টিতে যোগদান করেন। কিছুদিন সে দলে থাকবার পর তিনি রঙ্গমঞ্চে যোগদান ক'রে বহু নাটকের ছোট বড় বহু ভূমিকা সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেন।

বছর পাঁচেকের মধ্যে একজন শক্তিমতী অভিনেত্রীরূপে তাঁর নাম বহু দূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

কয়েক বছর আগে তিনি লণ্ডন সহরেও মঞ্চাভিনেত্রীরূপে দেখা দিয়েছেন।

চার্লি চ্যাপ্‌লিনের Tillie's Punctured Romance নামক ছবিতে মারি ড্রেস্‌লার প্রথম চিত্র-ভূমিকা অভিনয় করেন।

ইদানিং কালে টকির প্রবর্ত্তনের পর তার প্রতিভা অধিকতর উজ্জল রেখায় দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। তাঁর Min and Bill, Emma, Politics, Prosperity. Anna Chritie, Tugboat Annie প্রভৃতি ছবির অভিনয় দেশ-বিদেশের সমালোচকদের অবিমিশ্র প্রশংসা অর্জ্জন করেছে।

হলিউড্‌এর অভিনেতৃদের নামের উচ্চারণ ও সেই সঙ্গে তাদের বাংলা বানান নিয়ে মাঝে মাঝে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। একটী নামের বিভিন্ন প্রকার উচ্চারণ-ভঙ্গী এবং বানান বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হ'য়ে পাঠক বেচারীদের দারুণ সমস্যায় নিক্ষিপ্ত করে।

শুন্‌লাম এই নিয়ে কোন একটি পত্রিকায় প্রকাশিত নামের উচ্চারণের ভুল দেখিয়ে অন্য একটি পত্রিকা রসসৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছেন। অন্যায়। কারণ, হলিউডের অভিনেত্রীদের নামের সঠিক উচ্চারণ সব সময় জানা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তা-ছাড়া, উক্তদেশের অভিনেতৃ-সম্প্রদায়ের মধ্যে নাম বা বংশের কোন সুসঙ্গত ধারা নেই—পাঁচ দেশের পাঁচ রকম নাম মিশিয়ে অনেক সময়ে একটি নামের উৎপত্তি হয়; কাজে কাজেই সে নাম হয় যেমন গোত্র ছাড়া তেমনি কিম্ভূত-কিমাকার; সুতরাং, তার সঠিক উচ্চারণ না জানা আমাদের পথে মোটেই অপরাধ নয়। Dvorak কথাটির উচ্চারণ কোন্ হিসাবে যে "ভরজ্যাক্" হ'ল তা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের Philologyর সবচেয়ে বড় অধ্যাপকও বোধ করি বলতে পারবেন না। এমন দৃষ্টান্ত আরও দিতে পারি। সুতরাং সোজাসুজী ইংরেজী বানান অনুসারে অভিনেতৃবর্গের নামের বাংলা উচ্চারণ করাই বিধেয়।

তাতে লজ্জা পাবার বিশেষ কিছু নেই।

---

# অপরেশচন্দ্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ]

নীলমাধববাবু শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গুড় মহাশয়কে সহায় করিয়া বীণা থিয়েটার লিজ লইলেন। প্যাণ্ডোরা থিয়েটার উঠিয়া যাইল।*

( ৫ )

মেদিনীপুরের স্বনামপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার কে, বি, দত্তের পিতা ভাগবত-ভক্ত ছিলেন। তিনি কলিকাতায় থাকিতেন। অপরেশবাবুর এ সময়ে মাতৃবিয়োগ হইয়াছে,—স্কুলের সহিত আর কোনও সম্বন্ধ নাই। তিনি প্রত্যহ বৈকালে গিয়া তাঁহাকে ভাগবত পাঠ করিয়া শুনাইতেন। ভাগবত পাঠ শেষ হইলে তাঁহার ভগ্নী অপরেশবাবুকে উত্তমরূপ জলযোগ করাইতেন। এই জলযোগের লোভেই অপরেশবাবু কিছুদিন তথায় নিয়মিতভাবে গিয়াছিলেন।

( ৬ )

এমারেল্ড থিয়েটার পরিত্যাগ করিয়া অপরেশবাবুর পশ্চিমে পলাইবার প্রধান কারণ, এই সময়ে বাড়ীতে তাঁহার বিবাহ দিবার উদ্যোগ হইতেছিল; ঘটক আনাগোনা করিতেছিল। তিনি বর্দ্ধমান হইতে কখনও হাঁটিয়া কখনও বা ট্রেণে রাণীগঞ্জ, জামালপুর, ভাগলপুর, পাটনা বেনারস, এলাহাবাদ প্রভৃতি ঘুরিয়া বেড়ান। কয়েকমাস পরে বিপ্রদাসবাবু সংবাদ পাইয়া টাকা পাঠাইয়া দেন—তখন ফিরিয়া আসেন।

( ৭ )

মণীন্দ্রবাবুর সহিত মিশিয়া অপরেশবাবুর যেরূপ নাট্যানুরাগ বর্দ্ধিত হইয়াছিল;—সেই সঙ্গে তদনুরূপ ধর্ম্মানুরাগও জন্মিয়াছিল। মণীন্দ্রবাবু কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভ্রাতা রামচন্দ্র গুপ্তের দৌহিত্র। ইনি ভগবান রামকৃষ্ণ দেবের একজন বিশিষ্ট ভক্ত। ইঁহার ধর্ম্মানুরাগ যেরূপ প্রবল, নাট্যানুরাগও তেমনি প্রবল ছিল। ইঁহার সঙ্গেই অপরেশবাবু প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ী দেখিতে যান। ইঁহার সংস্পর্শে আসিয়াই তিনি ভগবান পরমহংসদেবের শিষ্যবর্গের সহিত পরিচিত হন। ইঁহার অনুগ্রহেই তিনি স্বামী সারদানন্দ ও অন্যান্য সাধুগণের সহিত পদব্রজে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থান কামারপুকুর এবং পরম পূজনীয়া মা ঠাকুরাণীর জন্মভূমি জয়রামবাটী দেখিয়া আসিবার সৌভাগ্যলাভ করেন। মণীন্দ্রবাবুও ইঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন।

এইরূপে মণীন্দ্রবাবু অপরেশচন্দ্রের তরুণ হৃদয়ে, একদিকে যেরূপ ধর্ম্মানুরাগের সঞ্চার করাইতেছিলেন, অন্যদিকে আবার সেইরূপ নাট্যানুরাগের বীজও প্রথম বপন করেন। নাট্যসাহিত্যে মণীন্দ্রবাবুর অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়া অপরেশবাবু মুগ্ধ হন। প্রায় দশ বৎসর কাল ইঁহার নিকট আসিয়া তিনি ইংরাজী নাট্য-সাহিত্য পাঠ করেন। ইঁহারই সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার নাটক লিখিবার আকাঙ্ক্ষা হয়।

( ৮ )

মণীন্দ্রবাবুর বাটীতে অপরেশচন্দ্রের কিরূপ সাহিত্য-চর্চ্চা করিবার সুযোগ হইয়াছিল, তাহা আমরা তাঁহার বর্ণিত খাতা হইতেই উদ্ধৃত করিলাম।—

"এই সময়ে মণীন্দ্রবাবুদের বাড়ী হইতে 'দৈনিক সংবাদ প্রভাকর' কাগজ নিয়মিত বাহির হইত। মণীন্দ্রবাবুর পিতা গোঁসাইদাস বাবু নিত্য কাগজ লিখিয়া উঠিতে পারিতেন না। বার্দ্ধক্যে তাঁহার শরীর অপটু হইতেছিল। আমি প্রভাকর সম্পাদনে তাঁহার সহকারী ছিলাম। ক্রমশঃ প্রভাকরের সব ভার আমার উপর পড়িল। * প্রায় তিন বৎসর নিয়মিত ভাবে প্রভাকর লিখিয়াছিলাম। এই প্রভাকরেই আমি প্রথম লেখা মক্স করি। আমার তখন লেখা পড়িয়া বন্ধুবান্ধব অনেকেই উৎসাহ দিতেন। স্বর্গীয় সাহিত্যিক বন্ধুবর সুরেশচন্দ্র সমাজপতির উৎসাহেই আমি নাট্যসম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখি। "প্রয়াসের" পুরাতন ফাইল (সম্ভবতঃ ১৩০৮ সাল) খুঁজিলে একটী প্রবন্ধ বাহির হইতে পারে। তখন প্রয়াসের সম্পাদক ছিলেন—কবি রসময় লাহা এবং শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র নাথ সরকার এম, এ।"

---

*ক্ষেত্রবাবু সম্বন্ধে একটী কৌতুকপ্রদ গল্প আছে। তিনি অভিনয় করিতেন না, কিন্তু অভিনয় করিবার সখ ছিল। একদিন থিয়েটারে "প্রফুল্ল" নাটক অভিনয় হইতেছে। থিয়েটারের সকলে তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন,—আপনাকে আজ 'রাণী মুদিনীর গলি'র দৃশ্যে নামিতে হইবে। ক্ষেত্রবাবু সরল প্রাণের লোক,—তিনি তাঁহাদের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। শুঁড়ীর দোকানের দৃশ্যে যেখানে মাতালগণ হট্টগোল করিতেছে, ক্ষেত্রবাবু তাহাদেরই একজন হইয়া নামিয়া পড়িলেন। কথা তো কিছুই নাই—কিন্তু একটা কিছু করিতেই হইবে। কি আর করেন (তখন সিগারেটের চলন ছিল না, বার্ডস-আই বলিয়া মিক্চার ছিল, কাগজে পাকাইয়া ধূমপান করিতে হইত) পকেট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহাতেই চূর্ণ তামাক ঢালিয়া, সেই নোটখানি পাকাইয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। নবীন সত্বাধিকারীর অপূর্ব্ব খেয়াল দেখিয়া নট-নটীরা স্তম্ভিত, দর্শকেরাও প্রথমতঃ স্তম্ভিত—তাহার পর সমবেত করতালি ও কোলাহল-ধ্বনিতে সমস্ত রঙ্গালয় ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

*গোপালচন্দ্র কর প্রভাকরের প্রিণ্টার ছিলেন। ইনি ঈশ্বর গুপ্তের সময় সামান্য কম্পোজিটার হইয়া ঢোকেন,—শেষে প্রিণ্টার হইয়াছিলেন। ইঁহাদের বাড়ীতেই বার্দ্ধক্যে গোপালবাবুর মৃত্যু হয়। ইনি অপরেশবাবুকে বড়ই ভাল বাসিতেন। অপরেশবাবু প্রবন্ধও লিখিতেন, তাহার প্রুফও দেখিয়া দিতেন,—আবার দুই জনে এক সঙ্গে তামাক খাইতে খাইতে খোসগল্পও করিতেন।

## 'বলিদান' অভিনয়*

'বলিদান' নাটকের রিহার্স্যাল আরম্ভ হইলে, সম্মুখে শিবরাত্রি উপলক্ষে, শিবমাহাত্ম্যসূচক একখানি ভক্তিরসাত্মক গীতিনাট্যের আবশ্যক হওয়ায়, গিরিশচন্দ্র দুই অঙ্কে সমাপ্ত "হর-গৌরী" লিখিয়া দেন। ২০শে ফাল্গুন (১৩১১ সাল) শিবরাত্রিতে, মিনার্ভায় ইহা অভিনীত হয়। ইহার মাসাধিক পরে ২৬শে চৈত্র তারিখে 'বলিদান' নাটক খোলা হয়। চুণী-বাবুর 'করুণাময়' সাজিবার প্রথম কথা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি চলিয়া যাওয়ায় গিরিশচন্দ্র স্বয়ং করুণাময়ের ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রায় প্রত্যেক নাটকেই চুণীবাবু 'হিরো' সাজিতেন, তাঁহার অভাব দূর করিবার নিমিত্ত এক হাজার টাকা অগ্রিম দিয়া সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ-(দানিবাবু)কে ষ্টার থিয়েটার হইতে আনা হইল। ব্যবস্থা হইল—বেতন হইতে মাসে মাসে দশ টাকা হিসাবে কাটিয়া লইয়া, এই টাকা শোধ যাইবে। দুলালচাঁদের ভূমিকা অর্দ্ধেন্দুবাবুকে দেওয়া হইয়াছিল;—দানিবাবু আসিলে তিনি বলিলেন, "আমাকে কি আর এ বয়সে দুলালচাঁদ মানায়? দানি দুলালচাঁদ সাজুক, আমি না হয় 'রূপচাঁদ' সাজিব।" সেইরূপই হইল। অপরেশবাবু সে সময়ে যুবা এবং দেখিতেও সুপুরুষ ছিলেন,—কিশোরের ভূমিকা তাঁহাকে দেওয়া হইল। বস্তুতঃ তাৎকালীন খ্যাতনামা নবীন ও প্রবীন অভিনেতা ও অভিনেত্রীমাত্রেই এই নাটকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং কেবল তাহাই নহে, সকলেই যেন পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া এই সমাজ-চিত্রকে দর্শকের চক্ষে সজীব করিয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। পাঠক-গণের অবগতির নিমিত্ত প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের নাম নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

করুণাময়—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রূপচাঁদ—অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, দুলালচাঁদ—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), মোহিতমোহন—শ্রীক্ষেত্রমোহন মিত্র, ঘনশ্যাম—মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টু বাবু) কিশোর—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কালীঘটক—জীবনকৃষ্ণ পাল, রমানাথ—শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), মুকুন্দলাল—শ্রীঅতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ইনস্পেক্টার—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ, সরস্বতী—শ্রীমতী তারাসুন্দরী, যশোমতী—সরোজিনী, রাজলক্ষ্মী—নগেন্দ্রবালা, জোবি—সুশীলাবালা, মাতঙ্গিনী—শ্রীমতী সুধীরাবালা (পটল), কিরণ্ময়ী—কিরণবালা, হিরণ্ময়ী—শ্রীমতী চারুবালা, জ্যোতির্ম্ময়ী—শ্রীমতী মনোরমা, ভামিনী—শ্রীমতী পান্নাসুন্দরী, করুণাময়ের ঝি—শ্রীমতী চপলাসুন্দরী ইত্যাদি।

শিক্ষক—গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। রঙ্গভূমি-সজ্জাকর—শ্যামাচরণ কুণ্ডু। পণ্ডিতবর রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর এই নাটকের গীতগুলির সুর সংযোজনা করিয়া দিয়াছিলেন।

নাট্য-সৌন্দর্য্যে, অভিনয় চাতুর্য্যে এবং সঙ্গীতের মাধুর্য্যে 'বলিদান' সাহিত্যিক এবং নাট্যানুমোদীগণের নিকট উচ্চ প্রশংসিত এবং আপামর সাধারণের নিকট বিশেষরূপ সমাদৃত হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

---

* ১। গত ২৮শে আষাঢ় তারিখের নাচঘরে (১০ম বর্ষ, ২৪ সংখ্যা) প্রকাশিত হইয়াছিল,—"বসুমতী, মিনার্ভা থিয়েটারে ভারতচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সুবিখ্যাত গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ ও গ্রন্থাবলী উপহার দিয়াছিলেন।" ইহাতে শ্রদ্ধেয় 'নাচঘর'-সম্পাদক মহাশয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন,—"বোধ হয়, অবিনাশবাবুর একটু ভুল হয়েছে। কারণ রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী প্রথমে 'হিতবাদী'ই প্রকাশ করেছিলেন।"

বসুমতী-প্রদত্ত উপহার-গ্রন্থ—রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ, মালিনী ও বিসর্জ্জন এখনও পর্য্যন্ত আমার নিকট আছে। সুতরাং আমার ভুল হয় নাই। তথাপি আমি বর্ত্তমান বসুমতী অফিসের বহুদিনের পুরাতন কর্ম্মচারী এবং বসুমতী সংবাদপত্রের প্রিণ্টার ও পাব্‌লিসার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এ সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি যাহা উত্তরে লিখিয়াছেন, নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

"বসুমতী অফিস"
২৩শে জুলাই, ১৯৩৪

মাননীয় অবিনাশবাবু,

আপনার পত্র পাইলাম। মিনার্ভা থিয়েটারে উপহার দিবার সময় রবীন্দ্রবাবুর গ্রন্থ উপহার দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা রবিবাবুর তাৎকালীন পাব্‌লিসারের নিকট হইতে 'লট' কিনিয়া লইয়াছিলাম। বর্ত্তমান সুবিখ্যাত গ্রন্থকারগণের বহি যেরূপ কাটে, পূর্ব্বে সেরূপ পুস্তকের বিক্রয় ছিল না। সুতরাং সে সময়ে পাব্‌লিসারদের নিকট হইতে সুবিধামূল্যে 'লট' কিনিয়া লইবার সুযোগ হইত।

বিনীত
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রিণ্টার ও পাব্‌লিসার—'বসুমতী।'

(কিন্তু অন্য প্রকাশকের কাছ থেকে "লট" কিনে নিয়ে বই বিক্রি করা, আর লেখকের সঙ্গে বিশেষভাবে ব্যবস্থা ক'রে তাঁর গ্রন্থাবলী প্রকাশ করা, এক কথা নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ করবার গৌরব, "হিতবাদী"রই প্রাপ্য। ইতি নাচঘর-সম্পাদক।)

২। উক্ত তারিখের "নাচঘরে" ৬ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভে, ৩০ পংক্তিতে এমারেল্ড থিয়েটারের পরিবর্ত্তে মিনার্ভা থিয়েটার হইবে।

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

# নাচঘর

[ প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা ] Regd. No. 1304. [ বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা

১০ম বর্ষ ২৭শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
সহকারী সম্পাদক—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

১৮ই শ্রাবণ ১৩৪১



## কলালাপ

রঙ্গালয়ে নূতন রক্তের প্রয়োজন। আমরা এই কথা বলছি অভিনেতৃ-সম্প্রদায়কে লক্ষ্য ক'রে।

*

নূতন অভিনেতা কৈ? নূতন অভিনেত্রী কৈ? কুঁজোর জল কলসীতে এবং কলসীর জল কুঁজোয় বারে বারে ঢালা-উপুড় ক'রে আর কতদিন চলবে? যিনি ছিলেন আজ নাট্যমন্দিরে, তিনি গেলেন রঙমহলে এবং যিনি ছিলেন নিকেতনে, তিনি গেলেন মিনার্ভায়—এমনি ধারা ব্যাপার ত' হামেসাই নজরে পড়ছে। এই জিনিষই কি চ'লতে থাকবে চিরকাল?

The House of Rothschild-চিত্রে
জর্জ্জ আর্লিস ও বরিস কার্লফ

*

শুনলুম, সেদিন শিশিরকুমার সাহিত্যিক এবং সংবাদিকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ ক'রে এই মর্ম্মে বলেছেন, আমাদের রঙ্গালয়গুলির মধ্যে পরস্পরের প্রতি সদ্ভাব-সহানুভূতি নেই। আমি একটি মেয়েকে নিজে হাতে ধীরে ধীরে গ'ড়ে তুললুম—সে কথা কইতে, অভিনয় ক'রতে শিখল, পনেরো থেকে তার মাইনে পঞ্চাশ যাটে দাঁড়াল; অমনি একদিন কানে এল—অন্য একটি রঙ্গালয় তাকে দেড়শো টাকায় নিয়ে যাচ্ছেন, আমার সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ ফুরোবার যা অপেক্ষা। এ জিনিষটা অত্যন্ত অন্যায় এবং এই অন্যায় সবাই মিলে বন্ধ করা উচিত। ইত্যাদি

*

শিশিরকুমারের এই আক্ষেপোক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। যখনই দেখা যায়, একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রী কয়েকটি ভূমিকায় সু-অভিনয় ক'রে দর্শকদের মনোরঞ্জন ক'রতে পারছেন, অমনি শোনা যায়, অন্য একটি থিয়েটার তাঁকে দলে টানবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন এবং তাঁর বাজার-দর ধাপে ধাপে চ'ড়েই চলেছে।

*

যদি প্রশ্ন করেন, এমন ব্যাপার ঘটে কেন, তাহ'লে Economist-এর ভাষায় ব'লতে বাধ্য হব যে, এটা হচ্ছে Supply and Demand-এর question. বাজারে আমদানির থেকে যদি কোন জিনিষের চাহিদা বেশী হয়, তবে সে-জিনিষ নিয়ে কাড়াকাড়ি প'ড়বেই এবং সঙ্গে সঙ্গে দরও চড়বে। জোর লগনসার দিনে দই-সন্দেশ, আর আংঙ্কর দিনে ইলিস মাছ—যত চড়া দামই হোক্, প'ড়তে পায় না। আমাদের বাঙলা রঙ্গালয়েও মাঝে মাঝে—মাঝে মাঝে কেন, অধিকাংশ সময়েই—অভিনেতা অভিনেত্রীদের ব্যাপারে supply-এর চেয়ে demand হয় বেশী, বিশেষ যখন থিয়েটার চালাবার সখ-ওয়ালা শাঁশেজলে পুরুষ্ট্ কাপ্তেনের প্রাদুর্ভাব হয় কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায়।

*

কিন্তু যে-দেশে মক্কেলের চেয়ে উকীল বেশী, রুগীর চেয়ে ডাক্তার বেশী, ছাত্রের চেয়ে গৃহ-শিক্ষক বেশী, পাঠকের চেয়ে লেখক বেশী, এমন কি ক্রেতার চেয়ে বিক্রেতা বেশী, সে-দেশে অভিনেতা-অভিনেত্রীর ক্ষেত্রে এমন উল্টো ব্যাপার কেন? যে-দেশে ভালোমন্দ সব জিনিষই সস্তা, সে-দেশে নটনটী এত মাগ্‌গি কেন?

*

অভিনেত্রীদের মহার্ঘ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা এবারকার মত স্থগিদ থাক; আমরা আপাততঃ অভিনেতাদের কথাই বলি। অভিনয়-বিদ্যা একটি সুকুমার কলা—এই সহজ সত্যটিকে প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালী-যুবক মনে মনে স্বীকার ক'রে নিলেও এই কলা চর্চ্চার জন্যে দু'একজনই আগ্রহ

প্রকাশ ক'রে থাকেন। অতি সামান্য বেতনে কলম পিষে দিন গুজরাণ করছেন কিংবা একেবারেই বেকার ব'সে আছেন, এমন নাট্যভক্ত যুবকের সংখ্যা বাঙলায় অল্প নয়; কিন্তু প্রকাশ্যভাবে নাট্যভারতীর প্রাঙ্গনে এসে জড়ো হ'তে চাইবেন না তাঁদের মধ্যে কেউই। কেন?

*

চরিত্র খারাপ হয়ে যাবার ভয়ে? মোটেই না। রঙ্গালয়ে যোগ না দিয়েও নিয়মিত "ম"-কারের সাধনায় মশ্গুল হয়ে রয়েছেন, এমন লোক বাঙলায় একটি, দুটি বা দশটি নয়, হাজার হাজার রয়েছে। এবং সাধারণ রঙ্গালয়ের বহু অভিনেতারই যে চরিত্রঘটিত দুর্ণাম রয়েছে, এই কথাটি একশো বার স্বীকার ক'রে নিলেও এ-কথা ম'রে গেলেও স্বীকার করব না যে, রঙ্গালয়ে আসার ফলেই তাঁদের চরিত্রদোষ ঘটেছে এবং রঙ্গালয়ের ছায়া না মাড়ালে তাঁরা প্রত্যেকেই ভীষ্মদেবের চেলা হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করতেন। বরং এই মূল্যবান্ সংবাদটি আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ ক'রে রেখে দিন যে, প্রকাশ্যভাবে নটজীবন গ্রহণ করবার বহু পূর্ব্ব থেকেই এঁদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই চরিত্র নামক পদার্থটিকে রীতিমত কর্দ্দমাক্ত ক'রে আনন্দ পাচ্ছিলেন; রঙ্গালয়ে ঢুকে এঁদের চরিত্র নষ্ট হয়নি, চরিত্র-নষ্ট হবার পর এঁরা রঙ্গালয়ে ঢুকেছেন।

*

তা'হ'লে? গুরুজনদের নিষেধ? না, তাও না। রঙ্গালয়ের বাইরে থেকেও নিত্য রঙ্গ ক'রে বেড়াচ্ছেন, এমন যুবকের সংখ্যা ত' অল্প নয়। তবে, তবে, তবে কি? অভিনয় করবার ক্ষমতা সবাইয়ের থাকেনা? না, তা থাকেনা, স্বীকার করি। কিন্তু ডাক্তারী, ওকালতী, কেরাণীগিরি ক'রে দিন কাটিয়ে ন'মাসে ছ'মাসে এক আধবার সখের দলে অভিনয় করেন, এমন বহু লোক দেখেছি। এবং তাঁদের ভিতর এমন কয়েকজনকে দেখিছি, যাঁরা নিয়মিত সাধনা করবার অবসর পেলে শিশির ভাদুড়ী অহীন চৌধুরীর সমান সমান না হোক, তাঁদের কাছাকাছি যাবার মত হ'তে পারেন। তবু তাঁরা ডাক্তারীই করেন, ওকালতীই করেন, কেরাণী-গিরিই করেন, অভিনেতা হ'তে চান না। কেন?

*

এই 'কেন'-র উত্তর হচ্ছে—বর্ত্তমানে বাঙলার রঙ্গজগতে অভিনেতার কোন স্থায়িত্ব বা stability নেই। 'আজ মাইনে পাচ্ছি বটে, কিন্তু কালও যে পাব, তার কোন স্থিরতা নেই। এবং 'আজ যে-মাইনে পাচ্ছি, তা এমন কিছু বেশী নয় যে, কাল আমার ব'সে থাকলে চলবে। অথচ অভিনেতার জীবন যাপন ক'রতে হ'লে কেরাণী, ওকালতী বা ডাক্তারী জীবনে আমার নিজের প্রতি যে-খরচ ক'রলে চলে, তার থেকে ঢের বেশী খরচ ক'রতে হয়। কারণ শরীরের প্রতি রীতিমত যত্ন না নিলে অভিনেতৃ-জীবন যাপন করা হবে আমার পক্ষে রীতিমত দুঃসাধ্য এবং আরও মুস্কিল এই যে, একবার কিছুকাল অভিনেতৃজীবন যাপন করবার পর অন্য কোনও দিকে নিজেকে মোড় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব বললেই হয়। অতএব আমার অভিনেতা হবার সখ নেই; এর থেকে কেরাণীগিরি করা, এমন কি বেকার ব'সে থাকাও ভাল।—

*

—এই ধরণের মনোভাব থাকা সত্ত্বেও রঙ্গালয়ে নূতন রক্ত আমদানী সহজ হয়ে উঠত, যদি আমাদের দেশে অভিনয়-কলা শিক্ষার পথ হ'ত অবারিত। স্কুল-কলেজের পারিতোষিক-বিতরণী সভায় দেখি ছাত্রেরা চমৎকার আবৃত্তি ক'রে যাচ্ছে, নির্ব্বাচিত দৃশ্যাভিনয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাচ্ছে; সরস্বতীপূজা দুর্গোৎসব প্রভৃতি নানা উপলক্ষ্যে নানান্ জায়গায় সৌখীন সম্প্রদায়ের অভিনয়ে দেখি—কয়েকজন বেশ নাটনৈপুণ্যের পরিচয় দিচ্ছে; বেকার যুবক-সম্প্রদায়কে দেখি—এখানে-সেখানে একখানি ঘরভাড়া ক'রে একটি হারমোনিয়ম এবং একজোড়া ডাইনে-বাঁয়া নিয়ে থিয়েটার-পার্টি খুলতে, অথচ রঙ্গালয়ে নূতন রক্তের সন্ধান পাইনা।

*

দেশে যুবকমহলে সঙ্গীত সাধনার ধূম লেগে গেছে অমুক সঙ্গীত-শিক্ষালয়, তমুক সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠানে ছেলেমেয়ের সংখ্যা গোনা যায় না। কিন্তু ষাট বচ্ছর ধ'রে বাঙলায় সাধারণ রঙ্গালয় চলবার পরেও নাট্যশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গোছের কিছু গ'ড়ে উঠল না দেশে। স্বর-বিক্ষেপ, আবৃত্তি, অঙ্গ-ভঙ্গী প্রভৃতি অভিনয় বিষয়ক প্রতিটি জিনিষই সাধনা সহকারে শিক্ষার বিষয়। অথচ এমন প্রতিষ্ঠান নেই, যেখানে এই সাধনা, এই শিক্ষা ভালোভাবে চলতে পারে। আমাদের দেশের ছোটবড় অভিনেতাদের জীবনী আলোচনা করুন; দেখবেন, তাঁদের প্রায় সকলেরই ছেলেবেলায় থিয়েটার করার দিকে ঝোঁক ছিল এবং বহুবার—অনেক সময় হয়ত গুরুজনদের লুকিয়ে—সৌখীনভাবে অভিনয়ও তাঁরা করেছেন। এবং পরে ঘটনাচক্রে বা সুযোগ সুবিধে হওয়ায় সাধারণ মঞ্চের উপর এসে দাঁড়িয়েছেন। এঁদের নাট্য শিক্ষার যা-কিছু, তা ঐ সৌখীনদলের সৌখীন নাট্যশিক্ষকের কাছ থেকে। গিরিশ ঘোষ, শিশির ভাদুড়ী থেকে সুরু ক'রে রামা-শ্যামা-যদু পর্য্যন্ত সবাইয়েরই এই একই অবস্থা।

*

ইংলণ্ড, আমেরিকার দিকে তাকিয়ে দেখুন। দেখবেন—Academy of Dramatic Arts, Studio for the Theatre. School of the Drama গোছের নাট্যশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছড়াছড়ি। অভিনেতা হ'তে গেলে যে-যে বিষয় জানা দরকার, আবৃত্তি থেকে সুরু ক'রে রূপসজ্জা (make-up) পর্য্যন্ত, সে-সমস্ত বিষয়েই কলা এবং বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে সেখানে। শিক্ষার্থীরা পয়সা খরচ ক'রে অভিনয়-বিদ্যা আয়ত্ত করে ভবিষ্যতে জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য। এবং এও দেখা যায়, বড় প্রয়োগশিল্পী বা পরিচালক পথের ছেলে বা মেয়েকে ধ'রে এনে বহুদিন ব্যাপী শিক্ষাদানের ফলে তাকে খাড়া ক'রে তুললেন একজন বিশিষ্ট নট বা নটীরূপে।

*

আমাদের দেশে নট-নটী অভিনয় ক'রে জীবিকা উপার্জ্জন করলেও এখন পর্য্যন্ত অভিনয় জিনিষটা সখের সামগ্রীই রয়ে গিয়েছে, এটাকে জীবিকা অর্জ্জনের পথ বা profession হিসেবে গ্রহণ করবার ব্যবস্থা হয়নি এই নাট্যশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অভাবে। সাধারণ রঙ্গালয়ের রসদ জুগয়ে আসছে সখের থিয়েটার এবং তা' আসবেও, যতদিন না এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের জন্ম হচ্ছে অভিনেতা গ'ড়ে তোলবার জন্যে। আমাদের দেশে আজও অবধি অভিনেতা সগৌরবে জ'ন্মেই আসছে, তৈরী হয়ে উঠছে না কোন দিনই। কাজেই নূতন রক্তের সন্ধান হামেসাই মিল্‌বে কোথা হ'তে?

*

গেল শনিবার ২৮শে জুলাই "নব-নাট্যমন্দির" তাঁদের দরজা খুলেছেন।

*

এঁদের "বিরাজ-বৌ"-নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে মত এবং অমত—দুই-ই শুনতে পাচ্ছি। কেউ বলছেন—ভাল; কেউ বলছেন—মন্দ। একজন ঘাড় নেড়ে বলছেন—হ্যাঁ, চল্‌বে; আর একজন উল্টো দিকে ঘাড় নেড়ে ফতোয়া

দিচ্ছেন—না, কিছুতেই চলবে না। আমরা আপাততঃ হাঁ কিংবা না—কোন দিকেই সায় দিচ্ছিনা।

*

প্রথম অভিনয় রজনীর দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকলেও "বিরাজ-বৌ"-এর অভিনয় নিয়ে আমরা কোন কথাই কইব না; কারণ এইটুকু জ্ঞান আমাদের আছে যে, প্রথম অভিনয় দেখে কোন নাট্যাভিনয়ের সাফল্য-অসাফল্য সম্বন্ধে বিচার ক'রতে যাওয়া হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড মূর্খতা,—বিশেষ এই বাঙলা দেশে এবং জেনে শুনে অতটা মূর্খতা প্রকাশ ক'রতে আমরা রাজী নই।

*

অতি-শীঘ্র আর একদিন আমরা "বিরাজ-বৌ"-এর অভিনয় দেখব এবং তারপর "নাচঘরে"র পাঠকদের জানাতে পারব—"বিরাজ-বৌ" আমাদের লাগল কেমন! খুব আশা করছি, এর জন্যে পাঠকদের খুব-বেশী ধৈর্য্য অবলম্বন ক'রতে হবেনা; হয়ত' আস্‌চে হপ্তার কাগজেই তাঁরা আমাদের বক্তব্য প'ড়তে পাবেন।

*

"নব-নাট্যমন্দির" বিজ্ঞাপন মারফত সাধারণকে জানিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি ব্যাপারে শামুককে আদর্শ ধরবেন না, যার গতিকে অনুসরণ ক'রে চলা পুরোণো নাট্যমন্দিরের রীতিমত ধাতস্থ হয়ে পড়েছিল। এবং তার প্রমাণ স্বরূপ তাঁরা অভিনয়ের জন্যে নির্ব্বাচিত পর পর ছ'-ছ' খানা বইয়ের নাম প্রকাশ করেছেন "বিরাজ-বৌ" থেকে সুরু ক'রে; এর মধ্যে প্রথম পর্য্যায়ে আছে তিনখানা—শরৎচন্দ্রের "বিরাজ বৌ"; সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের "সরমা" এবং শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "দশের দাবী"। আর দ্বিতীয় পর্য্যায়ে আছে বাকী তিনখানা—শিশিরকুমারের অর্থাৎ শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রণীত "ঋণ-পরিশোধ"; রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দেবী চন্দ্রগুপ্ত" এবং শরৎচন্দ্রের "বিজয়া"। এর মধ্যে একটি জিনিষ লক্ষ্য করবার আছে—প্রথম পর্য্যায়ের প্রথম বইখানিতে শিশিরকুমারকে দেখতে পাওয়া যাবে নাট্যরূপদাতা হিসেবে এবং দ্বিতীয় পর্য্যায়ের প্রথম বইটিতে তিনি প্রকাশ পাবেন মৌলিক নাট্যকাররূপে। শিশিরকুমারের এই দুই নব রূপের প্রতি আমরা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

---



## গান

(হেমেন্দ্রকুমার রায়)

চাঁদের মতন মুখেতে তোমার
ফুটিলে গোলাপী ফুল,
বধূ, মোর বধূ! মধুপ বলিয়া
কোরো গো আমায় ভুল!

*

রঙিন চিবুকে তিল,
আলোয়-কালোয় মিল,
আঁখি দুটি যেন জেগে জেগে খোঁজে
ঘুম-সাগরের কূল!

*

অধর যখন নাচে,
আর কি জীবন বাঁচে,
ভুলি আপনাকে, ভুলি দুনিয়াকে,
পাই মরণের কূল!

---

## চিত্রপুরী ঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

( রঞ্জন রুদ্র )

চিত্র পরিচয় ঃ Queen Christina ( মেট্রো )
প্রধান ভূমিকায়—গ্রেটা গার্ব্বো
পরিচালক—র‍্যুবেন ম্যামোলিয়ান
কাল থেকে রূপবাণীতে দেখানো হবে।

*

Queen Christina ছবিখানি সাড়া জগতে তুমুল সাড়া জাগিয়ে তুলেছে। শুধু গ্রেটা গার্ব্বোর জন্যেই নয়, আরও দু এক জনে এই ছবিখানির মধ্যে যথেষ্ট আকর্ষণের সঞ্চার করেছেন। তাঁরা হচ্ছেন, এর পরিচালক—র‍্যুবেন ম্যামোলিয়ান্ এবং এর নায়ক—জন্ গিল্‌বার্ট। জন্ গিল্‌বার্ট বারো বছর পরে পুনরায় টকিতে নামলেন এবং নামলেন তিনি প্রযোজকদের ইচ্ছায় নয়, গ্রেটা গার্ব্বোর দুর্দমনীয় জেদে। গ্রেটা প্রযোজকদের বলেছিলেন—কুইন্ ক্রিশ্চিনায় জন্-কে নায়কের ভূমিকায় চাই; নতুবা তিনি অভিনয় করবেন না।

সুতরাং সেই জন্ গিল্‌বার্টের অভিনয় যদি আমরা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দেখি এবং তার সমালোচনা করি, তাহ'লে অন্যায় করব না। সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে জন্ গিল্‌বার্টের অভিনয় ব্যর্থ হয়েছে বল্লে, গ্রেটা হয়ত মনে দুঃখ পাবেন, কিন্তু সেই হবে একমাত্র সত্য কথা। জন্ গিল্‌বার্টের অভিনয় আমাদের ভালো লাগে নি। তাঁর মুখের সেই একঘেয়ে অভিব্যক্তি এবং হাত-নাড়ার সেই একঘেয়ে ভঙ্গী আমাদের পীড়িত ক'রে তুলছিল। ভূমিকাটির মধ্যে তিনি এমন কোন মর্য্যাদা বা মহিমার সঞ্চার করতে পারেন নি, যা স্মরণ ক'রে আমরা তাঁকে অভিনন্দিত করতে পারি। জন্ ব্যারিমুর যদি এ ভূমিকায় দেখা দিতেন, তাহ'লে হয়ত আমাদের আশা মিটতো।

•

তারপর এর পরিচালনা।—

Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Love Me Tonight এবং Song of Songs-এর যশস্বী পরিচালক রূবেন ম্যামোলিয়ানকে এই ছবি পরিচালনার জন্য গ্রেটা গার্ব্বোর বিশেষ ইচ্ছা অনুসারে ভাড়া ক'রে আনা হয়েছে। রূবেন ম্যামোলিয়ান্ প্যারামাউন্ট্ কোম্পানীর লোক। কিন্তু তাঁর পরিচালনা এমন-কিছু হয় নি, যার জন্যে আমরা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌তে পারি। Love Me Tonight-এর মধ্যে পরিচালনার যে অভিনবত্ব ছিল, Dr. Jekyll-এর মধ্যে যে তীক্ষ্ণ একাগ্রতা ছিল এবং Song of Songs-এর মধ্যে বেদনাবিধুর কাব্যের যে সুদূরচারী সুরের প্রতিধ্বনি ছিল—কুইন্ ক্রিশ্চিনার মধ্যে সে-ধরণের কোন বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই নি। শুধু, ছবির প্রথম দিকে তিনি যে-ভাবে খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের সাহায্যে রাণীর জীবনকে দর্শকের কাছে উদ্ঘাটিত ক'রে দেখিয়েছেন, তার মধ্যে তাঁর ক্ষমতার আভাসটুকু মাত্র দেখেছি। রাজ্য-পরিত্যাগের দৃশ্যে জনতার মাঝখান দিয়ে গ্রেটার চ'লে যাওয়াটিও ভারী সুন্দর!

•

কুইন্ ক্রিশ্চিনা-য় গ্রেটা গার্ব্বোর ব্যক্তিত্ব সমস্ত ছবিখানিকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। এর আগে এর থেকে ভালো অভিনয় গ্রেটার একাধিক-বার দেখেছি, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের এমনধারা মহিমামণ্ডিত বিকাশ আর কখনো দেখিনি। এই সর্ব্বজয়ী ব্যক্তিত্বই গ্রেটা গার্ব্বোর সর্ব্বপ্রধান অস্ত্র।

•

কুইন্ ক্রিশ্চিনার মধ্যে মানবজীবনের একটি বিশেষ অভিব্যক্তিকে রূপদান করা হয়েছে; তা হচ্ছে এই—মানুষের জীবনে সবার চেয়ে বড়ো হচ্ছে প্রেম; এই প্রেম যেদিন দেখা দেয়, সেদিন তার বিশ্বজয়ী আহ্বানের কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদের আকর্ষণও তুচ্ছ হ'য়ে যায়; তার জন্য তখন সাম্রাজ্ঞীও সর্ব্বত্যাগিনী হ'তে পারে—অনায়াসে।

গ্রেটা গার্ব্বোর অভিনয়ে এই সুরটি শুন্‌তে পেয়েছি।

পরিশেষে, রূপবাণীর কর্তৃপক্ষ এমন একখানি উৎকৃষ্ট ছবিকে তাঁদের চিত্রগৃহে এনে আমাদের যে আনন্দ দান করলেন, তার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি, এ-পল্লীর প্রত্যেক চিত্রামোদীই এ-ছবিখানি দেখবেন।

•

গেল বুধবার 'এম্পায়ারে' সকাল ন'টায় "দি হাউস্ অফ্ রথ্‌স্‌চাইল্ডে"র "ট্রেড্ শো" দেখে এসেছি।……একখানা পূর্ণাঙ্গ ছবির ধারণা নিয়ে যাঁরা "দি হাউস্ অফ্ রথ্‌স্‌চাইল্ড" দেখতে যাবেন তাঁরা হয়তো ক্ষুণ্ণ হবেন। কারণ, একে ঐতিহাসিক ছবি বলা না গেলেও সারা ছবিখানার ইতিহাসের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে খুব বেশী। ফলে আসল গল্পটির প্রাণের স্পন্দন শোনা যায় অত্যন্ত অল্প। এবং তিনটি চরিত্র ছাড়া আর কোন চরিত্রই আমাদের চোখের সাম্‌নে ভালোভাবে ফুটে উঠ্‌তে পারে নি।

কিন্তু গল্পের ভিতর দিয়ে যে-দুর্ব্বলতা প্রকাশ পেয়েছে, তা পূরণ করবার চেষ্টা করা হ'য়েছে অভিনয়-কৌশলতার সাহায্যে। এবং নিঃসঙ্কোচ কণ্ঠে আমরা ঘোষণা করছি, অভিনয়ের দিক থেকে ছবিখানি হ'য়ে উঠেছে সম্পূর্ণ উপভোগ্য! অভিনয়ের জয়মাল্যের অধিকারী জর্জ্জ আর্লিস্, সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। তবুও তাঁর রথ্‌স্‌চাইল্ড্ বংশের প্রতিষ্ঠাতা বৃদ্ধ পিতার ভূমিকার অভিনয়ের কাছে পরে বৃদ্ধের বড় ছেলের অভিনয় ম্লান হয়ে গেছে। বড় ছেলের অভিনয়ে আমরা আর্লিস্‌কেই দেখ্‌তে পেরেছি—চরিত্র হ'য়ে গেছে মলিন। অন্যান্য নটের অভিনয় মাঝামাঝির কোটায় পড়ে। শুধু বৃদ্ধা মায়ের ভূমিকায় যে-নটীটি নেমেছিলেন, তিনি উৎরে গেছেন অসামান্য ভাবে। ছবিখানির মধ্যে পরিচালকের কৃতিত্বের নিদর্শন বড়-একটা পেলুম না। রেকর্ডিংও জায়গায়-জায়গায় খারাপ হ'য়েছে।

•

"চিত্রায়" কাল থেকে বিলাতী ছবি Wandering Jew দেখানো হবে। এই ছবিতে Conrad Veidt অতি চমৎকার অভিনয় করেছেন। ইলমূক ফিল্ম কর্পোরেশন এই ছবির চিত্র-পরিবেশক।

•

"মহুয়া"-র কাজ শেষ হয়েছে। আশা করছি, এ মাসের মধ্যেই তার দেখা পাবো।

দেবকীবাবুর After the Earthquake-এর বাঙালা সংস্করণ তোলা হবে না। তোলা হবে—উর্দ্দু সংস্করণ। শুনে দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছি।

## অপরেশচন্দ্র

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

[ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ]

সাধারন রঙ্গালয়ে অপরেশচন্দ্রের প্রথম মৌলিক ( original part ) ভূমিকা—'ঐন্দ্রিলা' নাটকে 'যম'। দ্বিতীয় মৌলিক ভূমিকা বলিদানে 'কিশোর'। ঐন্দ্রিলা নাটক অতি অল্পদিনই অভিনীত হইয়াছিল, এ নিমিত্ত অনেকেই ভুল করিয়া বলেন, "কিশোরের ভূমিকাই পাব্‌লিক থিয়েটারে অপরেশবাবুর প্রথম মৌলিক অভিনয়।" যাহাই হউক, তাঁহার অভিনয় নিখুঁত এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। মিনার্ভা ব্যতীত কোহিনুর, মনোমোহন, ষ্টার, নাট্যমন্দির, নাট্যনিকেতন প্রভৃতি রঙ্গালয়ে 'বলিদান' বহুবার অভিনীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অপরেশবাবুকে ( কিশোরের ভূমিকাভিনয়ে ) কেহই অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই।

চৈত্র মাসের শেষ ( ২৬শে চৈত্র ) বলিয়াই হউক অথবা যে কারণেই হউক, 'বলিদান' নাটক খুলিয়া মিনার্ভায় প্রথম দিকে বিক্রয় সন্তোষজনক হয় নাই। তবে সে সময়ে 'উপহার দেওয়া থিয়েটার' বলিয়া মিনার্ভার যে মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, বলিদান নাটক তাহা অপনোদিত করিয়া শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত দর্শক সম্মুখে ইহাকে পুনরায় সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছিল।

### মিনার্ভায় রাণা প্রতাপ

১৩১২ সাল, শ্রাবণ মাসের প্রথম দিকে ষ্টার থিয়েটারে স্বর্গীয় ডি, এল, রায়ের 'রাণা প্রতাপ' নামক নূতন ঐতিহাসিক নাটক প্রথম অভিনীত হয়। মহাকবি গিরিশচন্দ্রের সুপ্রসিদ্ধ "হলদিঘাটের যুদ্ধ" কবিতাটি বোধ হয় অনেকেই জানেন। কবিতাটি ষ্টারের অধ্যক্ষ নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসুর বড়ই প্রিয় ছিল। রাণা প্রতাপ নাটকে 'হলদিঘাটে' যুদ্ধের দৃশ্যে তিনি উক্ত কবিতাটী চারিভাগে বিভক্ত করিয়া চারিটি দূতের মুখে আবৃত্তি করাইতেন। রাণা প্রতাপ নাটকখানি গদ্যে লিখিত—তাহার মধ্যে একটি দৃশ্যে যথাক্রমে চারিটি দূত আসিয়া কাব্যাভিনয় করিতে থাকায়, দ্বিজেন্দ্রবাবুর তাহা বড় বিসদৃশ বোধ হওয়ায়, তিনি ইহাতে আপত্তি করেন। অমৃতলালবাবু নাট্যকারের আপত্তি না শুনিয়াই উক্ত কবিতাটী অভিনয় করাইলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ইহাতে নাটকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভিন্ন ক্ষুণ্ণ হইবে না। যথাকালে উক্ত নাটকের অভিনয় হইল এবং সাধারণের নিকট উক্ত নাটকের প্রশংসা-ধ্বনি উত্থিত হইল। দ্বিজেন্দ্রলালবাবু কিন্তু তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও 'হলদিঘাটের যুদ্ধ' কবিতাটি নাটকে সংযোজিত হওয়ায় সন্তোষলাভ করিতে পারিলেন না। তিনি প্রথম রজনীর অভিনয় শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ষ্টারের সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন।

মিনার্ভা থিয়েটারের অন্যতম কর্তৃপক্ষ স্বর্গীয় মহেন্দ্রকুমার মিত্রের সহিত দ্বিজেন্দ্রবাবুর পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় ছিল; তিনি তৎপরদিন রবিবারেই মহেন্দ্রবাবুকে আসিয়া ধরিয়া বসিলেন, "রাণা প্রতাপ আপনাদের থিয়েটারে আগামী শনিবারে অর্থাৎ ষ্টারের দ্বিতীয় অভিনয় রজনীতেই করিতে হইবে।" মহেন্দ্রবাবু পূর্ব্ব রাত্রে ষ্টারে উক্ত নাটকের অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছিলেন, এবং অভিনয় দর্শনে সন্তোষলাভও করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রবাবু—প্রতিযোগিতায় সহরে একটা হৈ চৈ পড়িয়া যাইবে এবং সুঅভিনয় করিতে পারিলে থিয়েটারের প্রতিপত্তিও বাড়িয়া যাইবে—এই সব চিন্তা করিয়া সম্মত হইলেন।

সেইদিন রাত্রে মিনার্ভার কর্তৃপক্ষগণের বহু আন্দোলন ও আলোচনার পর সামনের শনিবারেই 'রাণা প্রতাপ' খোলা হইবে স্থির হইয়া গেল। দ্বিজেন্দ্রবাবু গিরিশচন্দ্রকে বলিলেন,—"আপনার 'হলদিঘাটের যুদ্ধ' কবিতাটি যে একটি উৎকৃষ্ট কবিতা, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি; কিন্তু আমার সমস্ত গদ্যে লিখিত নাটকের মধ্যে একটি দৃশ্যে সহসা কাব্যাভিনয় বড়ই অসংলগ্ন ঠেকে, ইহাই আমি আপত্তি করিয়াছিলাম এবং ইহা হইতেই মনোমালিন্য।"

যাহাই হউক, রাণা প্রতাপের রিহার্স্যাল কিরূপ হইয়াছিল, তাহা আমরা অপরেশবাবুর মুখের ভাষাতেই বলিতেছি:—"পাঁচদিনে এত বড় একখানা নাটক অভিনয় করা,—বিশেষতঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতায়—তখনকার দিনে এবং এখনকার দিনেও একটা অসম্ভব ব্যাপার। ব্যাপার আরও গুরুতর হইয়া পড়ে, যদি অভিনয়কে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে হয়। কিন্তু আমরা অভিনয় করিয়াছিলাম, আর সে অভিনয় অসুন্দরও হয় নাই। এই পাঁচদিন আমরা, কি অভিনেতা, কি অভিনেত্রী, অধিকাংশই বাড়ী যাই নাই। নূতনে পুরাতনে দ্বন্দ্ব—সে কি উৎসাহ! সোমবারেই বই পড়া হইয়াছে, সোমবারেই বই কিছু কিছু কাটাছাঁটা হইয়াছে; কিন্তু ভাল করিয়া ছাঁটিতে পারা যায় নাই, কি জানি রায় মহাশয় যদি এখানেও ষ্টারের মত মর্ম্মপীড়া পান। সোমবারে রিহার্স্যাল আরম্ভ হইল; গিরিশচন্দ্র স্বয়ং রিহার্স্যালে বসিলেন। রায় মহাশয়ও উপস্থিত। অভিনেতা অভিনেত্রীরা এক একখানি রাণা প্রতাপ হাতে বসিয়া। (দ্বিজুবাবু খানকুড়ি বই আনিয়া দিয়াছিলেন।) রিহার্স্যাল আরম্ভের পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্র রায় মহাশয়কে বলিলেন—"রিহার্স্যাল তবে আপনিই আরম্ভ করুন। আপনার লেখা আপনি পড়িয়া দিন।" দ্বিজুবাবু বলিলেন,—'সে কি কথা? যেখানে আপনি ও অর্দ্ধেন্দুশেখর উপস্থিত, সেখানে আমি কি রিহার্স্যাল দিব? আপনিই রিহার্স্যাল দিন, আমি বরং শুনি।'

"রিহার্স্যাল আরম্ভ হইল। তখনকার সে রিহার্স্যাল—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! সম্মুখের চেয়ারে গিরিশচন্দ্র,—পুরুষসিংহ; পার্শ্বে দ্বিজেন্দ্রলাল,—শান্ত—সৌম্য—সুন্দর; তাঁহার সঙ্গে তাঁহারই দুই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু; একপার্শ্বে একটা কাঠগড়ার মত উঁচু ষ্টাণ্ড, তাহাতে ভর দিয়া অর্দ্ধেন্দুশেখর দাঁড়াইয়া; মনোমোহনবাবু, মহেন্দ্রবাবু এবং তাঁহার দুই একজন ব্যবহারজীবী বন্ধু—সকলে বসিয়া; জমজমাট আসর—দক্ষিণে বামে আমরা অভিনেতারা সুবোধ ছাত্রের মত বসিয়া—কিছু-দূরে সম্মুখের ফরাসে অভিনেত্রীদল। সূচীপতনেরও শব্দ হয়, স্থান এমনি নিস্তব্ধ। গিরিশচন্দ্র রিহার্স্যালে বসিলে রিহার্স্যালের আসর এমনি জমিয়া উঠিত। গিরিশচন্দ্র যে রিহার্স্যালের আসরে, সেখানে তদানীন্তন কত মহা মহারথী, কত সাহিত্যিক, কত নাট্যকার এবং কত সমালোচককে কতদিন এমনি বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। হায়! বাঙ্গলা থিয়েটার সে গৌরবের আসর আর কখনও দেখিবে কি না কে জানে!

"ঘণ্টা দুই রিহার্স্যাল শোনার পর রায় মহাশয় চলিয়া গেলেন। প্রথম দিনের রিহার্স্যাল দেখিয়াই বলিলেন, 'চমৎকার হবে!' ইত্যাদি।"

দানিবাবুকে রাণা প্রতাপের ভূমিকা দেওয়া হয়। ষ্টারে অমৃতলাল মিত্র রাণা প্রতাপ অভিনয় করায় তিনি প্রথমে গুরুর সহিত প্রতিযোগিতায় অভিনয় করিতে অসম্মত হন। পরে নানারূপে তাঁহাকে বুঝাইয়া সম্মত করান হয়। অমৃতলাল মিত্রই দানিবাবুকে প্রথমে থিয়েটারে লইয়া যান এবং তাঁহার সর্ব্বপ্রথম মৌলিক (Original) ভূমিকা 'রঘুদেব' (চণ্ড নাটকে) তাঁহাকে শিখাইয়াছিলেন। প্রথম শিক্ষাগুরু বলিয়া দানিবাবু আজীবন তাঁহাকে গুরু বলিয়া সম্মান করিয়া আসিয়াছিলেন।

মিনার্ভায় রাণা প্রতাপ নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে কে কি সাজিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।—

| | | |
|---|---|---|
| রাণা প্রতাপ | ... | সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) |
| শক্তসিংহ | ... | অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় |
| পৃথ্বীরাজ | ... | অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী |
| মানসিংহ | ... | মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল |
| আকবর | ... | নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (থাকবাবু) |
| সেলিম | ... | শ্রীক্ষেত্রমোহন মিত্র |
| পুরোহিত | ... | শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু) |
| যোশীবাঈ | ... | শ্রীমতী তারাসুন্দরী |
| ইরা | ... | " ভূষণকুমারী |
| লক্ষ্মী | ... | " সুধীরাবালা |

দ্বিজুবাবু এবং মিনার্ভা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে গিরিশচন্দ্র কয়েকরাত্রি অভিনয় আরম্ভের পূর্ব্বে প্রস্তাবনাস্বরূপ 'হলদিঘাটের যুদ্ধ' কবিতাটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

ষ্টারে প্রথমাভিনয় রজনীর প্রধান প্রধান ভূমিকার অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের নাম:—

| | | |
|---|---|---|
| রাণা প্রতাপ | ... | অমৃতলাল মিত্র |
| শক্তসিংহ | ... | অমৃতলাল বসু |
| পৃথ্বীরাজ | ... | কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় |
| মানসিংহ | ... | অক্ষয়কালী কোঙার |
| আকবর | ... | শ্রীহীরালাল দত্ত |
| মেহের উন্নিসা | ... | শ্রীমতী সুশীসুন্দরী |
| দৌলত | ... | শ্রীমতী বসন্তকুমারী |

নবীন ও প্রবীণের এই সংগ্রামে প্রবীণেরই জয়লাভ হইয়াছিল। ষ্টার থিয়েটার যখনই যে কোনও নাটক অভিনয় করিত, তখনই দীর্ঘ দিন ধরিয়া তাহার রিহার্স্যাল দিত, রিহার্স্যাল দিয়া নাটকখানির বিভিন্ন ভূমিকা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আয়ত্তে আসিলে কর্তৃপক্ষগণ প্রথমে দৃশ্য-সংযোগে, পরে পরিচ্ছদ পরিধানে ইহার রিহার্স্যালের ব্যবস্থা করিতেন। এইরূপে নাটকখানি সকল দিক দিয়া নিখুঁত এবং মনঃপুত করিয়া লইয়া পরে অভিনয়ের তারিখ ঘোষণা করিতেন। এরূপ স্থলে মিনার্ভা সম্প্রদায় পাঁচদিন দিবারাত্র রিহার্স্যাল দানে অভিনয় ঘোষণা করিয়া যে দর্শকমণ্ডলীর অপ্রীতিভাজন হন নাই, ইহাই তাঁহাদের বাহাদুরী। ইহার উপর যে দিন অভিনয়—সে দিন কিরণবালা (যাহাকে দৌলতউন্নিসার ভূমিকা দেওয়া হইয়াছিল) হঠাৎ পীড়িতা হইয়া পড়ায় শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে যোশীবাঈ ও দৌলত-উন্নিসা—উভয় ভূমিকাই অভিনয় করিতে হইয়াছিল। অপরেশবাবু লিখিয়াছেন,—"তারাসুন্দরী এ রাত্রে 'যোশী' ও 'দৌলৎ' এই দুই ভূমিকাই অভিনয় করিল এবং তাহার এই দুই চরিত্রের অভিব্যক্তিই অপূর্ব্ব। একেবারে আনকোরা নূতন ভূমিকা লইয়া যে তাহা অভিনয় করিয়াছে, এ কথা দর্শক বুঝিতেই পারিলেন না, অধিকন্তু সকলের ধারণা হইল,—প্রতিযোগিতায় বাজী জিতিবার জন্যই আমরা এই আয়োজন করিয়াছি।"

যাহা হউক, প্রতি সপ্তাহে মিনার্ভা অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিলেও বিক্রয়ের দিক দিয়া সুবিধা করিতে পারিল না। শক্তসিংহের অভিনয়ে নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বিশেষরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। ষ্টারে এই রাণা প্রতাপ অভিনয়ে তাঁহাকে অনেক মনঃপীড়া ভোগ করিতে হইয়াছিল। পর প্রবন্ধে সেই কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী আমরা পাঠকগণকে জ্ঞাত করিব। (ক্রমশঃ)

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা ] Regd. No. 1304. [ বার্ষিক মূল্য ২॥৹ টাকা

১০ম বর্ষ
২৮শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
সহকারী সম্পাদক—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

২৫শে শ্রাবণ
১৩৪১

## কলালাপ

"মা"-র শততম অভিনয়োৎসব উপলক্ষ্যে নাট্যনিকেতন 'পৌর-প্রধান' শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারকে যে-মানপত্র দিয়েছেন, তার এক কপি আমাদের হাতে এসেছে। এই মানপত্রের ভিতর এমন কতকগুলি কথা আছে, যা বাঙলার সাধারণ রঙ্গালয়কে যাঁরা ভালোবাসেন, তাঁদের প্রণিধানযোগ্য।

•

নিকেতন সাধারণ নাট্যশালার তরফ থেকে কলিকাতার পৌরপ্রতিষ্ঠানের (corporation-এর) কাছে সাহায্য ভিক্ষা করেছেন—ভিক্ষা বলি কেন, দাবী করেছেন। তাঁরা বলেছেন—"প্রমোদ-নিকেতন হইলেও, রঙ্গালয় জাতীয় শিক্ষাকেন্দ্র। কলিকাতা কর্পোরেশন অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির দেয় 'কর' মকুব করায় (করিয়া?) যে ঔদার্য্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন, লোকশিক্ষাগার রঙ্গাগারগুলিও কি তাহা দাবী করিতে পারে না?"—

"Flying Down to Rio"-চিত্রের একটি দৃশ্য

•

তাঁদের এ-দাবী অসঙ্গত নয়। মনীষীদের মতে রঙ্গালয় হচ্ছে সমাজের দর্পণ স্বরূপ; রঙ্গালয়ে কি নাটক অভিনীত হচ্ছে, তা দেখে বোঝা যায়, সামাজিক হাওয়া কোন্ দিকে বইছে। জাতির নৈতিক চরিত্র, তার সভ্যতা বা কৃষ্টির পরিমাপ বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড জানতে পারা যায় তার নাটক থেকে।—ষাট বচ্ছর আগে যে-দিন কল্কাতার বুকে প্রথম পেশাদারী নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হয়, সেইদিনও বাঙলার জীবনের স্পন্দন অনুভূত হয়েছিল তার অভিনয়ের ভিতর দিয়ে। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ" নাটক ও তার অভিনয় বাঙালীর মনের কথা ও প্রাণের ব্যথাকে এমনই সার্থক-ভাবে প্রকাশ ক'রতে পেরেছিল যে, বাঙলাদেশ থেকে নীলের চাষ উঠে যেতে বাধ্য হয়েছে চিরদিনের জন্যে। তারপর সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় আমাদের রঙ্গালয়গুলি বাঙলার মনকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলতে কি কম সাহায্য করেছে? একদিকে সুরেন বাঁড়ুজ্যের বক্তৃতা, আর অন্য-দিকে সিরাজউদ্দৌলা, মীর-কাশিম, ছত্রপতি শিবাজী প্রভৃতির অভিনয়—এ দুইয়ের কোন্‌টি যে বঙ্গভঙ্গ রদ্ করবার জন্যে বেশী কার্য্যকরী হয়েছে, তা হিসাব ক'রে কে বলতে পারে?

•

আবার অপর পক্ষে সেই সেকেলে দীনবন্ধুর "সধবার একাদশী" থেকে সুরু ক'রে একেবারে একেলে রবীন্দ্র মৈত্রের "মানময়ী গার্লস্ স্কুল" পর্য্যন্ত প্রায় প্রতিটি কমেডি-ড্রামাই হচ্ছে সমসাময়িক সমাজের সুদৃশ্য চিত্র। গিরিশচন্দ্রের "প্রফুল্ল" "বলিদান" "শাস্তি কি শান্তি", দ্বিজেন্দ্রলালের "পরপারে" "বঙ্গনারী" এবং আজকের যুগের শচীন্দ্রনাথের "রক্তকমল" "ঝড়ের রাতে", জলধরের "প্রাণের দাবী", জ্যোতি বাচস্পতির "নিবেদিতা" প্রভৃতি দর্শকের চোখের সামনে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাকেই তুলে ধরেছে।—হাঁ, আমাদের দেশেও রঙ্গালয় হচ্ছে জাতীয় জীবনের প্রতিকৃতি, জাতির পরিচয় পরিব্যক্ত হচ্ছে রঙ্গালয়ের দ্বারা।

•

কিন্তু এর ভিতর একটি ছোট্ট 'কিন্তু' আছে। আজকের বাঙলা রঙ্গালয় পরিপূর্ণভাবে জাতিকে প্রতিবিম্বিত ক'রতে পারছেনা তার নাটকে এবং অভিনয়ে। যে আর্থিক সঙ্গতি থাকলে নাট্যাভিনয়ের ব্যবসাগত সাফল্যের দিকে দৃষ্টি রাখবার প্রয়োজন হয় না, সে-সঙ্গতির নিদারুণ অভাবই দেখছি আমাদের রঙ্গ-প্রতিষ্ঠানগুলিতে। তাই আমাদের নাট্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে বেছে বেছে এমন বই খুলতে হয়, যা পাবে গণ-দেবতার আশু (immediate) সহানুভূতি এবং সঙ্গে সঙ্গে আনবে অপরিমিত অর্থ। যে-নাটকের অভিনয় টিকিট-ঘরের সামনে জনতাকে আকর্ষণ ক'রতে

অক্ষম হয়, কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তা' অ-নাটক ব'লেই গণ্য। এবং অনেক দেখে শুনে বই নির্ব্বাচন করা সত্বেও রজত মুদ্রার দ্রুত আগমনের নূপুরধ্বনি শুনতে না পেয়ে কড়িকাঠ গুনতে হয় অধিকাংশ সময়েই, এ-কথা প্রত্যেক রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষই স্বীকার করবেন অকুণ্ঠিতচিত্তেই। সচরাচর দেখা যায়, একখানি নাটকের ব্যবসাগত সাফল্য অন্ততঃ চারখানি নাটকের অসাফল্য দ্বারা অনুসৃত হয়। অথচ মালিককে জিজ্ঞাসা ক'রে জানুন, তিনি এই অসাফল্যকে নিশ্চয়ই স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নেন নি। খুব কমই দৃষ্টান্ত পাবেন, যখন একখানি নাটক খোলা হয়েছে মাত্র তার আর্টিষ্টিক্ সাফল্যের দিকে নজর রেখে, অর্থ আসুক না আসুক সেদিকে দৃক্‌পাত না ক'রে। বিক্রীর প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে সদা-জাগ্রৎ রেখে নূতন নাটক খুলেই কর্তৃপক্ষরা হালে পানি পাচ্ছেন না, তা আবার artistic successকেই একমাত্র লক্ষ্য ক'রতে হ'লে তো অবিলম্বে পাত্‌তাড়ি গুটুতে হয়।—না, ব্যবসায় ক'রতে ব'সে এমনতরো অব্যবসায়ীর মত কাজ বাঙলা রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আশা করাই অন্যায়।—

*

প্রাচীন গ্রীক বা রোমীয় থিয়েটার থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিক ফরাসী দেশ বা বোলশেভিক রাশিয়ার থিয়েটার পর্য্যন্ত—সর্ব্ব দেশ এবং সর্ব্ব কালের স্বাধীন জাতির নাট্যপ্রতিষ্ঠানের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, তাদের রঙ্গালয়ের উন্নতির মূলে রয়েছে রাজকীয় আনুকূল্য ও সহানুভূতি। বোলশেভিক গভর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলে বর্ত্তমান রুশিয়ার রঙ্গালয়ের অভাবনীয় শ্রীবৃদ্ধি সম্ভবপর হ'ত না। এলিজাবেথীয় যুগে ইংলণ্ডের নট, নাট্যকার, নাট্যপ্রতিষ্ঠানের মালিক—সবাই ছিল রাজানুগ্রহপুষ্ট। এলিজাবেথ, জেমস্, চার্লস্—এঁদের নাট্যানুরাগের কথা ইংরাজী নাট্যসাহিত্যের ছাত্রের অবিদিত নয়। রীতিমত সরকারী সাহায্য ব্যতীত রঙ্গালয়ের প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব।

*

অথচ বিদেশী গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে আমাদের দেশী রঙ্গালয় সাহায্য পাবে, এমন জিনিষ কল্পনা করাও সম্ভবতঃ অন্যায়। কিন্তু আমাদের রঙ্গালয়কে যদি সত্যিই জাতির পরিচয় দিতে হয়, যদি নাট্যভারতীর প্রাঙ্গনকে যথার্থই ফুলে ফলে গন্ধে রূপে সুশোভিত ক'রে তুলতে হয়, নাট্যকলার সম্যক্ পরিপুষ্টিকে যদি আমরা একান্তই দেখতে চাই, তা'হ'লে আমাদের নাট্য-প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থ-সমস্যাকে যে-কোন উপায়েই হোক্, মেটাতেই হবে। মনের মত নাটকের অভিনয় একবার, দুবার বা তিনবার টাকা খরচ ক'রে দেখে এসেই কর্ত্তব্যের শেষ হবে না, টিকিট না কিনেও টাকা দিতে হবে, অভিনয় না দেখেও টাকা দিতে হবে—ব্যক্তিগত ভাবেই হোক্, বা সমষ্টিগত ভাবেই হোক্। অর্থচিন্তা থেকে নাট্য-প্রতিষ্ঠানগুলিকে মুক্ত ক'রতে না পারলে অনন্যমনে রীতিমত শিল্পসাধনা তাদের দ্বারা সম্ভবপর নয়। আজকে আমাদের রঙ্গালয় সাধারণে যা চায়, তাই দেবার জন্যেই ব্যস্ত—অন্যদিকে তাকাবার তার ফুরসৎ কোথায়? কাল তাকে ঋণমুক্ত কর, অর্থসমস্যা থেকে তাকে অব্যাহতি দাও, দেখবে—সে গলা হেঁকে বলছে, আমি যা দেব সাধারণে তাই নেবে; না নেয়, আমি ভ্রূক্ষেপ করি না। আমি কলালক্ষ্মীর পূজারী, গন-দেবতার দাসত্ব ক'রতে আমি পারব না কোন মতেই। তখন দেখবে—রঙ্গালয় মাত্র সমাজের আংশিক চিত্রই নয়, সমাজের পরিচালক, জন-মনের গঠনকর্ত্তা, দেশের দশের ও নাট্যকলার উন্নতিবিধায়ক।

*

কলিকাতা কর্পোরেশন আমাদের জাতীয় সামগ্রী; আমাদের অর্থে পুষ্ট এবং আমাদের দ্বারাই পরিচালিত। কাজেই আমাদের রঙ্গালয় যদি আমাদের পৌরপ্রতিষ্ঠানের কাছে সাহায্য দাবী করে, তবে সে-দাবী মঞ্জুর করা উচিত। এবং প্রাপ্য 'কর' মকুব ক'রেই রঙ্গালয়ের প্রতি কর্পোরেশনের কর্ত্তব্য সমাপ্ত হবে না; তাঁরা যেমন বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে যোগ্যতা অনুসারে বাৎসরিক অর্থসাহায্য ক'রে থাকেন, তেমনই রঙ্গালয়গুলিকেও যথাসম্ভব মোটা রকম অর্থসাহায্য করাও তাঁদের অবশ্য কর্ত্তব্য। জাতীয় চরিত্রগঠনে রঙ্গালয়ের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ ক'রেই আমরা এমন কথা বলছি। নাট্যনিকেতনের কর্তৃপক্ষ যে আজ বাঙলা রঙ্গালয়ের তরফ থেকে পৌরপ্রতিষ্ঠানের প্রধানতম ব্যক্তির নিকট সাহায্য-দাবী পেশ করেছেন, এর জন্যে আমরা তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

*

"মা"-র শততম অভিনয়োৎসব রজনীতে নিকেতনের বিভিন্ন নট-নটী বহুভাবে পুরস্কৃত হয়েছেন। প্রথমে যে-পঁচিশ জন অভিনেতা-অভিনেত্রী একদিনও অনুপস্থিত না হয়ে নিয়মিতভাবে এই অভিনয়ে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে "মা"-নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় উপহার পেয়েছেন। এ-ছাড়া বালিগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত ননীগোপাল দত্ত, শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীআশুতোষ বসু, শ্রীকালীগুপ্ত, শ্রীমতী চারুশীলা, শ্রীমতী নীহারবালা এবং শ্রীমতী সরযূবালা—এই ছ'জনকে তাঁদের নাটনৈপুণ্যের জন্যে ছ'খানি স্বর্ণপদক পুরস্কার দিয়েছেন। ভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্সের সুযোগ্য সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবুলাল চোখানী শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীকে এক সেট বোতাম ও একটি সুদৃশ্য সিগারেটকেশ, শ্রীমতী নীহারবালা ও শ্রীমতী সরযূবালাকে একখানি ক'রে গরদের শাড়ী ও একটি ক'রে ব্রুচ দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত ফটিকচাঁদ বড়াল শ্রীমতী নীহারবালাকে এক সেট গহনা দিয়ে অভিনন্দিত করেছেন। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী, শ্রীমতী চারুশীলা ও শ্রীমতী নীহারবালাকে একজোড়া ক'রে সুশোভন ঝুম্‌কো উপহার দিয়েছেন।—এই সমস্ত নাট্যানুরাগীকে আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি এইভাবে উপহার দিয়ে নাট্যকলার সেবক-সেবিকার উৎসাহবর্দ্ধনের জন্য। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা—লেখনীই যাদের সম্বল, তারা—"মা"র সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীকে আমাদের প্রশংসা-সংবলিত অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি, রাত্রির পর রাত্রি ধ'রে তাঁরা নাট্যরসিক দর্শকদের প্রীতিবিধান করার মহৎ কর্ত্তব্য সম্পাদন করছেন ব'লে।

*

১৫ই আগষ্ট ৩০শে শ্রাবণ বুধবার রাত্রি আটটায় নাট্যনিকেতনে নূতন নাট্যকার শ্রীশিবপ্রসাদ কর প্রণীত নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক "স্বর্ণলঙ্কা" প্রথম পাদপ্রদীপের সম্মুখে উপস্থাপিত হবে। "স্বর্ণলঙ্কা"-র অভিনয়ে যাঁরা অবতীর্ণ হচ্ছেন, ভূমিকা-সহ তাঁদের নাম হচ্ছে এই:—রাবণ—শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, বিভীষণ—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, ইন্দ্রজিৎ—শ্রীসন্তোষকুমার দাস, নিকুম্ভ—শ্রীললিতমোহন মিত্র, বালী—শ্রীসন্তোষ কুমার সিংহ, মন্দোদরী—শ্রীমতী চারুশীলা, সূর্পণখা—শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী, সরমা—শ্রীমতী সরযূবালা, সীতা—শ্রীমতী নীহারবালা প্রভৃতি।

*

রঙ্‌মহল প্রাচীরপত্র মারফত ঘোষণা করেছেন:—শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর একখানি সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক নাট্য-রূপান্তরিত হয়ে "বাংলার মেয়ে" নামে অভিনীত হবে। উদ্বোধন-সময়—৩রা আশ্বিন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা।—২২শে শ্রাবণের ঘোষণাপত্রে পরবর্ত্তী নাটকের উদ্বোধন-সময় পর্য্যন্ত সঠিক নির্দ্ধারিত ক'রে দেওয়ার মধ্যে থিয়েটার-জগতের কোন পলিটিক্যাল মারপ্যাচ আছে কিনা, তা জানি না, কিন্তু একটা অভূতপূর্ব্ব নূতনত্ব যে আছে নিশ্চয়ই, এ-কথা স্বীকার করতে বাধা নেই। আমরা "রঙ্‌মহল" কর্তৃপক্ষের কর্ম্মতৎপরতা ও শৃঙ্খলাবিধির প্রশংসা করি। শ্রীমতী প্রভাবতীর সুখ্যাত উপন্যাসখানি হচ্ছে—"পথের শেষে"।

*

সত্যি সত্যিই শ্রাবণের সজল সন্ধ্যায় "কাজরী"র উৎসব সুরু হয়েছে "রঙ্‌মহলে"। উৎসব-লীলার শেষ অবধি হাজির থেকে কিন্তু আমাদের চোক কাণ দিয়ে যা দেখতে এবং শুনতে হয়েছে, তাতে আমরা বিস্মিত, ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হয়েছি। রঙমহল যে অভিনয়ের নামে এমন ভাবে নিজেদের, দর্শকগণের এবং দর্শকগণের মুখে কালী ছিটোতে পারেন, তা আমাদের ধারণারও অতীত ছিল। মন কেবলই বলছে—বন্ধু, কোন্ পথে এবং আর কতদিন? কিন্তু থাক্ আজ সে-কথা।—কাজরী-কলঙ্ক-কাহিনী প্রকাশিত হবে বারান্তরে।

*

শারীরিক অসুস্থতার জন্যে আমরা আর-একবার "বিরাজ-বৌ" দেখতে যেতে পারিনি। কাজেই আমাদের মতামতও লেখা সম্ভব হ'লনা এ-হপ্তাতেও। আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্যে আমরা ক্ষমা ভিক্ষা করছি।

---

# চিত্রপুরী

( রঞ্জন রুদ্র )

**চিত্র পরিচয়ঃ** Flying Down to Rio ( রেডিও পিক্‌চার্স )
প্রধান ভূমিকায়—ডোলোরেস্ ডেল্‌রিও
কাল থেকে এল্‌ফিন্‌ষ্টোনে আরম্ভ হবে।

*

একটি সঙ্গীত-নায়ক কেমন ক'রে তার মনিবের মেয়েকে ভালবাস্‌লে এবং শেষ পর্য্যন্ত কেমন ক'রে তাকে জয় করলে—এই নৃত্যগীতবহুল ছবিতে সেই মনোরম কাহিনীকে চিত্রিত করা হয়েছে।

মিউজিক্যাল কমেডি বল্‌তে আমরা সাধারণত যা বুঝি, Flying Down to Rio ঠিক সে-ধরণের ছবি নয়। এর মধ্যে কোন রঙ্গমঞ্চ বা কৃত্রিম আলোকসম্পাত প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া হয় নি। একটি সাবলীল গল্পকে অবলম্বন ক'রে ছবিখানি গতিলাভ করেছে।

ছবিখানির মধ্যে প্রচুর অভিনবত্ব এবং আড়ম্বরের সমাবেশ দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। এর মধ্যে একটি নূতন ধরণের নাচ আছে। তার নাম—Carioca! নৃত্যনিপুণ ফ্রেড্ অ্যাস্‌টেয়ার ও কলাকুশলী জিন্‌জার্ রজার্স্ বিশেষ পারদর্শিতার সঙ্গে এই নাচ নেচেছেন।

এর মধ্যে একটি চমকপ্রদ দৃশ্য আছে—সে-দৃশ্যে আকাশের বুকে অনেক উঁচুতে একটি উড়োজাহাজের ডানার ওপর শতাধিক রঙ্গিণী নৃত্যগীত করেছে।

ডোলোরেস্ ডেলরিওর অভিনয়ও কম উল্লেখযোগ্য নয়।

*

"রূপবাণীতে" Queen Christina আর এক সপ্তাহের জন্য দেখানো হবে। ছবিখানির আদর হয়েছে দেখে আমরা সুখী হয়েছি। এমন একখানি ভালো ছবি সচরাচর দেখা যায় না। দু'একটা বিষয়ে Queen Christina আমাদের আশা পূর্ণ ক'রতে পারে নি বটে, ( তাদের কথা গত সপ্তাহে বলা হয়েছে ) কিন্তু তাহ'লেও স্বীকার করতে বাধা নেই যে, Queen Christina একখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর ছবি। গ্রেটা গার্বোকে এই ছবিতে যিনি দেখবেন, তিনি অনেকদিন তাঁকে ভুলতে পারবেন না।

*

চিত্রায় কাল থেকে "Flesh" নামক ছবিখানি দেখানো হবে। Flesh মেট্রোর ছবি। এই ছবিতে বিখ্যাত চরিত্রাভিনেতা ওয়ালেস্ বেরি খুব ভালো অভিনয় করেছেন।

*

"রঙ্গক মহলে" কাল থেকে মেট্রোর সবাক চিত্র Platinum Blonde সুরু হবে। এই ছবিতে অভিনয় ক'রে জীন্ হার্লো বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন।

*

একটি সুখবর আপনাদের জানাচ্ছি! সুবিখ্যাত গুণী যন্ত্রবিদ্ শ্রীযুক্ত তিমিরবরণ "নিউ থিয়েটার্সে" যোগদান ক'রেছেন। তাঁর নিজের এবং তাঁর পরিচালনায় তাঁর দলের যন্ত্রসঙ্গীত শুন্‌তে কোন রসবোদ্ধা ব্যক্তিরই বাকী নেই। ছায়-জগতেও তাঁর হাত সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করুক, আমরা ঐকান্তিকভাবে তাই প্রার্থনা ক'রছি!

*

রাধা ফিল্ম জানাচ্ছেন :—

পরিচালক চারু রায় অসুস্থ হয়েছিলেন ব'লে হিন্দী ছবি "রাজনটীর" কাজ এতদিন বন্ধ ছিল। তিনি সুস্থ হয়েছেন। এইবার পুনরায় সুরু হবে।

পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় 'দক্ষযজ্ঞের" কাজ প্রায় শেষ ক'রে ফেলেছেন ( এখনো "প্রায়" ? )

"দক্ষযজ্ঞে"র পর জ্যোতিষবাবু "মানময়ী গার্ল্‌স্ স্কুল"কে ধরবেন।

*

কালী ফিল্মস্ গিরিশ ঘোষের "প্রফুল্ল" নাটকের চিত্ররূপ তৈরী করবেন—মনস্থ করেছেন। অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী এবং আরও কয়েকজন হোম্‌রা চোম্‌রা অভিনেতাকে এই ছবিতে দেখতে পাওয়া যাবে—এই রকম শুনছি।

*

"হিন্দুস্থান সাউণ্ড ষ্টুডিও" হেমেন্দ্রবাবুর উপন্যাস "ঝড়ের যাত্রী"র চিত্ররূপ তৈরী করছেন—এ খবর আপনারা পেয়েছেন। ওঁদের দ্বিতীয় ছবি হবে—"পাতালপুরী"। "পাতালপুরী" সম্বন্ধে কিছুদিন আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম। শৈলজানন্দের এই বইখানিকে ছবির পরদায় দেখবার জন্য আমরা আগ্রহান্বিত হ'য়ে আছি।

*

**হলিউড্ পত্রিকাঃ**

মেট্রো-গোল্‌ডুইন-মায়ার সম্প্রতি Viva Villa নামক ছবির কাজ শেষ করেছেন। এই ছবিখানি শেষ ক'রে মেট্রো কোম্পানী তাঁদের কারখানায় সপ্তশততম ছবি তুল্‌লেন। এবং সে-কারণে এই ছবি তোলার

শেষে তাঁরা নিজেদের কারখানায় একটি উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন।

এই সূত্রে মেট্রো কোম্পানীর প্রথম জীবনের দিনগুলির কথা মনে পড়ছে। ইতিমধ্যে টেক্‌নিকে অনেক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, টকি এসে সম্পূর্ণ এক নবযুগের সৃষ্টি করেছে, ফোটোগ্রাফীর উন্নতিও কম উল্লেখ-যোগ্য নয়।

অতীতকালে বহু ছবি তোলার কাজে এই কোম্পানী বহু বহু অজ্ঞাত অখ্যাত অভিনেতৃকে সারা জগতের আকর্ষণের বস্তু ক'রে তুলেছেন—বহুতর শ্রেষ্ঠ চিত্র পৃথিবীকে দিয়েছেন উপহার।

*

মনে পড়ছে, Torrent ছবিখানির কথা। অখ্যাতনাম্নী এক সুইডিশ্ মেয়ে,—গ্রেটা গষ্টাফ্‌সন্, এই ছবিতে অভিনয় করবার পর নিখিল জগতের মনোহারিণী গ্রেটা গার্ব্বো হয়ে উঠ্‌লো।

এবং The Taxi Dancer ছবিখানিকেও ভুলতে পারছি না; এই ছবিতে অভিনয় ক'রে আয়তলোচনা Lucille Leseur নাম্নী অপরিচিতা ব্রড্‌ওয়ে নর্ত্তকী এমন জনপ্রিয়া হয়ে উঠ্‌লো যে, জনসাধারণের আগ্রহে তাঁর বদ্‌খৎ নাম বদলে তাঁকে এক সহজ নামে বিভূষিত করা হ'ল—জোয়ান্ ক্রফোর্ড! সে ছবিখানি ছিল প্রোডাকৃশান সংখ্যা ২৯১!

Beverly of Graustark এবং Quality Street—এই ছবি দু'খানির দ্বারা মেরিয়ন্ ডেভিস্ তারকার পদে উন্নীতা হলেন—মেরিয়ন্ ডেভিসের নাম সাগর পার হয়ে বিদেশের শহরে শহরে ছড়িয়ে পড়ল। এ দু'খানি হ'ল প্রোডাকৃশান্ নম্বর ২৫৩ এবং ৩১৩।

"বেন্ হুর" ছবিতে অভিনয় ক'রে এতদিনের স্বল্পপরিচিত র‍্যামন্ নোভ্যারো তারকার পদ প্রাপ্ত হলেন এবং সেই সঙ্গে মেট্রো কোম্পানী ত্রিশততম ছবির কাজ সম্পন্ন করলেন।

৩০৩ নম্বর ছবির পিছনে এক অভিনেত্রীর জীবন-নাট্যের কিয়দংশ প্রতিফলিত রয়েছে।

বার বার ছবির মালিকদের কাছ থেকে বিতাড়িত হ'য়ে এক বয়স্থা অভিনেত্রী কাজের অভাবে প্যারিসে গমন করবার জন্যে উদ্যোগী হলেন। তাঁর নাম—মারি ড্রেস্‌লার। সেই সময় তাঁর বন্ধু ফ্রান্‌সিস্ মেরিয়ন্ তাঁকে অনুরোধ ক'রে তাঁর যাওয়া বন্ধ করলেন এবং তাঁর জন্য ছবি তোলার বন্দোবস্ত করলেন। ছবিখানির নাম—The Callahans and the Murphys!

এই ছবিতে অভিনয় করবার পরদিনই যে মারি ড্রেস্‌লার 'ষ্টার'-পদবাচ্য হয়েছিলেন তা নয়, কিন্তু এ-ছবির সাফল্যে উৎসাহিত হ'য়ে তিনি হলিউড্ পরিত্যাগ না ক'রে সেখানেই অবস্থান করতে লাগ্‌লেন।

বহু নির্ব্বাক ছবিতে অভিনয় করবার পর টকির প্রবর্ত্তন হ'ল এবং আনা ক্রাইষ্টি ছবিতে অভিনয় ক'রে মারি ড্রেস্‌লার তাঁর নাম এবং যশ সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। আনা ক্রাইষ্টির সংখ্যা হল—৪৫৬।

*

আর-একটী অভিনেতা…তাঁর নাম ওয়ালেস্ বেরি…ভদ্রলোক চিরদিন একজন নিম্ন শ্রেণীর কমেডিয়ান্ হিসাবেই অভিনয় ক'রে আসছিলেন। অবশেষে ৪৭৩ নম্বর ছবি The Big House-এ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নিষ্ঠুর কাঠিন্যের পরিচয় পেয়ে জগৎ স্তম্ভিত হ'ল।

ক্লার্ক্ গেব্‌ল্-এর উন্নতির ইতিহাসও কম চিত্তাকর্ষক নয়। পরিচালক আর্‌ভিং থ্যাল্‌বার্গ্-এর যাদু মন্ত্রবলে The Easiest Way-র অখ্যাতনামা নট শ্রী গেবল এবং অন্যান্য ছবিতে প্রেমিকের ভূমিকা অভিনয় ক'রে অতি অল্পদিনের মধ্যে যে খ্যাতি অর্জন করলেন, অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই তেমনতর খ্যাতি লাভ ঘটেছে।

*

রবার্ট মণ্ট্‌গোমারি So this is College ছবিতে প্রধান অভিনেতা এলিয়ট নুজেণ্ট্-এর অধীনে একটী ক্ষুদ্র ভূমিকায় প্রথম চিত্রাবতরণ করেছিলেন। শেষ অবধি কিন্তু সে-ছবিতে অভিনেতা হিসাবে রবার্ট্-ই বেশী নাম করলেন এবং নারী-সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রিয়পাত্র হ'য়ে উঠ্‌লেন। নর্ম্মা শিয়ারারের সঙ্গে The Divorceeতে অভিনয় ক'রে রবার্ট্ তারকার পদে উন্নীত হলেন।

নর্ম্মা শিয়ারার্! তাঁর কথা স্মরণ করলেও তাঁর সফল চিত্র-জীবনের কাহিনী স্বতঃই মনে উদয় হয়। প্রথমাবস্থায় তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল না; তিনি ছিলেন সাধারণ, মাঝামাঝি দরের অভিনেত্রী—বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় নি। কিছুদিন পরে তিনি নিজে নিজের ভূমিকা পছন্দ ক'রে অভিনয় করতে আরম্ভ করলেন; তখনই তাঁর যথার্থ রূপ ও শক্তি সম্যকভাবে উদ্ঘাটিত হ'ল। চিত্র-সংখ্যা ১৯২, He Who Gets Slapped কিংবা চিত্র-সংখ্যা ২২৩ Slave of Fashion-এ নর্ম্মা যে অভিনয়-শক্তি দেখিয়েছেন, তার সঙ্গে তাঁর আধুনিক ছবি Smiling Thru বা Riptide-এর অভিনয়-প্রতিভার কত তফাৎ!

*

মেট্রো-গোল্ড্‌উইনের ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাসের পুরোণ৷ পাতায় শুধু যে অভিনেতৃদের কথাই আছে, তা নয়; এমন কয়েকখানি all-star ছবি তাঁরা তুলেছেন, যারা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই all-star ছবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছবি হচ্ছে—Grand Hotel. এই ছবি অভিনয় এবং টেক্‌নিকের দিক দিয়ে সবাক চলচ্চিত্ররাজ্যে এতখানি উঁচুতে উঠেছে, যা এখনো অন্য কোন ছবি অতিক্রম করতে পারে নি।

এক নম্বর ছবি থেকে সাতশো নম্বরের ছবির মধ্যে মেট্রোর চিত্র-শালায় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের যে শোভাযাত্রা চলেছে, তার দৈর্ঘ্য বড়ো কম নয়। অন্য কোন চিত্রপ্রতিষ্ঠানই এত অভিনেতৃ-সংগ্রহ করতে পারেন নি।

লন্ চানির নাম আজ কার অজানা? ভাবহীন জমাট্‌মুখো বাষ্টার কীটন্‌কে দেখে কে না হেসেছে? নির্ব্বাক ছবিতে অকৃতকার্য্য লাওনেল্ ব্যারিমুরের সবাক-অভিনয়ে আজ কে না অভিভূত হয়? খুদে-অভিনেতা জ্যাকি কুপারের 'চ্যাম্প্' যে দেখেছে, সে কি আর তাকে ভুলবে?

Dinner at Eight, Grand Hotel, Night Flight, Rasputin—এ সব ছবিতে জন্ ব্যারিমুরের অভিনয়; Bad Girl, Hold Your Man প্রভৃতি ছবিতে জীন হার্লোর অভিনয় এবং সর্ব্বোপরি বহুবিধ ছবিতে গ্রেটা গার্ব্বোর অভিনয় কি সহজে ভোল্‌বার? মেট্রো কোম্পানী এঁদের খ্যাতির যে শিখরে তুলেছেন, সেখানে পৌঁছানো অন্য কারুর পক্ষে এখনো সম্ভব হয় নি।

*

এই সাতশো ছবিকে সাফল্যমণ্ডিত করার কাজে যে-সব পরিচালক মেট্রোকে সাহায্য করেছেন, এই সূত্রে তাঁদের নাম উল্লেখ না করলে তাঁদের প্রতি অবিচার করা হবে। Harry Beaumont, Monta Bell, Richard Boleslavsky, Charles Babin, Clarence Brown, George Cuckor, Jack Conway, Victor Fleming, Cedric Gibbons, George Hill, Robert Leonard, Charles Reisner, George Seitz, Edgar Selwyn,

W. S. Van Dyke, Cecil Mille, Sam Wood, Eric Von Stroheim, King Vidor, Victor Seastrom, Edmund Goulding, Fred Niblo, Tod Browning, Sidney Franklin, Willard Mack, Rouben Mamoulian—মেট্রো কোম্পানীর সুনাম প্রসারিত করার কাজে এঁদের দানও কারুর চাইতে কম নয়।

*

মেট্রো কোম্পানী ১৯১৫ সালে Richard Rowland কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯২৪ সালে সেল্‌উইন-ব্রাদার্স এবং স্যামুয়েল গোল্‌ড্‌উইন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গোল্‌ড্‌উইন পিক্‌চার্স কোম্পানিটি মেট্রোর সঙ্গে এক হ'য়ে মিশে যায়। সেই বছরের শেষেই লুই, বি, মেয়ার পিক্‌চার কর্পোরেশনটি উক্ত কোম্পানী কিনে নেয়।—এবং তার নতুন নামকরণ হয়—মেট্রো-গোল্‌ড্‌উইন-মায়ার পিকচার কর্পোরেশন।

১৯ বছরে এঁরা সাত্‌শো ছবি তুলেছেন!

*

"ছায়া" নামে একখানি নতুন সাপ্তাহিক বেরিয়েছে! সম্পাদক—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধটি প'ড়ে মুগ্ধ হয়েছি—চমৎকার লেখা! চলচ্চিত্র-বিভাগের লেখাগুলিও যার-পর-নাই উপভোগ্য। আশা করি, ওঁদের কাছ থেকে চিরদিন এমনই অকুণ্ঠিত এবং নির্ভীক মতামত শুনতে পাবো!

"ছায়ার" দীর্ঘজীবন এবং প্রসার কামনা করি।

---

# অপরেশচন্দ্র

[ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ]

( পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর )

## 'রাণা প্রতাপ' অভিনয়ে অমৃতলালের গল্প

রাণা প্রতাপ নাটকাভিনয় এবং তাহাতে শক্তসিংহের ভূমিকা লইয়া নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয়কে মাঝে মাঝে কিরূপ অশান্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে তিনি তাঁহার সরস ভাষায় একদিন একটা কৌতূহলোদ্দীপক গল্প করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার সেই গল্প বলিবার ভাষা ও ভঙ্গী ঠিক ফুটাইতে না পারিলেও তাহার কতকটা আভাস পাঠকগণকে প্রদান করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

তিনি গল্প ক'রলেন—সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসক স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত তাঁহার বহুকালের সৌহার্দ্দ ছিল। তিনি অমৃতলালবাবুকে 'ভাই' বলিয়া ডাকিতেন। দ্বিজুবাবু প্রতাপবাবুর জামাতা ছিলেন। সেই সম্পর্কে তিনিও অমৃতলালবাবুকে 'শ্বশুর' বলিয়া ডাকিতেন। এই সূত্রে পরস্পরের একটা আত্মীয়ভাব জন্মিয়াছিল। একদিন 'পূর্ণিমা সম্মিলনে' বহু সাহিত্যিকের সমাগম হইয়াছিল। কথা-প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের নূতন প্রকাশিত 'রাণা প্রতাপ' নাটকের কথা উঠিল। তাঁহার কতকগুলি বন্ধু 'রাণা প্রতাপ'—রচনার বিশেষ সুখ্যাতি করিয়া ঐ নাটকখানি 'ষ্টার থিয়েটারে' অভিনয়ের নিমিত্ত অমৃতবাবুকে অনুরোধ করেন। স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি সুপণ্ডিত ও সুসাহিত্যিকগণের নাটক সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা শুনিয়া অমৃতলালবাবুও 'ষ্টারে' অভিনয় করিবার নিমিত্ত কথা দেন; এবং তাঁহাদের অনুরোধে উক্ত নাটকে 'শক্তসিংহের' ভূমিকাভিনয়েও স্বীকৃত হন।—গল্পের ইহাই হইল গৌরচন্দ্রিকা। এক্ষণে নাটক অভিনয় করিতে গিয়া তাঁহাকে কতবার অশান্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল, আমরা একে একে তাহাই বর্ণন করিব।

প্রথম—'রাণা প্রতাপ' নাটক রিহার্স্যালকালীন হলদিঘাটের যুদ্ধের দৃশ্যে অমৃতলালবাবু গিরিশচন্দ্রের "হলদিঘাটের যুদ্ধ" কবিতাটী চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া চারিটী দূতের মুখে আবৃত্তি করাইবার ব্যবস্থা করায় দ্বিজেন্দ্রলালবাবুর কিরূপ বিরক্তিভাজন হন, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে,—সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার সহিত এই মনোমালিন্য—ইহাই হইল অমৃতবাবুর প্রথম অশান্তি।

দ্বিতীয়—শক্তসিংহের ভূমিকাটী বড় ছোট নহে, অনেকেই বোধ হয় ইহা জানেন। ভূমিকাটি মুখস্থ করিতে পারিলেই বড় ভাল হয়। কিন্তু বাড়ীতে নানা লোক সমাগমে মুখস্থ করিবার সুযোগও ঘটিয়া উঠে না। এ নিমিত্ত তিনি তাঁহার পুত্র শশিভূষণকে বলিলেন,—"তুমি প্রত্যহ দুই এক ঘণ্টা prompt করিয়া আমাকে এই ভূমিকাটি অভ্যাস করিতে সাহায্য করিবে।" সেইরূপই হইল। ক্রমে শশীবাবুর prompting-এর সঙ্গে ভূমিকাটী অভ্যাস করিতে করিতে এরূপ হইল যে, থিয়েটারে গিয়া রিহার্স্যাল দিবার সময় থিয়েটারের নিযুক্ত প্রম্প্‌টারের prompting কানে বে-সুরো ঠেকিতে লাগিল। এ নিমিত্ত তিনি শশীবাবুকে বলিলেন,—"তুমি আমার সহিত থিয়েটারে যাইবে এবং শক্তসিংহের appear যে কয়টী দৃশ্যে আছে,—সেই কয়টী দৃশ্য তুমি prompt করিবে।" শশীবাবু সেই মত অমৃতলালবাবুর সহিত থিয়েটারে যাইয়া রিহার্স্যাল দেওয়াইতে লাগিলেন।

ক্রমে উভয় প্রম্প্‌টারকে লইয়া রিহার্স্যালে অসুবিধা বোধ হওয়ায় অমৃতবাবু শশীবাবুকে বলিলেন,—"রাণা প্রতাপ নাটকখানিতে তুমিই আদ্যোপান্ত prompting করিও।"

এইরূপে কয়েকমাস ক্রমান্বয়ে রাণা প্রতাপের অভিনয়ের পর যখন নাটকখানি সাময়িকভাবে বন্ধ করা হইল,—তখন অমৃতবাবু শশিভূষণকে বলিলেন,—"যখন 'রাণা প্রতাপ' উপস্থিত বন্ধ রাখা হইল, তখন আর তোমার থিয়েটারে যাইবার প্রয়োজন নাই।" একখানি নূতন পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া অমৃতবাবুও থিয়েটারে যাওয়া বন্ধ করিলেন। কিন্তু শশীবাবু থিয়েটারে যাওয়া বন্ধ করিলেন না।—তখন তাঁহার থিয়েটারের একটা নেশা জন্মিয়া গিয়াছে। থিয়েটারের ভিতরের সংস্পর্শে শশীবাবুকে মিশিতে দিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু শশিভূষণ তাঁহার নিষেধ শুনিল না। অমৃতলালবাবু বলিলেন,—"আজ্ঞাকারী পুত্রটী আর আজ্ঞাধীন রহিল না!" ইহাই হইল—তাঁহার দ্বিতীয় অশান্তি!

তৃতীয়—কন্যাটী বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, আর তাহাকে রাখা যায় না। কন্যার বিবাহ দেওয়ার খরচও তো কম নহে। স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুর শুধু দানশীল ও সহৃদয় ছিলেন না, বিশেষ নাট্যামোদীও ছিলেন। বঙ্গনাট্যশালা-গুলিকে তিনি অতি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। এমন কোনও থিয়েটার ছিল না, যাহারা তাঁহার অনুগ্রহ ও আনুকূল্যলাভে বঞ্চিত ছিল। গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল প্রভৃতি থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ প্রায়ই

তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া যাতায়াত করিতেন। কোনও রূপ উৎসব হইলে তাঁহার পাথুরিয়াঘাটা ভবনে যে-কোনও থিয়েটার-সম্প্রদায় অভিনয়ার্থ আহুত হইত।

অমৃতলালবাবু ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কালীকৃষ্ণবাবু তাঁহার পারিবারিক সংবাদ গ্রহণ করিয়া এবং কন্যাদায়ে তিনি বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন অবগত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"বিবাহ দিবার পূর্ব্বে আমার সহিত একবার দেখা করিও।" অবশ্য ইহা হইতেই বিবাহকালীন তাঁহার সাহায্যের ইঙ্গিত বুঝিতে পারা যায়। ইহার পরই অমৃতবাবু 'রাণা প্রতাপ' লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়েন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, নাটকখানি অভিনীত হইবার পর সুস্থির হইয়া কালীকৃষ্ণবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কিন্তু সুস্থির হইয়া যখন তিনি তাঁহার পাথুরিয়াঘাটা-ভবনে গিয়া শুনিলেন,—তিনি গত পরশ্ব বেনারসে চলিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এবং ভাবিলেন—কাশী হইতে ফিরিয়া আসিলে আবার গিয়া সাক্ষাৎ করিবেন। কিন্তু হায়, তিনি আর ফিরিলেন না! পীড়িত হইয়াই কালীকৃষ্ণবাবু ৺কাশীধামে গিয়াছিলেন এবং কিছুদিন পরে সেইখানেই তিনি দেহত্যাগ করিলেন। অমৃতলালবাবু বলিলেন—"দেখ, রাণা প্রতাপের অভিনয় লইয়া আমি কত বড় একটা আশায় বঞ্চিত হইলাম!" ইহাই হইল তাঁহার তিন নম্বর অশান্তি!

চতুর্থ—বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণীর শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এবার বোধ হয় তিনি মায়া কাটাইয়া যাইবেন। থিয়েটারে অমৃতবাবু বড় একটা যান না—বাড়ীতেই থাকেন। হঠাৎ একদিন বুধবার শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বসু (ষ্টার থিয়েটারের অন্যতম অংশীদার) আসিয়া বলিলেন, "Staff-এর মাহিনা দিতে হইবে, একটা মোটা বিক্রী হইলেই ভাল হয়। বহুদিন 'রাণা প্রতাপ' বন্ধ আছে, তুমি আস্‌চে শনিবার 'শক্তসিংহের' ভূমিকায় যদি appear হও, তাহ'লে মাহিনাটা দেওয়ার বিশেষ সুবিধা হয়।" অমৃতবাবু বলিলেন, "মায়ের যেরূপ অবস্থা, এখন বাড়ী ছেড়ে যেতে আমার ভরসা হয় না। একটু অপেক্ষা করো, এখনই কবিরাজ মশায় আসবেন, তিনি কি বলেন শুনে যা-হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে।" যথাসময়ে কবিরাজ মহাশয় আসিলেন। রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এখনও দশদিন কোনও ভাবনা নেই।" কবিরাজ মহাশয়ের ভরসা পাইয়া শনিবারে রাণা প্রতাপ নাটকে অমৃতলালবাবুর শক্তসিংহের ভূমিকা গ্রহণই ঠিক হইল।

শনিবার—ষ্টার থিয়েটারে রাণা প্রতাপের অভিনয় হইতেছে। হঠাৎ অমৃতবাবুর বাটী হইতে তাঁহার কোনও বিশেষ আত্মীয় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বাহিরের টিকিট-ঘরে হরিবাবুকে সংবাদ দিলেন,—"গিন্নীমার শ্বাস আরম্ভ হয়েছে, তাঁকে (অমৃতবাবুকে) এখনই যেতে হবে।" এই কথা বলিয়াই তিনি ভিতরে যাইবার উপক্রম করিলেন। হরিবাবু মহা ব্যস্ত এবং সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন—"হাঁ হাঁ, কর কি!—তিনি এখন প্লে করছেন, আর দু'ঘণ্টা পরে অভিনয় শেষ হ'লেই আমি তাঁকে নিয়ে যাচ্ছি! তুমি বাড়ী যাও; সকলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যথাকর্ত্তব্য করো। এ কথা আর জানাজানি করার আবশ্যক নেই। তিনি শুন্‌তে পেলে এখনি একটা হৈ-চৈ প'ড়ে যাবে।"

আত্মীয়টী চলিয়া যাইলে হরিবাবু ভিতরে আসিয়া একপ্রকার অলক্ষিতে অমৃতবাবুকে পাহারা দিতে লাগিলেন। অভিনয় শেষ হইল। অমৃতলালবাবু রং ধুইয়া আসিয়া সবে মাত্র গড়গড়ার নলটি মুখে ধরিয়াছেন, এমন সময়ে হরিবাবু আসিয়া বলিলেন,—"থাক্‌, এখন আর তামাক খেতে হবে না, বাড়ী গিয়েই তামাক খাবে। এখনই চলো—গাড়ী তৈরী আছে।" বিশেষ কার্য্য না থাকিলে হরিবাবু প্রায়ই থিয়েটারের ভিতরে আসিতেন না। হঠাৎ হরিবাবু ভিতরে আসিয়া আকস্মিক এরূপ কথা বলায় অমৃতবাবু বলিলেন,—"কি, কি—ব্যাপার কি?" হরিবাবু বলিলেন,—"খবর বড় খারাপ, গিন্নীমার শ্বাস আরম্ভ হয়েছে,—চলো, দু'জনে যাই, গাড়ী তৈরী।" হাত হইতে নল খসিয়া পড়িল; অমৃতবাবু ছুটিয়া বাহির হইলেন।

বাড়ী গিয়া শুনিলেন, মাকে গঙ্গায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে। সেই গাড়ীতেই উঠিয়া তৎক্ষণাৎ গঙ্গাতীরে যাইলেন,—শুনিলেন, একটু আগেই তিনি ৺গঙ্গালাভ করিয়াছেন।

এই কথার পর অমৃতলালবাবু একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,—"এই 'রাণা প্রতাপ' নাটকের অভিনয় করিয়া মায়ের সহিত শেষ দেখা করিতেও পারিলাম না!"

আমরা বরাবর হাসিয়াই আসিতেছিলাম। এবার তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল মুখে সহসা একটা বিষাদের ছায়া পড়িতে দেখিয়া—আমরাও একটু অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

(ক্রমশঃ)

---

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

# নাচঘর

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা ] Regd. No. 1304. [ বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা

১০ম বর্ষ
২৯শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
সহকারী সম্পাদক—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

৩২শে শ্রাবণ
১৩৪১



## কলালাপ

আবার "বিরাজ বৌ" দেখবার সুযোগ ঘটেছে। আমরা গেল রবিবার এর সপ্তম অভিনয়ে উপস্থিত ছিলুম।

*

এবং আমাদের কামনা পূর্ণ হয়েছে। আমরা আবার বিরাট ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট শিশির-কুমারের দেখা পেয়েছি। শিশিরকুমারের অভিনয়ে আমরা শরৎচন্দ্রের "বিরাজ বৌ" উপন্যাসের নায়ক নীলাম্বরকে দেখতে পাইনি—সম্পূর্ণরূপে। মূর্খ, গেঁজেল, কীর্ত্তনে এবং খোল-বাজিয়ে নীলাম্বরকে আমরা বৃথাই খুঁজে ফিরেছি শিশিরকুমারের ভিতর। আমরা রঙ্গমঞ্চের উপর দেখেছি এক মহৎ, উদারহৃদয়, পরোপকারী, প্রেমময়, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন এবং গোঁয়ার নীলাম্বরকে—সে নীলাম্বর ভগিনীর প্রতি স্নেহে, স্ত্রীর প্রতি প্রেমে, ঈশ্বরের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাসে পরিপূর্ণ। গাঁজাখোর নীলাম্বরকে না দেখাতে পারা শিশিরকুমারের দোষ, কিন্তু মূর্খ নীলাম্বরকে দর্শকসম্মুখে হাজির করার অক্ষমতার জন্য শিশিরকুমার দায়ী নয়, দায়ী হচ্ছে শিশিরকুমারের বিরাট ব্যক্তিত্ব। একেই ত' যে-কোনও চরিত্রের সঙ্গে একেবারে নিঃশেষে মিশিয়ে যাওয়ার পথেই তাঁর ব্যক্তিত্ব বিষম বাধা উপস্থিত করে, তার উপর বিশেষ ক'রে চরিত্রঘটিত মূর্খতাকে সৃষ্টি ক'রতে সে একেবারেই অক্ষম—Sisirkumar can never look dull, his personality is against it.

*

কিন্তু চরিত্রসৃষ্টির এই অসম্পূর্ণতাকে আমরা বেমালুম ভুলে যেতে বাধ্য হই ব্যক্তিত্ব-মণ্ডিত শিশিরকুমারের সাবলীল প্রাণময় অভিনয়ের গুণে। এবং "বিরাজ বৌ"-এর অভিনয়ে ঠিক অনুরূপ ব্যাপারই ঘটেছে। অন্ততঃ নবম দৃশ্য পর্য্যন্ত সেদিন আমরা একেবারে মন্ত্রমুগ্ধের মত বসেছিলুম আমাদের আসনে তাঁর অভিনয় দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। প্রতিটি চরিত্রের সঙ্গে নীলাম্বরের কথাবার্ত্তা এমনই সহজ-সুন্দর যে, প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের অন্তর বাহবা দিয়ে ব'লে উঠেছে—বাঃ বাঃ, কী সুন্দর, কী সুন্দর! ছোট ছোট কথা, অত্যন্ত সাধারণ কথা কতখানি দরদ দিয়ে বলা যায়, বলবার ভঙ্গীতে তারা কত অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে, কী অপরূপ সুষমামাখা হয়েই না তারা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ ক'রতে সমর্থ হয়—তা বুঝতে পারা যায় শিশিরকুমারের এই "নীলাম্বর"-কে দেখলে।

*

পরের কয়েকটি দৃশ্য সম্পর্কে কিন্তু ঠিক সমানুকথা বলতে পারি না। এমন কি দশম দৃশ্যে—যেখানে নীলাম্বর গাঁজার ঝোঁকে বিরাজকে, তার সাধের বিরাজকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, সেই crisis-scene-এও শিশির-কুমারের অভিনয় আমাদের স্পর্শ ক'রতে পারেনি। মাত্র পঞ্চদশ দৃশ্যে "মোহিনী"কে লক্ষ্য ক'রে বলা তাঁর মুখের একটি কথা—"অ্যাঁ, কি বল্‌লি মা—রান্না হয়ে গেছে"—আমাদের অন্তরকে আলোড়িত ক'রে তুলেছিল, চক্ষুকে করেছিল অশ্রু-সজল। এবং ব'লতে বাধা নেই, সমস্ত অভিনয়ের মধ্যে এই লাইনটিই হচ্ছে শিশিরকুমারের greatest hit.

রাধা ফিল্ম কোম্পানীর
"রাজনটী বসন্তসেনায়"
নাম ভূমিকায়—শ্রীমতী বীণা

*

শিশিরকুমারের পরেই উল্লেখ ক'রতে হয় "বিরাজ বৌ"-এর ভূমিকায় শ্রীমতী কঙ্কাবতীর নাম। এই চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত ক'রে তোলবার জন্যে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করেছেন এবং চেষ্টায় তিনি সফলতা লাভ করেছেনও অনেকখানি। আমরা শ্রীমতী কঙ্কাকে এর থেকে ভালো অভিনয় ক'রতে কখনো দেখিনি। তবে তাঁর কণ্ঠস্বর কিছু দুর্ব্বল এবং দরদেরও খানিকটা অভাব আছে তাতে। তাই তাঁর অভিনয় দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, শ্রীমতী প্রভা এই "বিরাজ বৌ"-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'লে আমরা হয়ত' বিরাজের পূর্ণতর রূপ দেখতে পেতুম।

*

মোহিনীর কোমল ভূমিকায় শ্রীমতী রাণীবালার অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। এই নবীনা অভিনেত্রীটি শিশিরকুমারের মত শিক্ষকের অধীনে কিছুদিন থাকলে পরে একজন প্রথম শ্রেণীর নটীরূপে পরিগণিত হ'তে পারবেন ব'লে আমাদের বিশ্বাস। অপরাপর ভূমিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হয়েছে পীতাম্বর ( শ্রীপ্রভাত চট্টো ), নিতাই গাঙ্গুলী ( শ্রীকানু বন্দ্যো ), ভুলু মুখুজ্যে ( শ্রীইন্দু চক্রবর্ত্তী ) এবং সুন্দরী ( রাধারাণী )। ত্রয়োদশ দৃশ্যে গ্রামবাসীদের অভিনয়ও সুন্দর—এবং শিশিরকুমারের নাট্যমন্দিরে এ-ধরণের দৃশ্য কোনও দিনই অসুন্দর হয় না, croud বা mob scene ঠিকভাবে অভিনয় করিয়ে আবহ ( atmosphere ) সৃষ্টি ক'রতে তিনি চিরদিনই সিদ্ধহস্ত।

*

"বিরাজ বৌ"-এ পাঁচখানি গান পাঁচজনের মুখ দিয়ে গাওয়ানো হয়েছে। এর ভিতর প্রথম গানখানি শোনবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। বাকী চারখানির মধ্যে সব থেকে বেশী তৃপ্তি দিয়েছে আমাদের এবং প্রেক্ষাগারের সকলেই ৫নং গানখানি। গাজনের সন্ন্যাসীবেশে শ্রীশান্তশীল গোস্বামীর নৃত্যভঙ্গী সহযোগে "শিব হে ববম্ ভোলা সেজেছো" গানটি শুনে মুগ্ধ হননি বা হবেন না, এমন লোক থাকতে পারেন না ব'লেই আমাদের বিশ্বাস; বিশেষ গানের ফাঁকে ফাঁকে বিকট দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর "শিব হে" ব'লে হুঙ্কার আমাদের আনন্দ দিয়েছে অতিরিক্ত মাত্রায়। "বিরাজ বৌ" অভিনয়ে শান্তশীলবাবুর এই গানখানি একটি বিশেষ দর্শনীয় ও শ্রবণযোগ্য সামগ্রী। "ঐরে আবার বাজে"-গানখানিও সুন্দরভাবে গাওয়া হয়েছে। শ্রীশীতল পালের "এলোকেশে এমন বেশে" গানটিও ভালই লেগেছে। নাটকের মধ্যে এই গানটিকে ব্যবহার করার ভিতর একটি চমৎকার নূতনত্ব লক্ষ্য করলুম। একাদশ দৃশ্যে রঙ্গমঞ্চ থেকে বিরাজের প্রস্থানের পর এই গানখানি গাইতে গাইতে উদাসী আবির্ভূত হয় এবং গাইতে গাইতে মঞ্চ থেকে তার তিরোধানের পরেও গানখানি থামেনা—দ্বাদশ দৃশ্যের অভিনয়কালে সর্ব্বক্ষণ আবহ-সঙ্গীতরূপে ( Back-ground Music ) গানখানি চলতে থাকে এবং প্রেক্ষাগারে তার effect হয় চমৎকার। এই নূতনত্ব প্রবর্ত্তনের জন্য শিশিরকুমারের সৃষ্টিক্ষম মস্তিষ্ককে আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি।

*

"বিরাজ বৌ"-এর নাট্যরূপ কেমন হয়েছে জিজ্ঞেস ক'রলে ব'লবো, "বিরাজ বৌ" উপন্যাসখানিতে এমন উপকরণের প্রাচুর্য্য নেই যা থেকে একখানি উচ্চ শ্রেণীর পূর্ণাবয়ব নাটক তৈরী হ'তে পারে। মঞ্চের উপর থেকে দেখাতে পারা যায়, এমন ঘটনাসংস্থান এর ভিতর অতি অল্পই আছে। বাহিরের আবেষ্টনের নিষ্ঠুর আঘাতে একজন স্বামীপরায়ণা নারী ভেঙে খান্‌খান্ হয়ে গেল—এই হ'চ্ছে "বিরাজ বৌ"-এর নাট্যবস্তু; কিন্তু দুই বিরুদ্ধ বস্তুর সংঘাতকে সুপরিস্ফুট করবার মতো দৃশ্যমান ঘটনার অভাবে এই নাট্যবস্তুকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গীন নাটক গ'ড়ে তোলা অসম্ভব। "বিরাজ বৌ"-এর এই দুর্ব্বলতাকে স্বীকার ক'রে নিয়ে যতখানি নাটক গ'ড়ে তুলতে পারা যায়, শিশিরকুমার ততখানিই গ'ড়ে তুলতে ত্রুটী করেন নি এবং নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যে এখানে-সেখানে কয়েকটি ছোট ছোট সূক্ষ্ম touch-এর দ্বারা রস সৃষ্টি ক'রে তিনি এটিকে যথাসম্ভব উপভোগ্য করবার চেষ্টাও করেছেন। তবুও আমাদের মতে নাটকটিকে আরো কেটেছেঁটে ছোট ক'রলে নাট্যরস অধিকতর ঘনীভূত হ'তে পারত। ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ দৃশ্যকে একেবারেই বাদ দিলে মূল নাটকের বিছুমাত্র অঙ্গহানি হ'তনা এবং পঞ্চদশ ও ষোড়শ দৃশ্যকে একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া খুবই অনায়াসসাধ্য ছিল। তবে কথা হচ্ছে, এটা বাঙলাদেশ। একেইত' বর্ত্তমান রূপে "বিরাজ বৌ" অভিনীত হ'তে বিরাম-সময় (অন্ততঃ তিন কোয়ার্টার ) নিয়ে সাড়ে তিন ঘণ্টার বেশী সময় লাগেনা। তার উপর যদি নাটকটিকে আরো সংক্ষিপ্ত করা যায়, তা'হলে আমাদের দেশের পয়সা-দেনেওলা দর্শক নিশ্চয়ই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে কামড়াতে আসবেন। অতএব "বিরাজ বৌ" যেমন আছে, তেমনই থাক—নয় কি ?

*

"বিরাজ বৌ"-এর দৃশ্যপটের মধ্যে নীলাম্বরের বহির্বাটীটি সুন্দর ও সুরুচিসঙ্গত; কোন আড়ম্বর নেই, অথচ অতি সহজেই গ্রাম্যরূপ ফুটে উঠেছে। নদীর দৃশ্যটি পটাঙ্কিত ( flat scene-এ আঁকা ) হ'লেও বেশ সুদৃশ্য। তারকেশ্বরের দৃশ্যটি বাস্তব ছবিকে অনুসরণ ক'রেই অঙ্কিত হয়েছে। "বিরাজ বৌ"-এর প্রয়োগ-কার্য্যে মাত্র খুঁৎ আছে তার আলোক-নিয়ন্ত্রণে; যেমন এক জায়গায় কথা আছে, "এই দুপুর বেলা ঘুটঘুট্ কচ্ছিস কেন", অথচ দুপুরের রৌদ্র-কাঠিন্যকে পরিস্ফুট করবার কোন চেষ্টা হয়নি। চতুর্থ ও পঞ্চম দৃশ্যে 'ভর্‌সন্ধ্যে'-ও ফুটে ওঠেনি আলোকের যথাযথ নিয়ন্ত্রণের ত্রুটীর জন্যে।

*

কিন্তু এসব ছোটখাট ত্রুটী-বিচ্যুতির সবিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন নেই। শিশির-প্রতিভা আবার দীপ্ত হয়ে উঠেছে, তাঁর অভিনয় আবার আমাদের প্রাণে উত্তেজনার সঞ্চার ক'রতে সক্ষম হয়েছে, তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বকে আবার আমরা উপভোগ করবার সুযোগ পেয়েছি। অঘটন সংঘটিত হয়েছে, আশাবাদীদের আশা নৈরাশ্যে পরিণত হয়নি। "বিরাজ বৌ"-এর নাটকীয় দুর্ব্বলতা সত্বেও এর অভিনয় হয়েছে সুন্দর ও আনন্দদায়ক—এবং প্রথম ন'টি দৃশ্যে আমরা নাট্যরস পান করেছি আকণ্ঠ শিশিরকুমারের অসামান্য নাটনিপুণতার গুণে।

*

গেল বৃহস্পতিবার, ৯ই আগষ্ট সার সুরেন্দ্র বন্দ্যো রোডের ওয়াই, ডব্লিউ, সি, এ-হলে প্রতীচ্য-বিজয়ী সুরশিল্পী তিমিরবরণের সংবর্দ্ধনা হয়ে গেল খুব জাঁকজমকের সঙ্গে। কল্‌কাতার সঙ্গীতানুরাগীদের তরফ থেকে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় তিমিরবরণকে অভিনন্দন-পত্র দেন। এই সংবর্দ্ধনা-সভায় বহু গণ্যমান্যবরেণ্য ব্যক্তি এবং বহুতর মহিলার সমাগম হয়েছিল। গীতি-নায়কের অভিনন্দন-সভাকে সার্থক ক'রে তোলবার জন্যে উদ্যোক্তারা একটি মনোরম সঙ্গীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলেন। পত্রপুষ্প-শোভিত রম্য পশ্চাদ্‌পটের সম্মুখে বেদীর উপর থেকে যে-সব শিল্পী তাঁদের নৃত্য-গীত-বাদ্য দিয়ে তিমিরবরণকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিভাগে অশেষ গুণপনা দেখিয়ে সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর অজস্র প্রশংসালাভে সক্ষম হয়েছিলেন। তিমিরবরণের সংবর্দ্ধনা-সভাকে এমন সুন্দরভাবে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যে আমরা সংবর্দ্ধনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীহরেন্দ্রলাল ঘোষ ও সহকারী সম্পাদক শ্রীসুধীন্দ্র দত্তকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

*

অভিনন্দনপত্র-দেবার আগে তিমিরবরণকে লক্ষ্য ক'রে সভাপতি শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, তা' অন্যত্র প্রকাশিত হ'ল। এই নিবন্ধের ভিতরকার যে-লাইনটি আমাদের মনে বিশেষভাবে ধরেছে, তাকে আমরা যথেষ্টই মূল্যবান ব'লে মনে করি

## অপরেশচন্দ্র

[ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ]

( পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর )

### বঙ্গনাট্যশালায় ঐতিহাসিক নাটক

রাণা প্রতাপের পর মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রের নূতন ঐতিহাসিক নাটক সিরাজদ্দৌলা অভিনীত হয়। এই দেশাত্মবোধক নাটকখানির অভিনয়ে একদিকে মিনার্ভার ভাগ্যলক্ষ্মী যেরূপ সুপ্রসন্না হইয়া উঠে, অপরদিকে বঙ্গনাট্যশালার গতিও সেইরূপ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সিরাজদ্দৌলা অভিনয়ের পর দর্শকগণেরও এরূপ রুচির পরিবর্ত্তন হয় যে, তাহার পর বঙ্গনাট্যশালায় আবার ঐতিহাসিক নাটকের যুগ আসিয়া পড়ে। সাধারণ বঙ্গনাট্যশালার শৈশবে বেঙ্গল থিয়েটারেও কয়েকখানি দেশাত্মবোধক নাটক অভিনীত হইয়াছিল। এই সূত্রে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও উপাদেয় বোধে আমরা বঙ্গনাট্যশালায় ঐতিহাসিক নাটকাভিনয়ের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠকগণকে জানাইতেছি।———

### ( কৃষ্ণকুমারী নাটক )

পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপনারায়ণ সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের বেলগাছিয়া উদ্যান-ভবনে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের শর্ম্মিষ্ঠা নাটক অভিনীত হইবার পর কবিবর উক্ত বেলগাছিয়া থিয়েটারের জন্য 'রিজিয়া' নামক একখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু মুসলমান-চরিত্র-প্রধান নাটক দর্শক-সাধারণের সন্তোষদায়ক হইবে কি না, তদ্সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে ঐ নাটক রচনায় প্রতিনিবৃত্ত করেন। উক্ত থিয়েটারের নাট্যাচার্য্য স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মাইকেলকে বলেন,—"আপনি টডের 'রাজস্থান' হইতে কোনও একটি বিষয় নির্ব্বাচিত করিয়া লউন।" সেই পরামর্শমতই 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচিত হয়। কিন্তু ঐ সময়ে ( ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ) রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অকালমৃত্যুতে বেলগাছিয়ার থিয়েটার উঠিয়া যায়।

শোভাবাজার রাজবাটীতে, 'শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি' কর্ত্তৃক ১৮৬৭ খ্রীঃ, ফেব্রুয়ারী মাসে, মহাসমারোহে কৃষ্ণকুমারীর প্রথম প্রকাশ্য অভিনয় হইয়াছিল। নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র সেদিন দর্শকরূপে রাজবাটীতে উপস্থিত ছিলেন; তখন তিনি জানিতেন না, এই নাটকেরই ভীমসিংহের ভূমিকা লইয়া একদিন তাঁহাকে সাধারণ নাট্যশালায় প্রথম অবতীর্ণ হইতে হইবে।

( ক্রমশঃ )

# চিত্রপুরী

( রঞ্জন রুদ্র )

চিত্র পরিচয়ঃ (১) Murder at the Vanities (প্যারামাউণ্ট)

প্রধান ভূমিকায়—কার্ল ব্রিসন্
কিটি কারলাইল্
জ্যাক ওকি

কাল থেকে এল্‌ফিন্‌ষ্টোনে আরম্ভ হবে।

*

Murder at the Vanities একটি নতুন ধরণের হত্যারহস্যের ছবি। সম্মুখভাগে যবনিকার সামনে চলেছে নাচগান, অফুরন্ত আনন্দ-উৎসব; আর পরদার অন্তরালে চলেছে একাধিক হত্যার বিভীষিকা।

এই ছবিতে এর প্রযোজক আর্ল ক্যারেল যে সুন্দরী-নটী সমন্বয় করেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

*

Murder at the Vanities-এ একটি নতুন অভিনেতার দেখা পাওয়া যাবে; তার নাম কার্ল ব্রিসন। কার্ল-এর সম্বন্ধে অনেক গুণী সমালোচক বিশেষ উচ্চাশা পোষণ করেন। কার্ল ব্রিসন বিলাতে একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন; আমেরিকায় এই তাঁর প্রথম ছবি। মনোহর আচার ব্যবহার এবং স্নিগ্ধসুন্দর হাস্যের জন্য কার্ল ব্রিসন তাঁর বন্ধুদের এবং রমণী-সাধারণের বিশেষ প্রিয়।

Murder at the Vanities-এ আর একটি উপভোগ্য বস্তু হচ্ছে—স্বনামখ্যাত সঙ্গীতকার Duke Ellington-এর বিখ্যাত অর্কেষ্ট্রা।

*

(২) Renegades of the West ( রেডিও পিক্‌চার্স )

প্রধান ভূমিকায়—টম্ কীন্
বেটি ফার্ণেস্।

কাল থেকে ম্যাডান থিয়েটারে আরম্ভ হবে।

*

Renegades of the West এক দুর্দ্ধর্ষ Cowboy-এর জীবনের উদ্দাম যুদ্ধবিগ্রহের চিত্র। এই ছবির মধ্যে প্রচুর action, প্রচুরতর thrill এবং প্রচুরতম যুদ্ধের রোমাঞ্চকর দৃশ্যাবলী আছে।

পিতার হত্যাকারীদের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে এর নায়ক যে-সকল অদ্ভুত কাণ্ড করলে, তা জানতে হ'লে ছবিখানি দেখা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

*

"চিত্রায়" কাল থেকে রেডিওর Flying Down to Rio দেখানো হবে। এই ছবিখানি সম্বন্ধে গত সপ্তাহে আমরা পর্য্যাপ্ত আলোচনা করেছি। Flying Down to Rio একখানি উঁচু ধরণের Musical Comedy। এল্‌ফিন্‌ষ্টোনে এই ছবি দেখবার জন্যে প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। বাঙ্গালী দর্শকেরা যাতে ছবিখানি দেখে আনন্দ লাভ করতে পারেন, সেই জন্য রেডিও কোম্পানী চিত্রায় ছবিখানি দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন।

Flying Down to Rio দেখে আশা করি সকলেই আনন্দ পাবেন।

*

"রূপবাণীতে" কাল থেকে প্যারামাউণ্টের ছবি The Trumpet Blows আরম্ভ হবে। The Trumpet Blows ছবিতে নায়কের ভূমিকায় জর্জ র‍্যাফ্‌ট্ উচ্চ শ্রেণীর অভিনয়-নৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন। য়্যাডল্‌ফ্ মেঞ্জুর ছোট্ট ভূমিকাটিও বিশেষ উপভোগ্য হয়েছে। এই ছবি সম্বন্ধে আমরা কয়েক হপ্তা আগে বিশদ আলোচনা করেছিলাম।

*

"রঙ্গক মহলে" কাল থেকে হাসির ছবি Pack up Your Troubles দেখানো হবে। জোড়া হাস্য-রসিক লরেল-হার্ডি এই ছবিতে আসর মাৎ করেছেন।

*

"ছায়া"র (নতুন সিনেমা-গৃহ) উদ্বোধন হয়ে গেছে। আমাদের অধ্যক্ষ উদ্বোধন-আসরে উপস্থিত ছিলেন। অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার কার্য্যটি ছাড়া আর সব কাজই তাঁর ভালো লেগেছিল।

*

"মহুয়া" (নিউ থিয়েটার্সের নব অবদান) খুব সম্ভব ২৫শে আগষ্ট মুক্তিলাভ করবে। তা না হ'লে ১লা সেপ্টেম্বর।

"After the Earthquake"-এর চিত্রগ্রহণকার্য্য আরম্ভ হয়েছে ১০ই আগষ্ট থেকে।

*

"রাধা ফিল্মের" নতুন বাঙলা ছবি "শচীদুলাল" কাল থেকে কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে সুরু হবে।

"শচীদুলাল"—নাম শুনে ছবি দেখবার আগ্রহ বাড়ে না—বরং ক'মে যায়। তা যাক, শুনছি নাকি, ছবিখানি ভালো হয়েছে।

"রাজনটী" ও "দক্ষযজ্ঞের" কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

*

"তরুণী" দেখা দেবে ৮ই সেপ্টেম্বর। তার আগে নয়। দেরী হ'তেও পারে।

"কালী ফিল্মস্"-এ "প্রফুল্ল"-র শ্যুটিং সুরু হয়েছে ১৫ই আগষ্ট। "প্রফুল্ল"-তে নট-নটী সম্মেলন হচ্ছে অভাবনীয়। যোগেশ—শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, রমেশ—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, কাঙ্গালীচরণ—শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ—শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানদা—শ্রীমতী প্রভা, প্রফুল্ল—শ্রীমতী রাণীবালা প্রভৃতি।

*

শ্রীযুক্ত অবিনাশ ঘোষাল সম্পাদিত "বাতায়নে"র anniversary number-এ "রঙ্গক মহলে"র ম্যানেজার শ্রীযুক্ত হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় "আজকালকার সিনেমার বিষয়" যে দুই চারিটি কথা বলেছেন, তা বিশেষভাবে পাঠযোগ্য হয়েছে। "...আমাদের বর্ত্তমান চলচ্চিত্রে আর্টের দাম নাই। দাম বলিতে চাই এই জন্য যে, ভাল ছবি দেখাইয়া পয়সা নাই। ভাল ভাল ছবি—এমন সকল ছবি—যাহা বিদেশে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে, সেই সকল নাম-করা ছবি দেখাইয়া মনে পাইয়াছি কষ্ট—কারণ টিকিট-ঘরে জনসমাগম হইয়াছে নামমাত্র। অথচ এমন সকল ছবি দেখাইয়াছি যাহাতে আর্টের লেশ মাত্র নাই—তাহাতে লোক বসাইবার স্থানের অভাব হইয়াছে। বলিতে দুঃখ হয়, ভাবিতে কষ্ট পাই, আমরা এখনো সত্যিকার ভালো ছবি ও একেবারে বাজে ছবির তফাৎ বুঝিতে পারিলাম না।"—

হেমন্তবাবুর এ-কথাগুলি নিতান্ত হাল্কা কথা নয়—ভেবে দেখবার কথা। বারান্তরে এ-বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছা রৈল।

গৃহত্যাগিনী বিরাজ-বৌয়ের পিছনে পিছনে আসে গান গাইতে গাইতে এক সন্ন্যাসী বা বৈরাগী। দৃশ্য-পরিবর্ত্তন হয়—বিরাজ-বৌ ব'সে থাকে জমিদারের বজ্‌রায় শিলা-প্রতিমার মত। কিন্তু বৈরাগীর সেই করুণ গান তখনো দূর থেকে শোনা যায়। ঝড় ওঠে—প্রকৃতির রুদ্র হুঙ্কারের মধ্যে বিরাজ-বৌ নদীতে ঝাঁপ দেয়—কিন্তু দূরে—বহুদূরে বৈরাগীর গান তখনো কেঁদে কেঁদে ওঠে! দৃশ্য-পরিবর্ত্তনের পরেও নাটকীয় ভাব-ধারার সঙ্গে এই যে কণ্ঠসঙ্গীতের অপূর্ব্ব যোগ, বাংলা রঙ্গালয়ে এর আগে আর কখনো দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। এই নব-পরিকল্পনার জন্যেও যে শিশিরকুমারের মস্তিষ্কই দায়ী, এমন সন্দেহ আমরা অনায়াসেই করতে পারি। "বিরাজ-বৌ"য়ের অভিনয়ের মধ্যে দুই আর্টের—সঙ্গীত ও নাট্য কলা—এই অভাবিত মিলনও আমাকে অল্প আনন্দ দেয় নি। আজও যে শিশিরকুমারের মস্তিষ্ক নিস্তেজ হয় নি, প্রয়োগ-নৈপুণ্যের এত-বড় পরিচয় পাবার পর সে-সত্য আর কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না।

---


বিশেষ দ্রষ্টব্য

নাচঘর কার্য্যালয়ঃ —

১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন নং কলিকাতা ৩১৪৫

ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্তচিঠিপত্র, টাকাকড়ি, বিজ্ঞাপন, ব্লক প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে নিমন্ত্রণ ও বিনিময়-পত্র এবং প্রবন্ধাদি ২০৩।১ অপার চিৎপুর রোড, বাগবাজারে সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।




# তিমির-সংবর্দ্ধনায়

## সভাপতির অভিভাষণ

সমবেত বন্ধুগণ—

আজকের সন্ধ্যায় বাঙ্গলার একজন শ্রেষ্ঠ সুর-শিল্পীর অভ্যর্থনা ও অভিনন্দনের জন্য আজ আমরা সম্মিলিত হয়েছি। ইনি আপনাদের সুপরিচিত তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য। উদয়শঙ্করকে অগ্রণী করে, এবং কয়েকটী যন্ত্রশিল্পীকে সহযোগী ও সহকর্ম্মী করে—য়ুরোপে ও মার্কিন দেশে জয়-যাত্রায় বেরিয়েছিলেন প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে। অভিযানের পর দিগ্বিজয় করে দেশে ফিরেছেন—বিদেশের বরমাল্য নিয়ে। তাই দেশের সঙ্গীত-রসিকরা,—দেশের কলা-লক্ষ্মীরা আজ তাঁকে অভিনন্দনের মালা-চন্দন দিয়ে সমাদর কর্ত্তে এসেছেন। আমাদের দেশের শিল্প-প্রতিভা বিদেশে বিজয়-লাভ কর্ত্তে না পাল্লে, দেশের চিত্ত জয় কর্ত্তে পারে না,—আমাদের দেশের দাস-মনোভাবের ইতিহাসে এইটা একটা বড় ক্ষোভের কথা,—বড় দুঃখের কথা। আমাদের দেশের কবিসম্রাট ও কবি-"সার্ব্বভৌম" আজও অভিযোগ করে বেড়ান যে, তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান ও সমাদর তিনি বিদেশে যেরূপ পেয়েছেন স্বদেশে ততটা পান নাই। গ্রাম্য যোগীর অদৃষ্টে ভিক্ষা বড়ই দুর্ঘট। কিন্তু শিল্পীর সাধনা,—যশের কাঙ্গালীপনা নহে,—জনপ্রিয়তার মাধুকরী নহে। শিল্পীর নিবেদন তাঁহার আদর্শের আরাধ্য-দেবতার অভিমুখে পূজার অর্ঘ্যদান। তাঁহার অন্তরের ইষ্টদেবতার জাগরণ ও প্রসাদলাভ। যে শিল্পী তাঁহার অন্তরের শিল্প-দেবতাকে ভোলাতে না পারেন, তিনি যথার্থভাবে লোক ভোলাতে পারেন না, জনপ্রিয় হতে পারেন না। সেই অন্তরের তাঁকে না তুষ্ট কর্ত্তে পাল্লে, জগৎকে তুষ্ট কর্ত্তে পারেন না। "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং।" একটা কথা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি। সেটা এই যে, শিল্পের রাজ্যে স্বরাজ্য না পেলে, আমরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বরাজ্য কখনই পাব না। যে জাতি শিল্পীর আদর জানে না, যে জাতি শিল্পের রস-বোধ-শক্তি হারিয়েছে, সে জাতি রাষ্ট্র-শক্তির অধিকারী নহে। জাতির সমস্ত দিক সমগ্রভাবে জাগ্রত না হলে, তাহার স্বরাজ্যের স্বপ্ন আকাশ-কুসুম। বিদেশের চক্ষে ভারতের সভ্যতা ও সাধনার ও জাতীয় যোগ্যতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় দিতে পারেন তাঁরা, যাঁরা আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্প-সাধক ও শিল্পী। দেশের শিল্পী, দেশের কবিরাই দেশের যোগ্যতার যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ করে দিতে পারেন। সেইজন্য আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের দেশের শিল্পীদের বিদেশে অভিযান, রাজনৈতিক অভিযান, গোল-টেবিলের আবেদন-নিবেদনের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান। সুতরাং সুর-শিল্পী তিমিরবরণের এই শিল্পের অভিযান, এই "আর্টিষ্টিক্ মিশন", রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, সুভাস বসু বা সরোজিনী নাইডুর রাজনৈতিক অভিযান হইতে কোনও অংশে হীন নহে।

আমাদের দেশের পক্ষ থেকে, উদয়শঙ্করের সুর-শিল্পীর দল—য়ুরোপে অভিযান করে যে জয়মাল্য নিয়ে এসেছেন, বিদেশে আমাদের দেশের মূল্য বাড়িয়ে দিয়ে এসেছেন,—তাহার জন্য আমরা সকলেই তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ ও ঋণী। তাঁহারা আমাদের প্রীতির, শ্রদ্ধার ও সমাদরের পাত্র। এই প্রীতির, এই শ্রদ্ধার সামান্য পরিচয়ের জন্য আজকের এই অভিনন্দনের আয়োজন। কেবল কথার অর্ঘ্য রচনা করে, বাক্যের বর-মালা দিয়ে সুর-শিল্পীর সম্যক সম্বর্দ্ধনা হয় না—সেইজন্য আমাদের এই অনুষ্ঠানের কর্ত্তারা একটু সুর ও সঙ্গীতের আয়োজন করেছেন,—'গঙ্গাপূজা—গঙ্গা জল দিয়াই সম্পন্ন করিবার বিধি' আছে। বাক্যের বন্দনা অপেক্ষা সুরের বন্দনা—সুরশিল্পীর সমধিক প্রিয়কর।

বাঙ্গলা দেশের সমস্ত শিল্পীদের পক্ষ হতে, আমাদের সমিতির বন্ধু ও বান্ধবীগণের পক্ষ হতে এবং আমার নিজের পক্ষ হতে, আমি তিমিরবরণ ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের—সাদর অভিনন্দন ও প্রীতি নিবেদন কচ্ছি। *

---

* গেল বৃহস্পতিবার ৯ই আগষ্ট ওয়াই, ডব্লিউ, সি, এ-হলে তিমিরবরণকে সংবর্দ্ধিত করবার জন্য যে অনুষ্ঠান হয়েছিল, তাইতে সভাপতি শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এই অভিভাষণটি পাঠ করেছিলেন। নাঃ সঃ

এবং সেই কারণে পাঠকদের দৃষ্টিকে তার প্রতি আকৃষ্ট করবার জন্যে আমরা এখানে সেই লাইনটি আলাদা ক'রে তুলেছিলুম। প্রতীচ্যে সম্মানলাভের সার্থকতা কি, তা বোঝাতে গিয়ে অর্দ্ধেন্দ্রকুমার বলেছেন—"আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের দেশের শিল্পীদের বিদেশে অভিযান, রাজনৈতিক অভিযান, গোল-টেবিলের আবেদন-নিবেদনের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান।" —অর্দ্ধেন্দ্রকুমারের এই উক্তিকে অসত্য ব'লে অস্বীকার করবার উপায় নেই। বাস্তবিকই, ভারতকে আজ নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রতে হ'লে বিদেশীর চোখে ভারতকে বড়ো ক'রে তুলে ধরতেই হবে এবং সেই শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার কাজ মাত্র ভারতের শিল্পী, কলাবৎ ও কবিদের দ্বারাই সম্ভব। আর্টের ক্ষেত্রে ভারতের দানকে গরীয়ান্ রূপে দেখাতে আমরা যেদিন সক্ষম হব, সেদিন ভারত জগতের কাছে আবার সম্মানের আসন লাভ করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার পথও সুগম হয়ে আসবে—এ-কথা আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।

*

আকস্মিক মৃত্যুজনিত সাংসারিক বিপৎপাত হওয়ায় আমরা এ-হপ্তায় রঙ্‌মহলের নূতন কীর্ত্তি "কাজরী" সম্বন্ধে কোন রকম আলোচনাই ক'রতে পারলুম না। আশা করি, আস্‌চে হপ্তায় আমরা আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন ক'রতে পারব।

---

## গান

( হেমেন্দ্রকুমার রায় )

নতুন রাখাল, কোন সুরে গাও গান?
তোমার মেঠো-সুরের কাঁদন
দ্যায় কাঁদিয়ে প্রাণ!

*

হাতে নিয়ে বাঁশের বাঁশী
প্রথম যেদিন কাছে আসি,
ডাক্‌লে আমায় বন্ধু ব'লে
জুড়িয়ে গেল কাণ!

*

রসিক রাখাল, কোথায় তোমার দেশ?
মোর বাগানের ফুল তুলে রোজ
সাজাও কেন কেশ?

*

সাঁজের বেলায় মাঠ পেরিয়ে
ঘুমোও তুমি কোথায় গিয়ে,
আমার কাছে রেখে তোমার
বাঁশীর অভিমান!

---

## শিশিরকুমারের 'নীলাম্বর'

( হেমেন্দ্রকুমার রায় )

এক স্নেহাস্পদ বন্ধু 'নব-নাট্যমন্দিরে' প্রথম রাত্রেই "বিরাজ-বৌ" দেখতে গিয়েছিলেন। পরদিন তিনি এসে অভিনয়ের যে 'রিপোর্ট' দিলেন, তা খুব আশাপ্রদ ব'লে মনে হ'ল না।

আমি জানতুম, "বিরাজ-বৌ" রঙ্গমঞ্চের উপযোগী উপন্যাস নয়। ভাবলুম, সেই জন্যেই হয়তো এ পালাটি জমতে পারে নি।

কিন্তু তারপরেই মনে হ'ল, শিশিরকুমারের একটি চিরকেলে বদ্-অভ্যাসের কথা। প্রথম রাত্রে প্রায়ই তিনি অপ্রস্তুত অবস্থায় রঙ্গমঞ্চের উপরে আবির্ভূত হন। বন্ধুকে বললুম, "দুই-তিন রাত পরে তুমি আবার 'বিরাজ-বৌ' দেখ্‌তে যেও। খুব সম্ভব, তখন তোমার মত্ পরিবর্ত্তিত হবে।"

বন্ধু কয়েক রাত পরে আবার 'বিরাজ-বৌ' দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁর মত্ পরিবর্ত্তিত হয়েছে।

আমিও "বিরাজ-বৌ" দেখে এসেছি—বোধ হয় সপ্তম রাত্রে, অর্থাৎ শিশিরকুমার প্রস্তুত হবার যথেষ্ট অবসর পাবার পর। "নীলাম্বরে"র ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয় আমার ভালো লেগেছে।

"আলমগীর", "রাম", "ভীম", "সাজাহান" ও "দিগ্বিজয়ী" প্রভৃতি ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয়কে ডিকেন্সের ভাষায় "massive and concrete" বলা যায়। কিন্তু নীলাম্বরের ভূমিকায় সে-শ্রেণীর অভিনয়-কৌশল দেখাবার কোনই সুযোগ নেই। নীলাম্বর হচ্ছে একজন সহজ-সরল, সাদাসিধে পাড়াগেঁয়ে মানুষ—কলকৌশল, প্যাঁচোয়া বুদ্ধির কোন ধারই ধারে না। কাজেই এ ভূমিকায় শিশিরকুমার একেবারে ঘরোয়া অভিনয় করেছেন। এর মধ্যে লম্ফ-ঝম্ফের একান্ত অভাব দেখে হয়তো সাধারণ দর্শকরা ততটা খুসি হবে না। গ্যালারিতে হয়তো অসন্তোষের সৃষ্টি হবে। কিন্তু কার্লাইল্ বলেছেন, "The public is an old woman!" শিশিরকুমারের মতন শিল্পীর দৃষ্টি গ্যালারির দিকে আকৃষ্ট হয় না।

কিন্তু ঘরোয়া অভিনয়ের মধ্যে শিশিরকুমার কতখানি সূক্ষ্ম নাট-নিপুণতা প্রকাশ করেছেন! বিরাজ-বৌ গৃহত্যাগ করার পর একদিন ছোট-বৌ যখন নীলাম্বরকে ডেকে বলে—"বাবা, রান্না হয়ে গেছে!", তখন "অ্যাঃ, রান্না হয়ে গেছে" ব'লে নীলাম্বরের সেই বুক-ভাঙা আর্ত্তনাদ,—অভিনয়-নৈপুণ্যের সে এক স্মরণীয় নিদর্শন! এই আর্ত্ত বাণীর দ্বারা শিল্পী শিশিরকুমার আমাদের বুঝিয়ে দিলেন, রান্না হয়ে গেছে শুনে বিরহী নীলাম্বরের মনে প'ড়ে গেল, বিরাজ-বৌও রোজ তাকে এমনি ক'রে ডেকে, পাতের কাছে এসে কত আদর ক'রে খাওয়াতে বস্‌ত! আজ সে প্রাণের মানুষ নেই, তবু তাকে গিয়ে খেতে বসতে হবে একাকী, শূন্য প্রাণে!

এ ছাড়া বিরাজ-বৌয়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তার সময়ে, আরো অনেক সাধারণ কথাকে শিশিরকুমারের প্রতিভা কতখানি অসাধারণ ক'রে তুলেছে, আপাততঃ সে-সব সবিস্তারে বলবার জায়গা আমাদের নেই। নাট্যকারের উজ্জ্বল বর্ণনাকে বা বিশেষরূপে ঘনীভূত রসকে অধিকতর উপভোগ্য ক'রে তুলতে পারেন অধিকাংশ সাধারণ অভিনেতাই। কিন্তু যে-সব ছোট ছোট কথা তাঁদের চোখ এড়িয়ে যায়, প্রতিভাধর অভিনেতার শক্তি সেই-সব ক্ষেত্রেই বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু সৃষ্টি করতে পারে।

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা ] Regd. No. 1304. [ বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা

১০ম বর্ষ
৩০শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
সহকারী সম্পাদক—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

৭ই ভাদ্র
১৩৪১

## কলালাপ

হ্যাঁ, "কাজরী"তে লীলা-বৈচিত্র্য আছে, স্বীকার করি। এতটু কেন, প্রচুর পরিমাণেই আছে।

*

কারণ বাঙলায় সাধারণ নাট্যশালার গোড়াপত্তনের দিন থেকে সুরু ক'রে আজ পর্য্যন্ত রঙ্গপীঠের উপর অভিনয়ের নামে এতখানি ব্যভিচার অনুষ্ঠিত হয়েছে ব'লে শুনি নি। প্রহসন বা নাট্যরঙ্গ নামে অনেক নিম্নশ্রেণীর জিনিষ আমাদের বহু বারই হজম ক'রতে হয়েছে, হচ্ছে এবং হয়ত' পরেও হবে। নাটকের পাত্র-পাত্রীদের কথায়, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের হাবভাব বা অঙ্গভঙ্গীতে অনেক রকমের অশ্লীলতা আমাদের চোখ দিয়ে দেখতে হয়েছে, কাণ দিয়ে শুনতে হয়েছে। কিন্তু "কাজ্‌রী"তে হাস্যরস পরিবেষণ করবার ছলে "রঙ্‌মহলে"র কর্ত্তৃপক্ষ যে-অভিনব কাণ্ড করেছেন, তার জুড়ী কোন দিন পাইনি এবং ভবিষ্যতে কোনও দিন পাব ব'লেও আশা করি না।

নিউ থিয়েটার্সের—
'মহুয়া'র একটী দৃশ্যে—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

*

একদল ভদ্রঘরের ছেলেমেয়ে একটি পাব্‌লিক ষ্টেজ ভাড়া নিয়ে "কাজ্‌রী" নামে একখানি লিরিক্‌-ড্রামা অভিনয় করছেন—এই ভাবে "রঙ্‌মহল" তাঁদের "কাজ্‌রী"কে দর্শক-সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন। লিরিক্‌-ড্রামাটি তিন দৃশ্যে সম্পূর্ণ, তারা রঙ্‌মহলের কাজ্‌রীর ২য়, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ দৃশ্য। কিন্তু এদের সামনে, পেছনে, মাঝে ১ম, ৩য়, ৫ম ও ৭ম দৃশ্য রূপে যে-নাট্যরঙ্গকে জবরদস্ত ভাবে এঁটে দেওয়া হয়েছে, তার নাম হচ্ছে গ্রীণরূম, অবশ্য "রঙ্‌মহলে"র মতে। এবং সে-গ্রীণরূমটি হচ্ছে একটি সৌখীন-সম্প্রদায়ের। এবং এই সৌখীন-সম্প্রদায় মাত্র পুরুষ নিয়েই গঠিত নয় ( যেখানে স্ত্রী-ভূমিকা অভিনয় করবার জন্যে পুরুষকেই দাড়ি-গোঁফ চেঁচে মেয়েলি পোষাক গায়ে চড়াতে হয় ), এর ভিতর আছে ভদ্রঘরের ছেলে এবং মেয়ে—যুবক এবং যুবতী—নর এবং নারী।

*

"রঙ্‌মহল" বিজ্ঞাপন মারফত জানিয়েছেন, এই গ্রীণরূমের ভিতর আছে 'চেনা-অচেনা কত নর-নারী!' আমরা কিন্তু এই 'চেনা-অচেনা কত নর-নারীর' ভিতর দিয়ে একটি মাত্র নরকে—বৃহৎ নরকে পরিপূর্ণ রূপে চিনতে এবং বুঝতে এবং জানতে পেরেছি; তিনি হচ্ছেন জোড়াবাগান পুলিশকোর্টের উকীল শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল্‌। 'রঙ্‌মহল' অবশ্য "কাজ্‌রী" সম্পর্কিত প্রাচীর-পত্রের কোথাও ঘূণাক্ষরেও জানান নি, এই অপূর্ব্ব মহানাটিকাটির জন্মদাতা কে বা কারা, এমন কি "কাজ্‌রী"র অনুষ্ঠান-লিপিতেও এর লিরিক-ড্রামা অংশের লেখক সুকবি শৈলেন্দ্রনাথ রায় ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তির নামোল্লেখ নেই। কিন্তু দু'একদিন বাদেই Advance কাগজের বিজ্ঞাপনে নজরে পড়ল,—"Kajari, with interludes by Sourindra M. Mukerjee." লোকের মুখে শুনে, অপরাপর পত্রিকাদিতে প'ড়ে এবং "কাজ্‌রী" অভিনয়ের প্রথম রাত্রিতে ভদ্রলোকটিকে "রঙ্‌মহলে"র প্রেক্ষাগারে ব্যস্তসমস্ত ভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে যে-খবরটা কাঁচাভাবে আমাদের জানা হয়েছিল, তারই পাকা শীলমোহর মিলল এই Advance-বিজ্ঞাপনী স্তম্ভে। "রঙ্‌মহল" কর্ত্তৃপক্ষকে এর জন্যে ধন্যবাদ—তাঁরা গুণীর সন্ধান মিলিয়ে দিয়েছেন।

*

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় নামক উকীলপ্রবরটি অশ্লীলতার অজুহাতে অতি-আধুনিক সাহিত্যের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করেন, বুদ্ধদেব-অচিন্ত্য প্রমুখ অতি-আধুনিকেরা শুনতে পাই তাঁর চক্ষুশূল ( তাদের

বইয়ের জন্যে তাঁর উপন্যাসের বিক্রী কমে গেছে কিনা, কে জানে ? ) সাহিত্য-ক্ষেত্র থেকে দুর্নীতিকে সমূলে উৎপাটিত করবার জন্যে তাঁর উৎসাহ এবং চেষ্টার অন্ত নেই। কিন্তু এহেন "নীতিবাগীশ" সৌরীন্দ্রমোহন ভদ্রঘরের ছেলেমেয়ে নিয়ে গঠিত সৌখীন-সম্প্রদায়ের অভিনয়ের "যবনিকার অন্তরালে" ( Back-stage-এ) কি দৃশ্য, কি ঘটনা, কি কথাবার্ত্তার অবতারণা করেছেন, শুনবেন ? আমরা দেখে চোখ বুজেছি শুনে কানে আঙুল দিয়েছি ( আমরা আসন পরিত্যাগ ক'রে প্রেক্ষাগার থেকে সটান বাড়ী চ'লেই আসতুম, যদি না সমালোচকের কঠিন কর্ত্তব্যের নাগপাশ আমাদের চারদিক বেড়ে থাকত ), আপনারাও কাণ ঢাকবেন এবং এ-কথা আপনাদের না শোনানোই আমাদের উচিত ছিল। কিন্তু "কাজ্‌রী-কলঙ্ক-কাহিনী" প্রকাশিত ক'রতেই হবে,—ভদ্রবংশসম্ভূত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত "রঙ্‌মহলে" ভদ্রঘরের ছেলেরাই "কাজ্‌রী"তে অভিনয় করছেন এবং ভদ্রঘরের পুরুষ-স্ত্রী পয়সা খরচ ক'রে সেই "কাজ্‌রী" দেখতে যাচ্ছেন।

•

তবে শুনুন :—ভদ্র ছেলেমেয়ের অভিনয়ের গ্রীণরুমের ভিতর এসে সিনেমা-ডিরেক্টার নায়িকা-নির্ব্বাচনের অজুহাতে ভদ্রযুবতীর বক্ষস্থল ( bust ) মাপতে চাইছেন ফিতে ধ'রে ; ভদ্রমেয়েকে অঙ্গভঙ্গী সহযোগে বলছেন, 'এখন নিরিবিলি আছে, কেউ নেই ; আপনি অসঙ্কোচে আমার সামনে আপনার অন্তর মেলে ধরুন'-গোছের কথা এবং এই উপলক্ষ্যে একজন ভদ্র-কিশোরী অপরকে বলছে, "আমি লোকটাকে বললুম, আপনি আমার কে আপনার জন যে, আপনার সামনে আমার অন্তরটি মেলে ধরব" ( এখানে নিশ্চয়ই বুঝিয়ে ব'লতে হবে না যে, 'অন্তর'-কথাটি একটু বিশেষার্থ-ব্যঞ্জক ), অ্যামেচার পার্টির অভিনয়-অন্তে ভদ্রকিশোরী কোয়েলা সিঙ্গি পার্টির পেট্রন মহিষাসুর-সদৃশ বিরূপাক্ষ সাধুখাঁর সঙ্গে Rolls-Royce-এ চেপে ব্যারাকপুরের বাগানে যাচ্ছেন, ভোরের আগে বাড়ী ফিরতে পারলেই কোন গোল হবে না এই ভরসা বুকে ক'রে, এবং সেই বিরূপাক্ষ সাধুখাঁ ভদ্রমেয়ে কোয়েলা সিঙ্গির সামনেই ছাতি ফুলিয়ে বলচে, "আজকালকার মেয়েদের কাছে রূপ অচল, কিন্তু মোটর-গাড়ী খুব সচল ( আমরা বলি, "এরোপ্লেন্" আরও ঢের বেশী সচল ) আজকালকার মেয়েদের পেতে হ'লে Rolls Royce-এ চাপাতে হবে, ফিরপো পেলিটিতে খাওয়াতে হবে, বায়োস্কোপ দেখাতে হবে" ইত্যাদি এবং ভদ্রমেয়ে সেই কথা মাত্র নীরবে মেনে নিয়েই ক্ষান্ত হ'ল না, খুব হাসির সঙ্গে সমর্থন ক'রে বেহায়াপনার চূড়ান্ত দেখালে।—বই যে এখনও বোধ হয় ছেপে বেরোয়নি ; নইলে এম্‌নি ধারা আরও কত কি আপনাদের শোনাতে পারতুম। কিন্তু এই-ই বোধ হয় যথেষ্টের চেয়ে অধিক হয়েছে !

•

সাধারণ রঙ্গালয়ের এবং ভদ্র ছেলেমেয়েদের অভিনয়ের—দু'রকমেরই সাজঘরের সঙ্গে একটু-আধটু কেন, বিশেষভাবেই পরিচিত হবার সুযোগ আমাদের হয়েছে। তার কোনটিতেই সৌরীন্দ্রমোহনের আঁকা সাজঘরের ছবি দেখবার দুর্ভাগ্য আমাদের কোনদিনই হয়নি। সাধারণ রঙ্গালয়ের সাজঘরে এ-জিনিষ ঘটে না, এটুকু সৌরীন্দ্রমোহনেরও দেখবার সুযোগ হয়েছে ! এবং পাব্লিক থিয়েটারের back-stage-এ এ-জিনিষ ঘটছে দেখালে পাব্লিক থিয়েটার "রঙ্মহল" তা কোন ক্রমেই অভিনয় করতেন না ; কারণ নিজের গালে নিজে হাতে ক'রে চুণকালী মাখতে বোধ করি অতি-বড় নির্লজ্জেও পারে না। অতএব যে-সাজঘরের কাছাকাছিও যাবার সুযোগ-সুবিধা হয়নি কোনও দিনই সৌরীন্দ্রমোহনের এবং ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই হবে না, সেই ভদ্র ছেলে-মেয়েদের সাজঘরের বাস্তব-চিত্র তিনি এঁকে ফেলেছেন কল্পনার পাগ্‌লার উপর ভর ক'রে এবং জীবনে সুযোগ দু'বার আসেনা, এই মহাবাক্য স্মরণ হওয়ায় এই ছবি আঁকবার ফাঁকে তিনি "চেনা-অচেনা নরনারী"কে পরমানন্দে গালাগাল দিয়ে জীবনের এক মহাকর্ত্তব্য সম্পাদন ক'রে নিশ্চিন্ত হলেন। বিবোদ্গার করবার সময় তিনি মুহূর্ত্তের জন্যেও ভেবে দেখলেন না, এতে ধরা পড়ল কে, ক্ষতি হ'ল কার ?—রঙ্‌মহলকে ধন্যবাদ—তাঁরা সাধুর সন্ধান মিলিয়ে দিয়েছেন।

•

কিন্তু অবাক হয়েছি, সৌরীন্দ্রমোহনের আচরণ দেখে। অত বড় একজন উকীল, অমন দিগ্‌গজ একজন উপন্যাস-গল্প-নাটক-নাটিকা-চিত্রনাটক লিখিয়ে আজ হঠাৎ একজন অখ্যাতনামা নবীন নাট্যকারের প্রথম প্রচেষ্টার ভিতর নিজের অপূর্ব্ব সৃষ্টিটিকে বেনামায় নেহাৎ গোঁজামিলের সামিল ক'রে চালাতে গেলেন কেন ? স্বতন্ত্র রঙ্গনাট্য হিসেবে এটিকে "রঙ্‌মহলে"র দ্বারা অভিনয় করাতে পারলে তিনি যে একদিনেই রসরাজ অমৃতলালের 'পোষ্ট' অধিকার ক'রতে পারতেন। শ্লেষগুলো অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়ে হঠাৎ বিষবাণের রূপ ধারণ ক'রে ফেলেছে ব'লেই কি তিনি প্রথমটায় আত্মগোপন ক'রতে চেয়েছিলেন ? কিন্তু ব্যক্তি বা দল বিশেষকে লুকিয়ে গাল দেয় যারা, তাদের যে দুষ্টলোক কাপুরুষ ব'লে থাকে। সৌরীন্দ্রমোহন নিশ্চয়ই কাপুরুষ নন। অশ্লীলতা বিরোধী সৌরীন্দ্রমোহন এই আত্মগোপন-প্রচেষ্টাই আমাদের বলে দিচ্ছে যে, তাঁর অঙ্কিত চিত্রকে তিনি নিজেই অশ্লীল ব'লে মনে নিয়েছেন।

•

এবং "কাজ্‌রী" অভিনয়ান্তর্গত এই back-stage-দৃশ্যকে মাত্র অশ্লীল বললেই যথেষ্ট হবে না, এ হচ্ছে রীতিমত কদর্য্য এবং ঘৃণ্য ! Obscene-ই এর পর্য্যাপ্ত আখ্যা নয়, এ হচ্ছে পুরোপুরি vulgarism-এ ভর্ত্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে libellous. যে-সব ভদ্রমেয়ে আজকাল ভদ্রছেলের সঙ্গে মিলেমিশে কখনো-সখনো অভিনয় করেন, তাঁদের এ-রকম জঘন্য ভাবে বেশ্যারও অধম ক'রে আঁকবার অধিকার, আশা করি, কারুরই নেই। সেই আদিমকালের প্রথম মনু ও মানবী থেকে সুরু ক'রে কালকের পর্য্যন্ত অতীত নরনারীদের প্রত্যেকেই কিছু ভীষ্ম বা শুকদেব ছিল না এবং কোনও দিনই তা থাকবে না ; কারণ—মনুষ্য হচ্ছে মানুষ, সে দেবতা বা দানব নয় এবং মানুষের গুণ-অগুণ, মহত্ত্ব-নীচতা, সবলতা-দুর্ব্বলতা থেকে সে কখনই নিজেকে মুক্ত ক'রতে পারবে না। খৃষ্ট বলেছিলেন, "ঐ অধার্ম্মিকার গায়ে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করবার আগে নিজে পাপী কি না, তা ভালো ক'রে ভেবে দেখ।" কাজেই একটা বিশেষ কোন দলের বা শ্রেণীর মেয়েদের বিশেষভাবে খারাপ ব'লে দেগে দেবার প্রবৃত্তিকে আমরা অমানুষিক নীচতা এবং বর্ব্বরতা ব'লেই মনে করি।

•

ভাবি, "রঙ্‌মহলে"র স্কন্ধে এই অমঙ্গুলে অমাবস্যার অভিশাপ আরোহণ ক'রলে কোন্ কুক্ষণে ! এই রঙ্গালয়-সম্পর্কিত কেউ কেউ এমনও আছেন ব'লে জানি, যাঁদের নিকট-আত্মীয়ারাও ভদ্রছেলেদের সঙ্গে অভিনয় করেছেন এবং ভদ্র ছেলেমেয়েদের অভিনয়-ব্যাপার যাঁদের ভালো রকমই জানা আছে। অভিজাত-সম্প্রদায়ের শিক্ষিত যুবক-আজ কার বা কাদের সংসর্গ-গুণে এমন বিচার-বিবেচনাশূন্য হয়ে চক্ষুলজ্জা এবং ভদ্রতাজ্ঞান হারাতে বসেছেন, কোন্ অহঙ্কারে আজ নিজের মাতৃ এবং ভগ্নিস্থানীয়া ভদ্রমেয়েদের সম্মানহানিকর উদ্ভট্টে লীলারঙ্গে মেতে উঠতে

সাহসী হয়েছেন, তা' আমরা কোনক্রমেই ভেবে ঠিক ক'রে উঠতে পারছি না।

*

"কাজ্‌রী-কলঙ্ক-কাহিনী" লিপিবদ্ধ করলুম। এই কদর্য্যতার কথা লিখতে লিখ্‌তে আমাদের মন এত তেতো হয়ে উঠেছে যে, "কাজ্‌রী" নাট্যাভিনয়ের অন্যান্য বিভাগ সম্বন্ধে আর কোনও কথা বলতে আমাদের চিত্ত আপাততঃ একেবারেই নারাজ। অ্যামেচার "সাজঘরের একটী রজনীর ইতিহাস" যে-বীভৎস মূর্ত্তি নিয়ে আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত হয়েছিল, তারই কাহিনী বর্ণনা ক'রতে গিয়ে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। অতএব বর্ত্তমানের মত এইখানেই ইতি টানলুম। বারান্তরে "কাজ্‌রী" সম্পর্কে অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া যাবে।

*

আমরা রাধা ফিল্ম্‌ কোম্পানীর নতুন ছবি "শচীদুলাল" দেখে এসেছি। সকলেরই, আশা করি, জানা আছে, রাধার পূর্ব্বতন ডিরেক্টার শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ চৈতন্যদেবের সমগ্র জীবনী পর্দ্দায় প্রতিফলিত করবার মানসে পূর্ব্বাপর বিবেচনা না ক'রে দিনের পর দিন ধ'রে ক্রমাগতই negative expose ক'রে গেছেন। তারই খানিকটা অংশ কাটছাট ক'রে আগে "শ্রীগৌরাঙ্গ" নামে বাজারে বার করা হয়েছিল। এবং বর্ত্তমানে তাথেকেই শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা বিষয়ক অংশটিকে গ্রহণ ক'রে পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন করবার পর "শচীদুলাল" নাম দিয়ে দর্শকের আসনে হাজির করা হয়েছে।

*

"শচীদুলাল" সম্পর্কে রাধা ফিল্ম্‌ কোম্পানী কোনও পরিচালকের নাম বিজ্ঞাপিত করেন নি। এবং আমাদের মতে এটা বিবেচকের কার্য্যই হয়েছে। কারণ, ছবির বর্ত্তমান রূপের জন্যে নিশ্চয়ই শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষকে পুরোপুরিভাবে দায়ী করা চলে না এবং অনেক কাঠখড়কে পুড়িয়ে যিনি ছবিখানিকে বাজারে বার করবার মতো ক'রে দিয়েছেন, তিনিও নিশ্চয়ই "শচীদুলালে"র মত ছবির জন্মদাতা ব'লে পরিচিত হওয়াকে খুব বড়ো একটা গৌরবের বিষয় ব'লে মনে করেন না। প্রকাশ ক'রতে বাধা নাই যে, এই শেষোক্ত ব্যক্তির নাম হচ্ছে শ্রীচারু রায়।

*

অবশ্য "শচীদুলালে" কোন্‌ কোন্‌ দৃশ্যের এবং অংশের জন্যে চারু রায়ের দায়িত্ব আছে, তাদের বেছে নিতে আমাদের বিন্দুমাত্র কষ্ট হয়নি সমস্ত ছবিখানার ভিতর থেকে। কারণ যেখানেই তাঁর হাতের ছাপকে আমরা দেখতে পেয়েছি, সেখানেই একটা-না-একটা বিশেষত্ব, কোনও-না-কোন সূক্ষ্মতা আমাদের মনকে খুসী করেছে। চারু রায়ের সম্পাদনা-গুণেই "শচীদুলাল" কোথাও অনড়-অচল হয়ে পড়েনি, খুব দ্রুত তালে (quick tempo-তে) ঘটনার পর ঘটনাতে গিয়ে পড়েছে। ব'লতে হবে, বাঙলা ছবির পক্ষে এ একটা অভাবনীয় ব্যাপার।

*

"শচীদুলাল"কে আমরা উপভোগ করেছি এবং আমাদের বিশ্বাস, সাধারণ দর্শকের মন ভুলোবার মতো ক্ষমতা তার আছে যথেষ্টই। বালক-নিমাইয়ের ভূমিকায় শ্রীমতী পূর্ণিমার অভিনয় যে-কোনও রসিককে বিস্মিত ও চমৎকৃত করবে। এতখানি সহজ ভাবে এত সুন্দর অভিনয় ক'রতে আমরা দেশী ছবিতে আর কাউকে কখন ত' দেখিইনি, এমন কি বিদেশী ছবিতেও মাত্র দু'একজনকেই দেখতে পেয়েছি। গান গাইতে, কথা কইতে, চলতে, ফিরতে, তাকাতে—সবদিকেই শ্রীমতী পূর্ণিমা সমান দক্ষতা দেখিয়েছে। এবং ছবিখানির সবটাই জুড়ে আছে এই বালিকা অভিনেত্রীটি। ছবিখানিতে আরও কেউ কেউ হয়ত' ভালো গান গেয়েছেন কিংবা ভালো অভিনয়ও করেছেন, কিন্তু শ্রীমতী পূর্ণিমার কাছে তাঁরা সকলেই হয়ে পড়েছেন তেমনই নিষ্প্রভ, যেমন হয়ে পড়ে ক্ষুদে তারাগুলি পূর্ণচন্দ্রের পাশে। "শচীদুলাল" দেখতে যাওয়া মানেই হচ্ছে শ্রীমতী পূর্ণিমাকে দেখতে যাওয়া এবং আমরা বলি, তাকে দেখতে গিয়ে লাভও আছে। কারণ এ-রকম নাট-নিপুণতার নমুনা সচরাচর মেলে না।

*

এক-আধ জায়গা ছাড়া "শচীদুলালে" আলোক-চিত্রের কাজ প্রশংসনীয়। কিন্তু শব্দ-গ্রহণে সর্ব্বত্র সমতা রক্ষিত হয়নি—তা' হয়েছে কোথাও ভালো এবং কোথাও মন্দ।

---

# চিত্রপুরীঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

( রঞ্জন রুদ্র )

**চিত্রপরিচয়ঃ** শচীদুলাল ( রাধা ফিল্ম্স্ )
প্রধান ভূমিকায়—শ্রীমতী পূর্ণিমা।
কাল থেকে ছবিখানি কর্ণোয়ালিশে দ্বিতীয় সপ্তাহে পড়বে।

*

"শচীদুলাল" ভক্তিরসাশ্রিত ছবি। এবং শুদ্ধমাত্র সেই দিক থেকে যদি বিচার করা যায় তাহলে মোটের উপর ছবিখানি মন্দ হয় নি। যাঁরা ছবির মধ্যে ভক্তি-রস আস্বাদন ক'রে আনন্দ পেতে চান তাদের কাছে "শচীদুলালে"র আবেদন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হবে না।

*

"শচীদুলালে"র অভিনেতৃবর্গ নিন্দের অভিনয় করেন নি—সবাই কাজ চালিয়েছেন। নাম ভূমিকায় শ্রীমতী পূর্ণিমা যে গানগুলি গেয়েছেন তা শ্রোতৃবর্গের তুষ্টি বিধান করতে সক্ষম হয়েছে।

বস্তুতপক্ষে এই গানগুলিই হচ্ছে ছবিখানির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।

*

নিউ থিয়েটার্সের "মহুয়া" আসছে হপ্তায় সুরু হবে। ছবিখানির ট্রেলার যা দেখেছি, মূল ছবির মধ্যে আগাগোড়া যদি সেই রকম উৎকর্ষ বজায় থাকে তাহ'লে বিনা দ্বিধায় বলতে পারি—"মহুয়া" বাঙ্লা চিত্রজগতে একটি সুনির্দ্দিষ্ট landmark সৃষ্টি করবে।

ওঁদের "হিন্দী রূপলেখা" নিউসিনেমায় মুক্তির অপেক্ষা করছে।

*

কালী ফিল্ম্সের "তরুণী" সম্পূর্ণ হয়েছে। রূপবাণী চিত্রগৃহে অচিরেই তার দেখা মিল্‌বে। কালী ফিল্মসের পরবর্ত্তী ছবি যা দর্শকরা দেখতে পাবেন তা হচ্ছে "প্রফুল্ল"। ডিসেম্বর মাসেই সম্ভবত "প্রফুল্ল" দর্শকদের অভিবাদন করতে সক্ষম হবে। "প্রফুল্ল"কে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য কালী ফিল্ম্সের কর্তৃপক্ষ যে অভিনেতৃ সমাবেশ করেছেন তা অভাবনীয় বল্লেও অতিশয়োক্তির অপরাধ করা হয় না।

*

গত বৃহস্পতিবার "রাধা-ফিল্মে"র ষ্টুডিওয় একটি প্রীতি-সম্মেলন হয়ে গেল। উপলক্ষ ছিল—ওঁদের শব্দ-শিল্পী শ্রীযুক্ত রক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি-এস্-সি উপাধিতে ভূষিত হওয়ার জন্য তাঁর প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন।

ডাক্তার রক্ষিতকে অভিনন্দিত করি।

*

"চিত্রা"য় কাল থেকে হলমূকের ছবি Ghoulদেখানো হবে। এই ছবিতে খ্যাতনামা "ভীষণ"-অভিনেতা বোরিস্ কার্লফ্ সু-অভিনয় করেছেন। তার সঙ্গে আছেন আর একজন বিখ্যাত বিলাতী অভিনেতা—স্যার সেড্রিক হার্ড্উইক্।

*

"রূপবাণী"তে কাল থেকে আরম্ভ হবে একখানি উৎকৃষ্ট হাসির ছবি—Sons of the Desert! এই ছবিতে অভিনয় করেছেন—লরেল-হার্ডি। চিত্রপ্রিয়দের কাছে এই দুই জোড়া-ভাঁড়ের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

যাঁরা হাসির ছবি দেখতে ভালবাসেন তাঁরা Sons of the Desert দেখবেন নিশ্চয়!

*

এলফিনষ্টোনে কাল থেকে একখানি সরস-সুন্দর ছবি দেখানো হবে—Thirty Day Princess। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন—আয়তলোচনা নমিতাঙ্গী অভিনেত্রী সিল্‌ভিয়া সিড্‌নী। এই অভিনেত্রীটিকে আমাদের খুব ভালো লাগে। মেয়েটির মধ্যে এমন একটি সুমিষ্ট অথচ সুদূর একাকীত্ব আছে যা মনকে আকর্ষণ না ক'রে পারে না। তাঁর দুই বড় বড় চোখের অভিব্যক্তিও ভারী সুন্দর। সিলভিয়া সিড্‌নীর মধ্যে যে সূক্ষ্ম অথচ সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র আছে তা তাঁকে অন্য পাঁচজনের কাছ থেকে সব সময় পৃথক ক'রে রাখে।

সিল্‌ভিয়ার সঙ্গে অভিনয় করেছেন—কেরি গ্র্যাণ্ট্। ম্যাডাম্ বাটারফ্লাই-ছবিতে এই দু'জনের একত্র অভিনয় নিশ্চয় আপনাদের স্মরণ আছে।

*

"হিন্দুস্থান সাউণ্ড ষ্টুডিও" হেমেন্দ্রবাবুর "ঝড়ের যাত্রী" তোলবার আয়োজন করছেন—এখবর আপনারা আগেই পেয়েছেন। একাধিক পাঠকের প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে—হেমেন্দ্রবাবু এ-ছবি পরিচালনা করবেন না। (অন্ততঃ এখনো সে রকম কোন বন্দোবস্ত হয় নি)—'ঝড়ের যাত্রী"র কারুসজ্জা পরিচালনার ( Art Direction ) ভার তাঁর ওপর আছে।

---

# অপরেশচন্দ্র

[ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ]

( পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর )

## বঙ্গনাট্যশালায় ঐতিহাসিক নাটক

১৮৭৩ খ্রীঃ, ২২শে ফেব্রুয়ারী জোড়াসাঁকো সান্যাল ভবনস্থ ন্যাশন্যাল থিয়েটারে কৃষ্ণকুমারী নাটক প্রথম অভিনীত হয়। সাধারণ বঙ্গনাট্যশালায় ঐতিহাসিক নাটকের ইহাই সর্ব্বপ্রথম অভিনয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণের নাম :——

| | |
|---|---|
| ভীমসিংহ | গিরিশচন্দ্র ঘোষ |
| বলেন্দ্রসিংহ | নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ধনদাস | অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী |
| সত্যদাস | মতিলাল সুর |
| জগৎসিংহ | কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় |
| নারায়ণ মিশ্র | গোপালচন্দ্র দাস |
| দূত | শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় |
| অহল্যাদেবী | মহেন্দ্রলাল বসু |
| কৃষ্ণকুমারী | ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় |
| বিলাসবতী | অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ( বেলবাবু ) |
| মদনিকা | অমৃতলাল বসু |

এ স্থলে বলা আবশ্যক—তখন ন্যাশন্যাল থিয়েটারে স্ত্রী-অভিনেত্রী গ্রহণ করা হয় নাই। প্রথমাভিনয় রজনীতে গ্রন্থকার মাইকেল মধুসূদন স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় শেষ হইলে তিনি রঙ্গমঞ্চের ভিতরে আসিয়া গিরিশবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবু, নগেনবাবু, অমৃতবাবু প্রভৃতির বিশেষ সুখ্যাতি করেন। পরে ক্ষেত্রমোহনবাবুকে দেখিতে পাইয়া "Krishna Kumary you have done to perfection" বলিয়া, তাঁহাকে কোলে করিয়া নাচিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, ক্ষেত্রমোহনবাবু সে সময়ে তরুণ এবং মাইকেল সাহেবও একটু রংএর উপর ছিলেন।

### ( ভারতমাতা )

'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনীত হইবার পূর্ব্বে কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'ভারতমাতা' বলিয়া একখানি ছোট নাটিকা ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনীত হইয়া ( ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩ খ্রীঃ ) দর্শকগণের নিকট অতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। ১৩০৭ সালের পৌষ মাসে, মিনার্ভা থিয়েটারে, বঙ্গনাট্যশালার সাম্বৎসরিক উৎসব-সভায় নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে 'ভারতমাতা' সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন,—"এই সময়ে সহরে আর একটা বিষয়ের অল্পে অল্পে আদর হচ্ছিল ; সেটা স্বদেশ হিতৈষিতা, স্বাধীনতা ইত্যাদি। ন্যাশন্যাল নবগোপালের হিন্দুমেলা-টেলা উপলক্ষে নবগোপাল ও মনোমোহন বসুর বক্তৃতাদিতে ঐ সকল কথার আলোচনা হ'ত ; তখন হেমবাবুর 'ভারত-সঙ্গীত' নতুন হয়েছে, তখন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি' গানটী নতুন রচিত হয়েছে। এই সময়ে আমরা ন্যাশন্যাল থিয়েটারে 'ভারতমাতা' ব'লে একটা ছোটখাট দৃশ্যকাব্য দিলেম। এই 'ভারতমাতার' অভিনয় বড়ই শুভক্ষণে আরম্ভ হয়েছিল। সাধারণে বিষয়টা বড় appreciate ক'রলে। ভারতমাতার ক'খানা প্রচলিত গান ছিল ; সেগুলার আদর এমন বেড়ে গেল যে, শেষে আমাদের যেদিন ভারতমাতার অভিনয় না হ'ত, সেদিন দর্শকের তুষ্টির জন্য প্ল্যাকার্ডের

পরিশেষে 'ভারত-সঙ্গীত' ব'লে বিজ্ঞাপন দিতে হ'ত। মহেন্দ্রবাবু ভারতমাতা সাজতেন। এত সুন্দর অভিনয় করেছিলেন যে, আমরা তাঁকে 'মা' ব'লে ডাক্‌তেম।"

(পুরুবিক্রম)

সুবিখ্যাত নাট্যকার স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত 'পুরুবিক্রম' নামক ঐতিহাসিক নাটক, বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৭৪ খ্রী:, ২৩শে আগষ্ট তারিখে প্রথম অভিনীত হয়। দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক বঙ্গনাট্যশালায় এই প্রথম। পুরু, আলেক্‌জাণ্ডার ও রাণী ঐলবিলার ভূমিকা যথাক্রমে শরচ্চন্দ্র ঘোষ, হরিদাস দাস (জাতিতে বৈষ্ণব) এবং সুকুমারী দত্ত অভিনয় করেন। রঙ্গমঞ্চ হইতে স্বদেশ প্রেমের প্রথম স্ফুরণ এই পুরুবিক্রম নাটক হইতেই সূচিত হয়। "মিলে সব ভারত সন্তান একতান-মন-প্রাণ গাও ভারতের যশোগান! জয় ভারতের জয়— গাও ভারতের জয়" পুরুবিক্রমের এই সুবিখ্যাত গানখানি তখন প্রত্যেক শিক্ষিত সমাজেই গীত হইত।

ইহার প্রায় দেড় মাস পরে ৩রা অক্টোবর তারিখে গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারেও পুরুবিক্রমের অভিনয় হয়। তখন তাঁহারা থিয়েটারে সবে-মাত্র পাঁচটী স্ত্রী-অভিনেত্রী লইয়া "সতী কি কলঙ্কিনী" অভিনয়ে অসামান্য সাফল্যলাভ করিয়াছেন। নাটকের নায়িকার ভূমিকা কাহাকে দেওয়া হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য উক্ত পাঁচটী অভিনেত্রীকে পরীক্ষা করা হয়। পুরুবিক্রম নাটকের এক স্থানে আছে,—"পাঞ্জাব প্রদেশস্থ সমস্ত নৃপতিবৃন্দ" ইত্যাদি—এই দৃশ্যটী একসঙ্গে স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিবার জন্য প্রত্যেক অভিনেত্রীকে বলা হইল। তন্মধ্যে ক্ষেত্রমণিই কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল—এজন্য তাহাকেই নাটকের নায়িকা 'ঐলবিলা'র ভূমিকা দেওয়া হয়। আলেক্‌জাণ্ডারের ভূমিকা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পুরুর ভূমিকা মহেন্দ্রলাল বসু গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংলিসম্যান পত্রিকায় ইহাঁদের অভিনয়ের সুখ্যাতি বাহির হইয়াছিল। যথা—"Puru Bikram was produced very successfully at the G. N. Theatre, both actors and actresses playing their respective parts well." 6th Octo, 1874.

(ভারতে যবন)

সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'ভারতে যবন' নামক একখানি নাটিকা গ্রেট ন্যাশান্যালে বহুবার সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছিল। (১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ)

সরোজিনী ও অশ্রুমতী

পুরুবিক্রম ব্যতীত বেঙ্গল থিয়েটারে জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর "সরোজিনী" (১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে) এবং অশ্রুমতী নামক আরও দুইখানি দেশাত্মবোধ ঐতিহাসিক নাটক (১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে) অভিনীত হয়। উভয় নাটকই সর্ব্বজনসমাদৃত হইয়াছিল এবং ইহাদের অভিনয়ও বহুবার হইয়া গিয়াছে। পুরু-বিক্রমের ন্যায় 'সরোজিনী'ও গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারে পরে (২৬শে ডিসেম্বর ১৮৭৫ খৃঃ) কৃতিত্বের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। রণবীর, বিজয়, ভৈরবাচার্য্য ও লক্ষ্মণসিংহের ভূমিকা যথাক্রমে মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল বসু, গোপালচন্দ্র দাস এবং মতিলাল সুর অভিনয় করেন। 'সরোজিনী' নাটকের ক্ষত্রিয় মহিলাগণের জহরব্রতের গান—"জ্বল্ জ্বল্ চিতা জ্বল্‌রে দ্বিগুণ—পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা" এবং অশ্রুমতী নাটকের —"ছেড়ে দে, ছেড়ে দে আমার পাখী,"—"এখন' এখন' প্রাণ সে নামে শিহরে কেন?"—"প্রেমের কথা আর ব'লো না" ইত্যাদি গান সে-সময়ে পথে-মাঠে-ঘাটে শুনা যাইত।

"অশ্রুমতী" প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের একদিনে একটা স্মৃতি-কথা মনে পড়িয়া গেল। ভুবনবাবুর সত্ত্বাধিকারিত্বে গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারের তখন বিশৃঙ্খল অবস্থা,—গিরিশচন্দ্র সে-সময়ে থিয়েটারে বড় একটা যাইতেন না, হঠাৎ কখনও বেড়াইতে যাইতেন – এই পর্য্যন্ত। একদিন শনিবার সন্ধ্যার সময় এইরূপ বেড়া-ইতে বাহির হইয়া তিনি বেঙ্গল থিয়েটারে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ মহা আনন্দিত! সেদিন তাঁহাদের থিয়েটারে (রাত্রি ৯টায়) 'অশ্রুমতী' নাটকের অভিনয় হইবে। সকলে ধরিয়া বসিলেন—"আপনাকে আজ আমাদের থিয়েটারে 'প্রতাপসিংহ' সাজিতে হইবে।" গিরিশচন্দ্র বলিলেন—"সে কি!—এ নাটকের আমি কিছুই জানি না,—আজই আমি অভিনয় করিব কি?" থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ বলিলেন,—"রাণা প্রতাপের বিষয় তো আপনার জানা আছে;—Prompt শুনিয়া অনায়াসে অভিনয় ক'রে যেতে পারবেন। আমাদের ষ্টেজে—প্রতাপসিংহের সাজে—হঠাৎ আজ আপনাকে appear হ'তে দেখলে, দর্শকগণের আর বিস্ময়ের সীমা থাকবে না। আজ আপনাকে যখন পেয়েছি, আমরা কিছুতেই ছাড়্‌চি না!" একান্ত অনুরোধে গিরিশবাবু সাজিতে রাজী হইলেন।

দুই অঙ্ক অভিনয় করিবার পর যখন গিরিশচন্দ্র জ্ঞাত হইলেন—রাণা প্রতাপের কন্যা অশ্রুমতী—আকবর-পুত্র সেলিমের প্রেমে উন্মাদিনী, তখন তিনি কাহাকেও কিছু আর না বলিয়া রাণা প্রতাপের পোষাক-পরা অবস্থাতেই থিয়েটার হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং সম্মুখস্থ পীরুর হোটেলে গিয়া আশ্রয় লইলেন। এদিকে গিরিশবাবুকে থিয়েটারে দেখিতে না পাইয়া খোঁজ খোঁজ শব্দ পড়িয়া গিয়াছে। এমন সময়ে কোন লোক আসিয়া খবর দিল, "তিনি পীরুর হোটেলে ব'সে আহারাদি কচ্চেন।" দ্যাখ্ দ্যাখ্ বলিয়া ম্যানেজার মহাশয় পীরুর হোটেলে ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন—সত্যই তাই! বলিলেন—'ব্যাপার কি মশায়? আপনার 'সিন' এসেছে—আর আপনি পোষাক প'রেই রাস্তায় বেরিয়ে এসেছেন? খবর পাঠাইলেই তো হোটেল থেকে খাবার পাঠিয়ে দিত। চলুন—চলুন।"—গিরিশচন্দ্র বলিলেন —"আর আমি যাচ্ছি ন',—আমি কি আগে জান্‌তুম, যে-প্রতাপ আকবরের কুটুম্ব ব'লে মানসিংহের সঙ্গে একত্র আহার ক'রতে রাজী হ'লো না, সেই রাণা প্রতাপের মেয়ে সেলিমের জন্য পাগল! আগে জান্‌লে কি এ ঝকমারী করি! এই পোষাক নিন, অন্য কাউকে গিয়ে সাজান গে।"

ম্যানেজার ও তাঁহার সঙ্গীরা যখন বুঝিলেন,—গিরিশবাবু কোনমতেই যাইবেন না,—তখন তাঁহারা অগত্যা পোষাক লইয়া বিষম বিরক্তির সহিত থিয়েটারে ফিরিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

কলিকাতার

# "ছায়া"-চিত্রগৃহ

যাহা জগতের বৃহত্তম

এবং

সুন্দরতম চিত্রগৃহের অন্যতম

## বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে

## "ফিলিসনর" শব্দযন্ত্র বসাইয়া

নিখুঁত শব্দবিধানে ও
উদ্বোধনরজনীর বিক্রয়-সাফল্যে—
উভয়দিক দিয়াই অতীতের সমস্ত রেকর্ড
ভঙ্গ করিয়াছে।

P. P. K. 9

"ফিলিসনর" নিজেকে শ্রেষ্ঠ শব্দযন্ত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে।

---

রাধা ফিল্ম কোম্পানীর বাংলা ভক্তিমূলক বাণী-চিত্র

## = শচী-দুলাল =

এই শনিবার হইতে

## কর্ণওয়ালিস টকি হাউসে

**সগৌরবে ২য় সপ্তাহে পদার্পণ করিল!**

'শচী-দুলাল'-এর শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণ কোকিলকণ্ঠি

**শ্রীমতী পূর্ণিমার গান—**

প্রায় ১৮ খানি গান আছে। সময় থাকিতে দেখিতে আসিবেন।

মহিলা-আসনের বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

কর্ণওয়ালিস টকি হাউসে অগ্রিম টিকিট পাওয়া যায়।

---

যুগল হাস্যরসিক লরেল-হার্ডির হাসির প্রস্রবণ!

## সন্স্ অফ্ দি ডেজার্ট্

সপ্তাহ আরম্ভ—শনিবার ২৫শে আগষ্ট
শনি ও রবি—৩টা, ৬-১৫ এবং রাত্রি ৯॥ টায়
অন্যান্য দিবস—৬-১৫ ও রাত্রি ৯॥ টায়

**জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সমস্ত রজনীব্যাপী**

অভিনব আয়োজন

শুক্রবার ৩১শে আগষ্ট ৯॥ টা হইতে

(১) বঁধুর বিরহ (২) বিল্বমঙ্গল
(৩) বসন্তের আবাহন (৪) সাবিত্রী
(৫) গাগরী ভরণে (৬) ঋণমুক্তি।

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা ] Regd. No. 1304. [ বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা

১০ম বর্ষ
৩১শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
সহকারী সম্পাদক—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

১৪ই ভাদ্র
১৩৪১

## কলালাপ

"কাজ্‌রী"র নাট্যরূপ সাফল্য-মণ্ডিত হয়নি। কেন, তা' বলছি।

*

"কাজ্‌রী"র মূল গল্পটি, যাকে আমরা লিরিক-ড্রামা বলেছি, তা' হচ্ছে ভাবলোকের সামগ্রী, কঠিন মাটীর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। আর "কাজ্‌রী"র অবান্তর ভাগটি, যাকে back-stage বলা হয়েছে, তা' হচ্ছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত; তাকে বাস্তব দৃশ্য বললে, তার সম্মান করা হয়; "যবনিকার অন্তরালে"র ফোটোগ্রাফ তার ভিতর পাওয়া যায়নি। "কাজ্‌রী"র back-stage-scene হচ্ছে কু-বাস্তব অর্থাৎ বাস্তবতাকে যতদূর বিকৃত এবং হীন ক'রে আঁকা সম্ভব, তাই।

( রাধা ফিল্মের দক্ষ-যজ্ঞ-এর একটি দৃশ্য )

নন্দী—সরোজ বাগচী

শিব ও সতী——
ধীরাজ ভট্টাচার্য্য ও চন্দ্রাবতী

*

"কাজ্‌রী"র এই দুই বিপরীতমুখী অংশ পাশাপাশি রাখা হয়েছে বটে, কিন্তু জোড়াগাঁথা হয়নি। ভাবরাজ্য এবং বস্তুরাজ্যের মাঝে মিলন-সেতু রচনা করা সম্ভব, একথা মানি; কিন্তু এই কঠিন কার্য্য সম্পাদনের জন্য যে-সূক্ষ্ম রসানুভূতি এবং সামঞ্জস্যবোধের প্রয়োজন, তা' "কাজ্‌রী"র সংগঠনকারীদের মধ্যে কারুরই নেই, দেখা গেল। মূল-"কাজ্‌রী"র বিরহ-গাথা যে-রসকে ঘনীভূত ক'রতে চেয়েছে, যে-দুঃখকে জমাট বাঁধাতে চেষ্টা পেয়েছে, 'যবনিকান্তরালে'র দৃশ্যগুলি তার মাঝে মাঝে অসভ্য হাল্কা হাসি বিলিয়ে তাকে ক'রে দিয়েছে ছিন্ন এবং ভিন্ন। আসল গল্পের চেয়ে অবান্তরভাগই হয়ে উঠেছে প্রধান, তার দুরন্ত বীভৎসতার চাপে মূল উপাখ্যানের কণ্ঠরোধ হয়ে গেছে, তার স্বচ্ছ সরসতা গিয়েছে অতল তলে তলিয়ে। আমরা "কাজ্‌রী" লিরিক-ড্রামার লেখক শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ রায়ের প্রতি সহানুভূতি নিবেদন করছি। সিন্দবাদ দ্বীপবাসী বৃদ্ধকে ঘাড় থেকে ফেলে দিতে পেরেছিল, কিন্তু তিনি সে-সুযোগ লাভ করেন নি!

*

কিন্তু "কাজ্‌রী" নামের সার্থকতা কোথায়? বৃষ্টি-নটী ঘুঙুর বাজিয়ে যখন বর্ষার গান শোনায়, তখন দূর-প্রবাসী বন্ধুর জন্যে উদাসী মনে বিরহ-বেদনা জাগে, সত্য; আকাশের কাঁদনের সঙ্গে বুকের বাঁধনও আল্‌গা হয়ে কান্নার উৎস ফেটে বেরুতে চায়, জানি; বহির্জগতের বাদলোৎসবের সাথে মনোজগতের বিরহগাথার একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে, তাও মানি। কিন্তু সে-বিরহ-গাথার নাম "কাজ্‌রী" হয় কি ক'রে? শ্রাবণের ঝুলনোৎসবের সঙ্গে সঙ্গে যে-"কাজ্‌রী"-গানের পালা চলে উত্তর-

বিহারের গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে, যে-অনুষ্ঠানের টুক্‌রাকে কল্‌কাতায় ব'সেও হিন্দুস্থানী বাঈজীরা জীবন্ত ক'রে তুলতে চায় একটি বিশেষ দিনে গানের লহর তুলে, সে-কাজরীর সুর তো বিরহের নয়, সে যে-আনন্দের, উল্লাসের সুর; তাতে আছে উদ্দামতা, উন্মাদনা, ব্যথার ভারে তা' অবনমিত ক্লান্ত বেদনাতুর নয়। "কাজ্‌রী" নামের সার্থকতা কোথায়?

*

তারপর back-stage! ভদ্র ছেলেমেয়ে নিয়ে গঠিত সৌখীন-সম্প্রদায়ের অভিনয়ে যবনিকার অন্তরালে যে-আবহের (atmosphere-এর) সৃষ্টি হয়, তার ছিটেফোঁটাও দেখতে পাওয়া গেল না "কাজ্‌রী"র back-stage-দৃশ্যে। বাস্তবজগতে এ-ধরণের back-stage-এ এক্স, গশ-এর মত সিনেমা ডিরেক্টার, বিরূপাক্ষ সাধুখাঁ-র মত পেট্রন, নটরাজ হালদারের মত ইন্টারন্যাশন্যাল নাট্যকার, মিঃ দত্ত-এর মত ফোটোগ্রাফার, ভাববিলাসের মত নাট্যকার প্রভৃতি জীবকে দেখবার সুযোগ কারুরই কোনদিন হয়নি এবং হবেও না। সৌখীন-সম্প্রদায়ের back-stage-এ পেট্রন হয়ত' আসেন, কিন্তু তিনি বিরূপাক্ষের মত কোয়েলা সিঞ্জির হাত ধ'রে বাগান বেড়াতে যাননা কখনই। হবু-কোম্পানীর সিনেমা ডিরেক্টার সৌখীন সম্প্রদায়ের back-stage-এ এসে তাঁর ছবির জন্যে হিরোইন খুঁজছেন, এ-দৃশ্য কে কবে দেখে ধন্য হয়েছেন, খবর পেলে চিরকৃতার্থ হব। সৌখীন সম্প্রদায় সাধারণতঃ পুরাতন নাটকেরই অভিনয় ক'রে থাকেন; যদি কখনও তাঁরা আন্‌কোরা নাটকে হাত দেন, তা হ'লে দেখা যায়, সে-নাটক প্রায়ই তাঁদের দলবর্ত্তী কোন সভ্য দ্বারাই রচিত। কাজেই এ-ধরণের অভিনয়ে কোন নাট্যকারকেই কখনও এই ব'লে অভিযোগ ক'রতে শুনিনি যে, "মলাট দু'খানা রেখে কলমের খোঁচায় আপনারা সমস্তই পাল্টে দিয়েছেন"। এ-ব্যাপার যেখানে হামেশাই ঘ'টে থাকে, সেটা সৌখীন-অভিনয়ের back-stage নয়, সে হচ্ছে ঐ "রঙমহলের"ই মত বাঙ্‌লা দেশের সাধারণ রঙ্গালয়ের পশ্চাদ্‌ভূমি। (এইখানে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন, সৌখীন-অভিনয়েও এমন জিনিষ একবার ঘটেছিল ব'লে শুনেছি; কিন্তু সেটা হচ্ছে ব্যতিক্রম, নিয়ম নয় এবং সেই কারণেই তার থেকে generalisation চলে না।) সৌখীন-সম্প্রদায় দ্বারা নাটক অভিনয় করিয়ে দেশজোড়া খ্যাতিলাভ করবার দুরাশাপোষণ করেন, এমন নাট্যকারও আমাদের নজরে পড়েনি কোন দিন। কাজেই ইন্টারনাশান্যাল নাট্যকারকে সৌখীন সম্প্রদায়ের back-stages-এ টেনে আনা হয়ে পড়েছে রীতিমত অজ্ঞতার পরিচায়ক। সৌখীনদলের মেয়েদের ফোটো তোলবার জন্যে আগ্রহান্বিত যুবকের হয়ত অভাব নেই, কিন্তু সে-ফোটো যে অভিনয়ের ঠিক প্রাক্কালেই তোলা হয়না এবং তোলা যায় না (যদি ঠিকমত light arrangement না থাকে), এ-সত্যটুকুও লেখক এবং সংগঠনকারীদের জানা নেই দেখে বিস্মিত হয়েছি। এই রকম আরও বিস্তর ছোটবড় ভুল চুকের কথা উল্লেখ ক'রতে পারি, কিন্তু কি হবে পুঁথি বাড়িয়ে? "রঙ্‌মহল" তো সৌখীন দলের back-stage-কে দেখাতে চান নি, তাঁরা চেয়েছেন ঐ অছিলায় ব্যক্তি এবং দল বিশেষের প্রতি বিদ্বেষ-বিষ বর্ষণ ক'রতে। কাজেই সৌখীন-সম্প্রদায়ের back-stage-এ যে-জিনিষ দেখতে পাওয়া যায়, তা তাঁরা দেখাবার জন্যে চেষ্টা বা যত্ন করেন নি এবং যে-জিনিষ দেখা যায় না, তাই দেখাবার জন্যেই সবিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেছেন।

*

দেখছি, কোন কোন সহযোগী "কাজ্‌রী"র এই যবনিকার অন্তরালের দৃশ্যগুলিকে "Satire" ব'লে ধ'রে নিয়ে তার গুরুতর দোষকে লঘু ক'রে ফেলতে চেয়েছেন। কিন্তু "Satire" হচ্ছে sarcastic ridicule, especially for the purpose of exposing or discouraging folly or abuse." Satireএর ভিত্তি হচ্ছে সত্যের উপরে, অসত্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই—বড়-জোর, সত্যকে সে অতিরঞ্জিত করতে পারে। কিন্তু "কাজ্‌রী"র যবনিকার অন্তরালে যে পর্দ্দানশিন্ লেখকটি লেখনীচালনা করেছেন, ব্যক্তিগত বিদ্বেষে তাঁর দৃষ্টি এতখানি বিকৃত হয়ে আছে যে, অসত্যকেই তিনি সত্য ব'লে দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন বারংবার। তার উপর Satire হচ্ছে বিদ্রূপাত্মক, তার ভিতর বিদ্বেষের স্থান নাই; তাতে হুলের সঙ্গে সঙ্গে মধুও থাকে প্রচুর পরিমাণে, বিদ্বেষ-বিষে তা' কখনই জরজর হয় না। ভিত্তিহীন ব্যক্তিগত আক্রমণকে Satire ব'লে মান্‌লে অভিধানে Satireএর মানে বদ্‌লাতে হবে।

*

এবং যে-টুকু তাঁরা দেখিয়েছেন, তাতেও থেকে গেছে 'গোড়ায় গলদ' এবং সেই কারণেই তা' হয়েছে ব্যর্থ। আমরা পল্লব, বরদা, গীতা এবং আকুলার মাঝে love-tangle-এর কথা বল্‌ছি। এরা মূল-"কাজ্‌রী"তে সাজে যথাক্রমে তমাল, শ্যামল, ঝর্ণা এবং অশ্রুমতী। এবং এদের মাঝেও রয়েছে সমান love-tangle; Stage এবং Back-stage—দু'জায়গারই love-tangle হয়ে গেছে এক এবং এই কারণে দর্শকের চোখে দুটোর কোনটাই ফুটতে না পেয়ে ব্যর্থতার মাঝে হারিয়ে গেছে। উচিত ছিল, নায়ক দু'জনকে back stage-এ অন্য দুটি মেয়ের সাথে প্রেমে পড়ানো এবং নায়িকাদেরও ঐ ধরণের কিছু-একটা গতি করা। কিন্তু তা' করা হয়নি এবং ফলে যা হয়েছে, তা আগেই বলা হ'ল।

*

অতঃপর "কাজ্‌রী"র মঞ্চরূপ এবং অভিনয়ের কথা।

মূল-"কাজরী" দৃশ্যসজ্জা, আলোক-সম্পাত, অভিনয়, নৃত্য-গীত—সকল দিক দিয়েই হয়েছে ব্যর্থ। অভিনয় ক'রতে পারেন নি কেউই, কারণ যাঁরা এই অভিনয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন, কাব্য আবৃত্তি করা তাঁদের ধাতস্থ নয়। পদ্যমাখা গদ্যকে কত মিষ্টি ক'রে বলা যায়, তা তাঁদের ধারণায় আসেনা। দেখলুম, নৃত্যগীতের প্রশংসা করেছেন অনেকেই। আমরা কিন্তু তা' পারলুম না। "কাজ্‌রী"র গানগুলিতে যিনি সুর যোজনা করেছেন, তিনি বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টা করেছেন বহু; কিন্তু ভাব বা রস-সৃষ্টি ক'রতে পারেন নি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। একখানি গানের একটি কলিতে কীর্ত্তন, অপর কলিতে ঠুংরী এবং আর এক কলিতে গজল জুড়ে দিলে নূতনত্ব হয় বটে, কিন্তু সুরমায়া রচনা করা যায় না। "কাজ্‌রী"তে গান আছে অনেকগুলি; তার ভিতর মাত্র দুটী সহচর এবং চখাচখীদের—একক-সঙ্গীত ছাড়া আর কিছুই আমাদের কানকে তৃপ্ত এবং প্রাণকে স্পর্শ করতে পারেনি। বিশেষ ক'রে সমবেত-সঙ্গীতগুলি—সুর এবং গাওয়া উভয় দিক দিয়েই যা-ইচ্ছা-তাই হয়েছে। কেউ কেউ "কাজ্‌রী"র গানের সুরে এবং নাচের ছন্দে রবীন্দ্র উৎসবের প্রভাব অনুভব করেছেন। আমরা ব'লতে বাধ্য হচ্ছি, তাঁরা রবীন্দ্র-উৎসব বা রাবীন্দ্রিকদলের অভিনয় কস্মিনকালেও চোখ দিয়ে দেখেননি। নাচ? সাধারণ মঞ্চের নৃত্যহিসেবেও তা' আহামরি হয়নি (যেমন হয়েছিল "সীতা", "ফুল্লরা" প্রভৃতির নাচ); রাবীন্দ্রিক দলের কথা বাদ দিন; একটু উন্নত পর্য্যায়ের সৌখীন-সম্প্রদায়েও যে-নৃত্য আমরা দেখতে পাই (যেমন ধরুন, Calcutta Amateur Players), তার আভাসমাত্রও মেলেনি "কাজ্‌রী"র নাচের ভিতর। তার ওপর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, মূল-"কাজ্‌রী"র তিনটি দৃশ্যের ভিতর এমন একটি জায়গা পাইনি, যেখানে অভিনয় দেখতে দেখতে মনে হয়েছে, আমরা

সত্যিই ভদ্র ছেলেমেয়ে নিয়ে গঠিত সৌখীন-সম্প্রদায়ের অভিনয় দেখ্‌ছি। অথচ "রঙ্‌মহলে"র কর্তৃপক্ষ আমাদের গোড়াতেই জানিয়ে দিয়েছেন—একদল অ্যামেচার "কাজ্‌রী" গীতি-নাটকটি অভিনয় করছে। সাধারণ মঞ্চের অভিনয় হিসেবে "কাজ্‌রী"র কিছু সুখ্যাতি ক'রতে পারতুম, কিন্তু "রঙ্‌মহল" আমাদের তা' ক'রতে মানা ক'রে দিয়েছেন।

*

অভিনয়-হিসাবে বরং back-stage-এর দৃশ্যগুলি অনেকটা সার্থকতা লাভ করেছে। অবশ্য মঞ্চসজ্জার ত্রুটী এ-দৃশ্যেও বড় কম চোখে পড়েনি। যেমন, পুরুষ এবং মেয়েদের সাজঘর খুব স্পষ্টভাবে বাৎলে দেওয়া উচিত ছিল। পল্লববাবু প্রথম তিনটি দৃশ্যে নীচেকার মাঝের সাজঘরটিকে ব্যবহার করলেন। কিন্তু শেষের দৃশ্যে সবিস্ময়ে দেখলুম, তিনি উপরের একটি সাজঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন, যাকে আমরা এতক্ষণ মেয়েদের সাজঘর ব'লে ভ্রম করছিলুম! ( উপরে নীচে পাশাপাশি ছ'টি সাজঘর দেখানো হয়েছে। ) মেয়েদের এবং ছেলেদের পৃথক ভাবে জটলা করবার বা group-বাঁধবার জায়গা দেওয়া হয়নি। ইত্যাদি।

*

অভিনয়ের দিক দিয়ে প্রথম মার্কা পাবেন চীফ্ গার্ড-বেশী শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়। তাঁর আঁকা ছবি হয়েছে একেবারে জ্যান্ত—কোথাও এতটুকু খুঁৎ নেই। তাঁর "একটা সিগ্রেট"কে আমরা কোনদিনই ভুলতে পারব না। এর পরেই স্থান পাবে শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়ের 'সত্যভামার পিসেমশাই"; চমৎকার টাইপ; তাঁর হাবভাব, চাউনি, কথাবার্ত্তা—সমস্তই আমাদের ভালো লেগেছে; তাঁর সেই "ঘণ্টা, ঘণ্টা বাঁধতে পার'নি?" আমাদের এখনও মনে পড়ছে এবং হাসি জাগাচ্ছে, যদিও বলব—ভদ্রমেয়েকে ইঙ্গিত ক'রে ঐ-ধরণের কথাকে আমরা সমর্থন ক'রতে পারি না। শ্রীভূমেন রায়ের "শিহরণ চক্রবর্ত্তী"ও ( শিহরণ সেন নয়! ) আমাদের কম খুসী করেনি; প্রেম-পাগল প্রম্প্‌টার তাঁর চেহারা এবং অভিনয়ের ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছিল অনেকখানি। কিন্তু সবশেষে তাঁর মঞ্চের উপর থেকে প্রেক্ষাগারে লম্ফ-প্রদান করাকে আমরা মঞ্জুর করি না; কারণ ওটি একটি বড় রকম টেক্‌নিক্যাল্ গলদ। তাঁর মনে রাখা উচিত, back-stage থেকে auditorium-এ এক লাফে নেমে আসা যায় না। বেণু দত্ত-বেশী ( বেণু-দত্ত কিন্তু আমাদের মতে আর্ট-ডাইরেক্টর নন, তিনি হচ্ছেন অভিনেত্রী-সজ্জাকর ) শ্রীইন্দু মুখোপাধ্যায়কে বাহবা দিতে পারতুম, যদি তিনি তাঁর কণ্ঠটিকে সব জায়গায় সমান আয়ত্বে রাখতে পারতেন। নাট্যকার—ভাববিলাস চেহারার দিক দিয়ে টাইপ। পুরুষদের মধ্যে আর কারুর সম্বন্ধে কিছু বলবার দরকার নেই; কারণ আর কেউ কোন রকম impression create ক'রতে পারেন নি। অভিনেত্রীদের ভিতর এক, কোয়েলা সিঙ্গির ভূমিকায় শ্রীমতী সুহাসিনী, দুই, আকুলার ভূমিকায় শ্রীমতী বীণাপাণি এবং তিন, মিসেস্ পাক্‌ড়াশীর ভূমিকায় শ্রীমতী গিরিবালা ছাড়া আর কেউই উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন নি।

*

"কাজ্‌রী" সম্পর্কে আমরা ভালোমন্দ অনেক কথাই কইলুম। কিন্তু বন্ধু বললেন, তোমাদের কোন-কিছু না বলাই সমধিক উচিত ছিল; কারণ, যা ঘৃণ্য এবং অশ্রদ্ধেয়, তাকে নিয়ে কথা কইলে তাকে স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়, সম্মান দেওয়া হয়। "রঙ্‌মহলে"র "কাজ্‌রী" সমালোচনার অযোগ্য।—আমাদের মন কিন্তু এক্ষেত্রে বন্ধুর যুক্তিকে মাথা পেতে মেনে নিতে পারেনি। সময় সময় এমন হেয় এবং জঘন্য জিনিষেরও সম্মুখীন হ'তে হয়, যাকে উপেক্ষা করা মাত্র অশোভনই নয়, অধর্ম্মও বটে। পথের উপর ভদ্রমেয়েকে অপমানিত এবং বেইজ্জত হ'তে দেখলে যেমন পাশ কাটিয়ে চ'লে যাওয়া মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নয়, তেমনই "কাজ্‌রী"র কদর্য্যতা সম্বন্ধে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করাকেও আমরা যথেষ্টই কাপুরুষতা ব'লে মনে করি; কারণ, "কাজ্‌রী"তে ভদ্রঘরের মেয়ে সমানভাবেই লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হয়েছেন।

*

রঙ্গালয় হচ্ছে জনমনের গঠনক্ষেত্র; দর্শক নিজের অজান্তেই তার থেকে আদর্শকে গ'ড়ে তুলছে; ব্যক্তি এবং সমাজ—ব্যষ্টি এবং সমষ্টি—উভয়েরই উপর তার প্রভাব অনেকখানি। কাজেই এমন চিত্র দেখানো রঙ্গালয়ের কখনই উচিত নয়, যাথেকে দর্শকের মনে কু-আদর্শ গঠিত হ'তে পারে। সমাজের কোনও স্তরের ক্ষত দূর করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তা'হ'লে এমন ভাবে রঙ্গনাট্য বা প্রহসনকে উপস্থাপিত ক'রতে হবে, যা দেখে দর্শক অতি-সহজেই উদ্দেশ্যটিকে বুঝে নিতে পারে। ঠিক এই ভাবেই দীনবন্ধু এবং অমৃতলালের সামাজিক নক্সাগুলি রচিত হয়েছিল। কিংবা যদি কোন রকম উদ্দেশ্য না নিয়ে মাত্র নির্দ্দোষ ব্যঙ্গ করবারই অভিলাষ থাকে তা'ও করা যেতে পারে অনায়াসেই ( নাটক না হ'লেও নমুনা স্বরূপ যেমন আমরা নাম ক'রতে পারি, পরশুরাম বা কেদার বাঁড়ুয্যের লেখাগুলির )। কিন্তু "কাজ্‌রী"র যবনিকান্তরালের দৃশ্যগুলিতে এই দুইয়ের কোন পথই গ্রহণ করা হয়নি। এর লেখক ব্যক্তি বা দল—বিশেষকে গালাগাল দিয়েছেন এবং হীন ক'রে এঁকেছেন, মাত্র গালাগাল দেবার জন্যেই এবং হীন ক'রে আঁকবার জন্যেই—তার বেশী নয়। যদি আপত্তি ওঠে, "একটি রজনীর ইতিহাসে" কোন একটি বিশেষ সৌখীন-সম্প্রদায়কে লক্ষ্য ক'রে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হয়নি, তা'হলে ব'লব—বাঙলা দেশের ভদ্র ছেলেমেয়ে নিয়ে গঠিত সকল সৌখীন-সম্প্রদায়ই "কাজ্‌রী"র লক্ষীভূত হয়ে পড়েছে এবং তার থেকে রবীন্দ্রনাথের দলও রেহাই পায়নি। কারণ ঠাকুরবাড়ীই এ-দেশে ভদ্র-সম্মিলিত অভিনয়ের প্রথম প্রবর্ত্তক এবং আজ পর্য্যন্ত রবীন্দ্র-সম্প্রদায়ই সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মিলিত অভিনয়ের অনুষ্ঠান করেছে প্রকাশ্যভাবে। অথচ আমাদের দেশের দর্শকের ভিতর এমনও বোধশক্তিহীন ছেলে এবং মেয়ে দেখলুম, যাঁরা ভদ্রমেয়েদের কেন্দ্র ক'রে গঠিত এই হীন চিত্রকে সানন্দে উপভোগ ক'রতে একটুও কুণ্ঠিত হচ্ছেন না।—এই সব সাত-পাঁচ ভেবে এবং দেখেশুনেই "কাজ্‌রী"কে নিয়ে আমাদের এতখানি কথা কইতে হ'ল খুবই অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

*

নাট্যনিকেতনের নূতন নাটক "স্বর্ণলঙ্কা" দেখে এসেছি। নাট্যকার শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ কর বি, এল্ গতানুগতিকের ভাব ত্যাগ ক'রে রাবণ-চরিত্রে নূতন আলোক-সম্পাত করেছেন। রাবণ শত্রুরূপে নারায়ণকে পেতে চেয়েছিল তিন জন্মের মধ্যে উদ্ধারলাভের লোভে এবং সেই কারণেই সে স্বহস্তে সবংশনিধনের ব্যবস্থা করেছিল। কামকলুষহীন পবিত্রচেতা রাবণ নারায়ণকে নিজের কাছে আকর্ষণ করবার দুর্ব্বার আগ্রহে পশুত্বকে বরণ করেছিল হৃষ্টচিত্তে এবং আপন অভিলাষপূরণের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় তাঁর অকালবোধনে হাসিমুখে পৌরোহিত্য ক'রতেও কুণ্ঠিত হয়নি—এই ধরণের চরিত্র হচ্ছে "স্বর্ণলঙ্কা"র রাবণ এবং এ-চরিত্রে নূতনত্ব আছে, এ-কথা সকলেই স্বীকার করবেন। অন্যান্য দিক দিয়ে নাটক পুরোণো ছাঁদে গড়া; গৈরিশ-ছন্দের নব প্রচেষ্টার ভিতর দুর্ব্বলতা ক্ষণে ক্ষণে দেখা

দিয়েছে; নাটকীয় ক্রিয়াসংবলিত ঘটনাসৃষ্টিও কচিৎ হয়েছে দৃষ্টিগোচর।

*

"সরমা"র ভূমিকায়—শ্রীমতী সরযূবালা

অভিনয়ের কথা ব'লতে গেলে ব'লতে হয়, নিকেতনের কৃতী অভিনেতা-অভিনেত্রীবর্গ স্ব স্ব ভূমিকায় তাঁদের নিজের নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী অভিনয় করবার ত্রুটী করেন নি। এবং এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ক'রে চোখে পড়েছে এই ক'জনকে—শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, (রাবণ), শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (বিভীষণ), শ্রীসন্তোষ সিংহ (রাম), শ্রীভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায় (লক্ষ্মণ), শ্রীমণীন্দ্র ঘোষ (বালী), শ্রীঅয়স্কান্ত বক্সী (সুগ্রীব), শ্রীসিদ্ধেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় (তরণীসেন), শ্রীসন্তোষ দাস (ইন্দ্রজিৎ), শ্রীমতী নীহারবালা (সীতা), শ্রীমতী চারুশীলা (মন্দোদরী), শ্রীমতী সরযূবালা (সরমা), শ্রীমতী নিরুপমা (রমা) প্রভৃতি।

*

সীতা ও সরমার গান ক'খানি সুর এবং গাইবার গুণে ভালো লেগেছে। নইলে গানের ভাষা হিসেবে "স্বর্ণলঙ্কা"র কোন গানই সুরচিত নয়। নাচেও কোন রকম নূতনত্ব নজরে পড়ল না। দৃশ্যপটাদি মন্দ নয়। আমাদের মনে হয়, "স্বর্ণলঙ্কা" দেখে জনসাধারণ খুসীই হবেন।

*

ইষ্ট ইণ্ডিয়া এবং রাধা—দুই ফিল্ম কোম্পানী একযোগে ভারত-গভর্ণমেণ্টের বিশেষ পরামর্শদাতার পদলাভের জন্যে এটর্নী শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র সেনকে একটি সান্ধ্যভোজে সংবর্দ্ধিত করেছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়ার ষ্টুডিওতেই এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়েছে। মানীকে মান দিয়ে কোম্পানী দু'টির কর্ত্তৃপক্ষ যোগ্য কাজই করেছেন।

*

গীতি-কবি অতুলপ্রসাদ সেনের মৃত্যু-সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হলুম। গান রচনায় তাঁর অসামান্য প্রতিভা ছিল। তাঁর অনেক গান কেবল যে লোকের মুখে মুখে ফিরছে, তা নয়;—বাংলার কাব্য-সাহিত্যেও সেগুলি স্থায়ী হবে ব'লেই আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস। তাঁর রচিত গানের ভাষা ও ভাবের মধ্যে এমন একটা স্নিগ্ধতা, মৌলিকতা ও স্বাভাবিকতা পাওয়া যায়, যা অসাধারণ বললেও অত্যুক্তি হবে না। আমরা পরলোকগত আত্মার শান্তিকামনা করি। বারান্তরে এঁর কথা বলবার ইচ্ছা রইল।

———

## অপরেশচন্দ্র

[ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ]

( পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর )

### ( পদ্মিনী )

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে গ্রেট ন্যাসান্যাল সম্প্রদায় দিল্লী যাত্রা করেন। সুপ্রসিদ্ধ মঞ্চশিল্পী ধর্ম্মদাস সুর সে সময়ে উক্ত থিয়েটারের ম্যানেজার ছিলেন। মহেন্দ্রলাল বসু তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া এখানকার(কলিকাতার)অভিনয় চালাইতে থাকেন। তাঁহারই সময়ে গ্রেট ন্যাসান্যালে ৩রা জুলাই (১৮৭৫ খ্রীঃ) তারিখে পদ্মিনী নাটক প্রথম অভিনীত হয়। বোধ হয়, তখনকার বিখ্যাত কাব্য রঙ্গলালের "পদ্মিনী উপাখ্যান" অবলম্বনেই এই ঐতিহাসিক নাটকখানি গঠিত হইয়াছিল। মহেন্দ্রলালবাবু ভীমসিংহের এবং গোপালচন্দ্র মজুমদার আলাউদ্দীনের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেলেন। নাটকখানি মহেন্দ্রলাল বসুই রচনা করিয়াছিলেন।

### ( পলাশীর যুদ্ধ )

ভুবনমোহনবাবুর নিকট হইতে গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার লিজ লইয়া গিরিশচন্দ্র থিয়েটারের নাম বদলাইয়া পূর্ব্বের 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' নামই রাখেন (জুলাই, ১৮৭৭)। এই নূতন থিয়েটারে প্রথমে মাইকেলের মেঘনাদ বধ, তৎপরে নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' সমারোহের সহিত অভিনীত হয়। এই দুইখানি কাব্যই পূর্ব্বে নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। তবে 'পলাশীর যুদ্ধ' বেঙ্গল থিয়েটার সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভিনীত হয় নাই,—নিউ এরিয়ান্ থিয়েটার, বেঙ্গল থিয়েটার ভাড়া লইয়া অভিনয় করেন (২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খ্রীঃ)। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের নাটকের রূপ এবং তাঁহার শিক্ষাদানের নূতনত্ব থাকায় ন্যাসান্যাল থিয়েটারের 'পলাশীর যুদ্ধ' নাট্যামোদিগণের পরম সমাদর লাভ করিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত এই ঐতিহাসিক নাটকখানি তৎপরে বহু থিয়েটারে বহুশতবার অভিনীত হইয়াছে এবং এখনও হইয়া থাকে। আমরা ন্যাসান্যাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণের নাম উদ্ধৃত করিলাম। পাঠকগণ দেখিবেন—কিরূপ অপূর্ব্ব সম্মিলনে 'পলাশীর যুদ্ধ' অভিনীত হইয়াছিল।—

| | |
|---|---|
| ক্লাইভ | গিরিশচন্দ্র ঘোষ |
| সিরাজদ্দৌলা | মহেন্দ্রলাল বসু |
| জগৎ শেঠ ও ঘাতক | অমৃতলাল মিত্র |
| রাজবল্লভ | অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ( বেলবাবু ) |
| রায়দুর্লভ ও উদাসীন | মতিলাল সুর |
| মোহনলাল | কেদারনাথ চৌধুরী |
| মীরণ | রামতারণ সান্ন্যাল |
| বেগম | লক্ষ্মীমণি দাসী |
| রাণী ভবাণী | কাদম্বিনী দাসী |
| ইংলণ্ড-রাজলক্ষ্মী | শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী |

## ( হাম্বির )

দেনার দায়ে ভুবনমোহনবাবুর থিয়েটার নিলাম হইয়া যাইলে প্রতাপ-চাঁদ জহুরী নামক জনৈক মাড়োয়ারী ন্যাসান্যাল থিয়েটার হাউস কিনিয়া লন এবং সুযোগ্য বোধে গিরিশচন্দ্রকে ম্যানেজার করিয়া থিয়েটার পরিচালনে প্রবৃত্ত হন। সুপ্রসিদ্ধ 'মহিলা'-কাব্য প্রণেতা ঋষি-কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত 'হামির' নামক ঐতিহাসিক নাটক লইয়া গিরিশচন্দ্র এই নব পরিচালিত থিয়েটারের প্রথম অভিনয় ঘোষণা করেন ( ১লা জানুয়ারী, ১৮৮১ খ্রীঃ )। প্রথম অভিনয় রজনীর প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :—

| | |
|---|---|
| হামির | গিরিশচন্দ্র ঘোষ |
| উদয় ভট্ট | মহেন্দ্রলাল বসু |
| জাল | অমৃতলাল বসু |
| বীলন দেব | অমৃতলাল মিত্র |
| কমলা | কাদম্বিনী দাসী |
| লীলা | শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী |
| পান্না | বনবিহারিণী দাসী ( ভুনি ) |

অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইলেও এবং চিতোরের দুর্গতোরণ প্রদর্শনে ধর্ম্মদাস-বাবু বিশেষরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও নাটকখানি বেশী দিন চলে নাই। সুরেন্দ্রবাবু অসাধারণ কবি হইলেও নাটক রচনার উদ্যম তাঁহার এই প্রথম। নাটকখানি যে সময়ে অভিনীত হয়—গ্রন্থকার সে সময়ে পরলোকে। কবির প্রতি অসামান্য শ্রদ্ধাবশতঃ গিরিশচন্দ্রও নাটকখানির কোনওরূপ পরিবর্ত্তন করেন নাই। আবশ্যক বোধে মাত্র চারিখানি গান বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।

## ( আনন্দ রহো )

'হামির' নাটক অভিনয়ে সাফল্যলাভ করিতে না পারিয়া গিরিশচন্দ্র বিষম সমস্যায় পড়িলেন। তিনি ক্ষমতাশালী লেখকগণকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত থিয়েটারের হাণ্ডবিলের নিম্নে উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে লাগিলেন। কিন্তু বিজ্ঞাপন ঘোষণা করিয়াও যখন মনোমত নাটক পাইলেন না, তখন স্বয়ং নাটক লিখিবার সঙ্কল্প করিলেন। উত্তরকালে গিরিশচন্দ্র প্রায়ই বলিতেন, "আমি সখ করিয়া নাটক লিখি নাই, অভাবে বাধ্য হইয়াই নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।" 'আনন্দ রহো' তাঁহার প্রথম নাটক। ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ সাল, ( ২১শে মে, ১৮৮১ খ্রীঃ ) ন্যাশান্যাল থিয়েটারে ইহার প্রথম অভিনয় হয়।

রাণা প্রতাপসিংহের সহিত আকবরের যুদ্ধসংক্রান্ত সন্ধি-প্রস্তাব ইত্যাদি কতকটা ঐতিহাসিক ঘটনা থাকিলেও অন্যান্য কাল্পনিক চরিত্রের অবতারণায় ইহাকে ঠিক ঐতিহাসিক নাটক বলা যায় না। ইহার প্রধান চরিত্র 'বেতাল'। বেতালের ভূমিকা স্বয়ং গিরিশচন্দ্র অভিনয় করিয়া বেশ নূতনত্ব দেখাইয়াছিলেন। অন্যান্য ভূমিকা যথা—আকবর ও রাণাপ্রতাপ, সেলিম, মানসিংহ, ভামসা, মহিষী, লহনা এবং যমুনা যথাক্রমে অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, মতিলাল সুর, ক্ষেত্রমণি, শ্রীমতী বিনোদিনী এবং কাদম্বিনী সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি 'আনন্দ রহো' সাধারণের নিকট সেরূপ আদৃত হয় নাই।

বহুকাল পরে মিনার্ভা থিয়েটারে 'আকবর' নাম দিয়া 'আনন্দ রহো' পুনরভিনীত হইয়াছিল।

## ( চণ্ড )

'আনন্দ রহো' নাটকাভিনয়ের পরে গিরিশচন্দ্রের 'রাবণ-বধ' ও 'সীতার বনবাস' নামক পৌরাণিক নাটক দুইখানি ( ১৮৮১ খ্রী, ৩০শে জুলাই ও ১৭ই সেপ্টেম্বর ) পর পর অভিনীত হইয়া ন্যাসান্যাল থিয়েটারে সুখ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে এরূপ প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল যে, সেই হইতে বঙ্গনাট্যশালায় পৌরাণিক নাটকাভিনয়ের যুগ পড়িয়া গেল। রামায়ণ, মহাভারত, ভক্তমাল, চৈতন্যচরিতামৃত এবং অন্যান্য পুরাণাদি হইতে বিষয় নির্ব্বাচনপূর্ব্বক সাত বৎসর ধরিয়া প্রেম-ভক্তি-রসাত্মক অভিনয় চলিল। ২৫শে মে ( ১৮৮৮খ্রীঃ ) তারিখে ষ্টার থিয়েটারে ভগবদ্ভাবমূলক 'নসীরাম' নাটক অভিনয়ে ইহার শেষ। এই বৎসরেই ষ্টারে সুবিখ্যাত সামাজিক নাটক 'সরলা' অভিনীত হয় ( ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮ খ্রীঃ )। বাঙ্গালীর ঘরের নিখুঁত ও জীবন্ত ছবি দেখিয়া দেশবাসী এরূপ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, সেই হইতেই বঙ্গনাট্যশালায় সামাজিক নাটকাভিনয়ের যুগ প্রবর্ত্তিত হয়। এই সময়ে গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল ও হারানিধি নাটক দুইখানি ষ্টারে অভিনীত হয়। স্বর্গীয় রাধামাধব কর প্রণীত 'সরোজা' নামক একখানি সামাজিক নাটকও এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত হয়। ইষ্ট লিন-এর ছায়া লইয়া নাটকখানি গঠিত হইয়াছিল।

প্রায় দশ বৎসর পরে বঙ্গনাট্যশালায় আবার নূতন ঐতিহাসিক নাটক দেখা দেয়। ১৮৯০ খ্রীঃ, ২৬শে জুলাই তারিখে ষ্টারে গিরিশচন্দ্রের "চণ্ড" নাটক অভিনীত হয়। মহাসমারোহে নাটকখানির অভিনয় হইলেও সে সময়ে নাট্যামোদিগণের সামাজিক নাটক দর্শনের ক্ষুধা এরূপ বাড়িয়া গিয়াছিল যে, "চণ্ড" তাঁহাদিগকে সেরূপ তৃপ্তিদান করিতে পারিল না। 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' গ্রন্থে অপরেশচন্দ্র লিখিয়াছেন—"গিরিশচন্দ্রের অমন যে ঐতিহাসিক নাটক চণ্ড, যাহার অভিনয় হইয়াছিল অতুলনীয়, তাহাও রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইতে পারে নাই।" বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নট স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) রঘুদেবজীর ভূমিকা লইয়া নূতন নাটকে এই প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। "চণ্ড" প্রসঙ্গে একটি হাসির গল্প বলিব।—এই নাটক অভিনয়ে চিতোর ও রাঠোর পক্ষীয় বহুসংখ্যক সৈন্য রঙ্গমঞ্চে বাহির হইত। এই সকল সৈন্য সরবরাহের ভার ষ্টারের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মিত্রের উপর অর্পিত হয়। উপেনবাবু বাহির হইতে বহু লোক আনিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন এবং রঙ্গমঞ্চে পাছে বিশৃঙ্খলা ঘটে, এই জন্য তিনি রাঠোর পক্ষীয় সৈন্যগণের নাম 'রাঠোর' এবং চিতোর পক্ষীয় সৈন্যগণের নাম 'চিতোর' রাখিয়াছিলেন। যে সময়ে তিনি 'চিতোর' বলিয়া ডাকিতেন, সেই সময়ে চিতোর পক্ষীয় সৈন্যগণ রঙ্গমঞ্চে আসিত। তাহারা কেবল কে কোন্ পক্ষীয়, এইটুকু মনে করিয়া রাখিত।

একদিন উপেনবাবুর বাটীতে জনৈক গুড়ওয়ালা গুড় বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। গুড়বিক্রেতা বলিতেছে,—'পাঁচ আনা সের'। উপেনবাবু বলিতেছেন,—"ঠিক দর বল্, চার আনার বেশী দেব না।" গুড়বিক্রেতা করজোড়ে বলিল,—"আজ্ঞে আমি ঠিক দর বলেছি; আপনি গুরু, আপনার কাছে কি মিথ্যা কথা বলতে পারি।" উপেনবাবু কুপিত হইয়া বলিলেন —"বেটা ছোটলোক, যা মুখে আসে তাই বলিস্, আমি তোর গুরু?" গুড়বিক্রেতা বিনয় ও ভক্তি সহকারে নিবেদন করিল,—"সে কি বাবু, আমায় চিন্তে পাচ্ছেন না, আমি যে 'রাঠোর'।"

## (রাজসিংহ)

'চণ্ড' অভিনয়ের প্রায় ছয় বৎসর পরে নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু কর্ত্তৃক নাটকাকারে রূপান্তরিত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস রাজসিংহ ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় (১১ই জানুয়ারী, ১৮৯৬খ্রীঃ) অমৃতলালের সুনিপুণ তুলিকায় নাটকীয় চরিত্রগুলি মূর্ত্তিমন্ত হইয়া সর্ব্বজন-সমাদৃত হইয়াছিল। রাজসিংহের ভূমিকাভিনয়ে অমৃতলাল মিত্র বিশেষরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তৎপর সপ্তাহেই (১৮ই জানুয়ারী) বেঙ্গল থিয়েটারেও স্বর্গীয় বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত রাজসিংহের অভিনয় হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিযোগিতায় ষ্টার থিয়েটারই বিজয়মাল্যে বিভূষিত হইয়াছিল। ষ্টারের রাজসিংহ এখনও সগৌরবে অভিনীত হইয়া থাকে।

## (আনন্দমঠ ও সীতারাম)

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ও সীতারাম উপন্যাস দুইখানিও বঙ্গনাট্যশালায় নাটকাকারে অভিনীত হইয়া দর্শকহৃদয়ে প্রচুর আনন্দদানের সহিত স্বদেশ প্রেমও জাগাইয়াছিল।

প্রতাপচাঁদ জহুরীর ন্যাসান্যাল থিয়েটার পরিত্যাগ করিয়া গিরিশচন্দ্র যে সময়ে ষ্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী,—সে সময়ে প্রতাপচাঁদবাবু কেদারনাথ চৌধুরীকে ম্যানেজার করিয়া থিয়েটার চালাইতে লাগিলেন (১৮৮৩ খৃীঃ)। কেদারনাথবাবু এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সুবিখ্যাত উপন্যাস 'আনন্দমঠ' নাটকাকারে গঠিত করেন। ন্যাশান্যাল থিয়েটারে "আনন্দমঠ" সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হয়। "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতে বঙ্গরঙ্গমঞ্চ এই প্রথম মুখরিত হইয়া উঠিল। ন্যাসান্যালের পর এমারেল্ড ও মিনার্ভা থিয়েটারে বহুবার 'আনন্দমঠ' অভিনীত হইয়াছিল।

প্রবীণ নট ও নাট্যকার স্বর্গীয় বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে 'সীতারাম' প্রথম বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়। তাহার বহু বৎসর পরে গিরিশচন্দ্র প্রদত্ত নাটকের রূপ লইয়া মিনার্ভা থিয়েটারে সীতারাম সমারোহের সহিত অভিনীত হয় (২৩শে জুন, ১৯০০ খ্রীঃ)। সীতারাম, গঙ্গারাম, শ্রী ও জয়ন্তীর ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র, দানিবাবু, তিনকড়ি দাসী ও সুশীলাসুন্দরী অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ক্লাসিক থিয়েটারেও সে সময়ে নাট্যরথী স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত 'সীতারাম' নাটকাকারে গঠিত করায় গিরিশচন্দ্রের সহিত প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু জিদের বশে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নাটক রচনা ও অভিনয় ঘোষণা করায় সেরূপ সফলকাম হইতে পারেন নাই। গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক নাটকাকারে গঠিত সীতারাম ইহার পরে মনোমোহন ও ষ্টার থিয়েটারে কয়েকবার অভিনীত হইয়াছিল। সীতারাম অভিনয় প্রসঙ্গে বেঙ্গল থিয়েটারের একটি কথা মনে পড়িল।—

যে সময়ে মিনার্ভা ও ক্লাসিকে 'সীতারামের' অভিনয় চলিতেছিল, সেই সময়ে একদিন মহাভারত-নাট্যকার সুকবি স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বেঙ্গল থিয়েটারের কোনও বিশিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষকে বলেন, "আপনারাও 'সীতারাম' অভিনয় করুন না কেন?" তিনি উত্তরে বলেন,—"আমরা তো সীতারাম বহুদিন পূর্ব্বে বেঙ্গলে অভিনয় করেছি; আমরা একটু নূতনত্বও করেছিলুম।" প্রফুল্লবাবু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরূপ নূতনত্ব মশায়?" তিনি বলিলেন,—"বঙ্কিমবাবু 'জয়ন্তী'কে সমস্ত জীবন সন্ন্যাসিনীর অবস্থাতেই রেখে দিয়েছেন। আমরা ভাবলুম,—একটা সুন্দরী যুবতী চিরকালটাই কি গেরুয়া প'রে চিম্‌টে ঘাড়ে ক'রে বেড়াবে—তাই তার একটা হিল্লে ক'রে দিয়েছিলুম। সীতারামের সেনাপতি মৃন্ময়কে না মেরে তারই সঙ্গে শেষটা জয়ন্তীর বে দিয়ে দিয়েছিলুম।"

(ক্রমশঃ)

---

"রঞ্জন রুদ্রে"র শারীরিক অসুস্থতার জন্য এ-হপ্তায় "চিত্রপুরী" প্রকাশিত হ'ল না। নাঃ সঃ

---

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণ ভরসা

## নাট্য নিকে

রাজা রাজকিষণ ষ্ট্রীট ] [ ফোন নং বড়বাজার ২৫১

অধ্যক্ষ—শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

**শনিবার ১লা সেপ্টেম্বর রাত্রি ৭॥ টায়**

**রবিবার ২রা সেপ্টেম্বর ম্যাটিনী ৫॥ টায়**

বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃ সম্মেলনে—

অপরেশচন্দ্র কর্ত্তৃক নাটকাকারে—

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস

## =মা=

( মহাসমারোহে ১০৯ ও ১১০ অভিনয় )

— বিভিন্ন ভূমিকায় —

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী — শ্রীমতী চারুশীলা
শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য — শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী
শ্রীআশুতোষ বসু ( এঃ ) — শ্রীমতী সরযূবালা
শ্রীমণীন্দ্র ঘোষ — শ্রীমতী পদ্মরাণী
শ্রীসন্তোষ দাস — শ্রীমতী নিরুপমা
শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী — শ্রীমতী নীহারবালা

ফোন—বি, বি, ৩৪১৩

৭৬।৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

সঙ্গীত ও নৃত্যের ফাঁকে যবনিকার অন্তরালে যে রোমাঞ্চকর হত্যাস্রোত চলিয়াছিল তাহারই বিস্ময়কর চিত্র

আর্ল কেরোলের

## "মার্ডার অ্যাট দি ভ্যানিটিজ্"

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা সুন্দরীদের একত্র সমাবেশ
প্যারামাউণ্টের নৃত্য-গীতি মুখর অপরূপ আলেখ্য।
সপ্তাহ আরম্ভ—শনিবার ১লা সেপ্টেম্বর
শনি ও রবি—৩টা, ৬-১৫ এবং রাত্রি ৯॥ টায়
অন্যান্য দিবস—৬-১৫ ও রাত্রি ৯॥ টায়

শুভ উদ্বোধন
কালী ফিল্মসের
**তরুণী**
শনিবার ৮ই সেপ্টেম্বর

## রঙমহলের

শারদীয়ার অভিনব অর্ঘ্য

## বাঙলার মেয়ে

আখ্যায়িকা—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী
নাট্যরূপ—যোগেশ চৌধুরী

পর্ণ-কুটিরবাসিনী হইতে হর্ম্ম্যবিলাসিনী বাঙালী মেয়ের হাসি-কান্না-মাখা মেঘ রৌদ্রের অপরূপ প্রতিচ্ছবি

বাঙলা রঙ্গমঞ্চে সামাজিক নাটক কতদূর নিখুঁত হইতে পারে—
রঙমহলের যুগ্ম প্রযোজক
নরেশ মিত্র ও সতু সেন
তাহারই অপরূপ নিদর্শন দেখাইবেন

**শুভ উদ্বোধন**
শনিবার ৫ই আশ্বিন।

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

# নাচঘর

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা ] Regd. No. 1304. [ বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা

১০ম বর্ষ
৩২শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
সহকারী সম্পাদক—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

২১শে ভাদ্র
১৩৪১



## কলালাপ

"বাতায়নে"র বার্ষিক সংখ্যায় 'বঙ্গের শ্রেষ্ঠ নাট্যরূপদাতা' শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী "বাংলার নাটক" নাম দিয়ে যে-নিবন্ধটি লিখেছেন, তা আমরা উল্টে-পাল্টে পড়েছি বারংবার।

*

এবং প'ড়ে বুঝলুম, নানা কথার ভিতর দিয়ে তিনি ব'লতে চেয়েছেন যে, বাঙলা দেশে নাটক নেই—এই অভিযোগ মিথ্যা। তিনি নিজে একজন নাট্যকার; কাজেই, মানুষের সহজাত দুর্ব্বলতাকে স্বীকার ক'রে নিলে, তাঁর পক্ষে এ-উক্তি খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর এই উক্তি যুক্তির ভিত্তির উপর দাঁড়ায় কিনা, তা' দেখবার আগে দু'একটা অবান্তরতার অবতারণা ক'রতে হচ্ছে। কারণ, যে-প্রবন্ধ নিয়ে আমাদের আলোচনা, তা' নিজেই বহু অবান্তর উক্তিতে ভরপুর।

*

মানুষ বয়সের দিক দিয়ে বড় হ'তে হ'তে এমন একটা কোঠায় এসে পৌঁছোয়, যখন অনেক ক্ষেত্রেই তার মন হঠাৎ বিপরীত মুখে বেঁা ক'রে মোড় ঘুরে একেবারে ষাট-পঁয়ষট্টি বছর পেছিয়ে যায় এবং যখন তার কথাকে বিজ্ঞজন "অমৃতং বালভাষিতং" ব'লে উড়িয়ে দিতে কুণ্ঠিত হন না। আমরা জানি, যোগেশবাবুর পুনরায় বালক হবার বয়সে পৌঁছোতে এখনও অনেক দেরী আছে; তবু আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি এমন সব কথা কয়েছেন, যা আমাদের মনে সন্দেহের সঞ্চার করছে যে, তিনি হয়ত' কোন অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে বিধির সাধারণ নিয়মকে লঙ্ঘন ক'রে অসাধারণ বালকত্বকেই লাভ করেছেন কিংবা অত্যধিক চালনার ফলে তাঁর মস্তিষ্ক হয়ে পড়েছে পীড়িত, শ্রান্ত এবং দুর্ব্বল।—তাঁর কথার ভিতর sanityর অভাব দেখে ব্যথিত হয়েছি।

*

"কালী ফিল্মসে"র 'তরুণী'-চিত্রে
শ্রীমতী জ্যোৎস্না

"বাংলার নাটক"-প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "উপন্যাসের গণ্ডী" সেই বঙ্কিমচন্দ্রের সময় হইতে আজও পর্য্যন্ত সমান রহিয়াছে।"—কারণ, তাঁর মতে, "বৃহৎ বাঙলাকে আমরা কেহই আপনার করিতে পারি নাই।"—বৃহৎ বাঙলা ব'লতে যোগেশবাবু কি বোঝেন, তা' জানি না; কিন্তু আমরা জানি, বাঙলা দেশের যে-ছেলে বা মেয়ে—পাঠশালে বা বাড়ীতে প'ড়েই হোক,—কোনক্রমে প্রথম ভাগটি সাঙ্গ ক'রতে পেরেছে, সে সুবিধে এবং সুযোগ পেলেই 'নভেল' প'ড়ে থাকে এবং সেইজন্যেই দেখতে পাওয়া যায়, বাঙলা দেশে আজ এমন গ্রাম অতি অল্পই আছে, যেখানে একটি পাঠাগার বা লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয় নি। বিয়ের সময় নভেল উপহার দেওয়া বাঙালী-সমাজে একটা প্রথা দাঁড়িয়ে গেছে। এবং সবচেয়ে বড় প্রমাণ, উপন্যাস-লেখক ও উপন্যাসের সংখ্যা অন্য যে-কোন ধরণের বই থেকেই ঢের বেশী। হিসাব করবার দরকার নেই, এটা জানা কথা যে, বঙ্কিম-যুগ থেকে আজকের দিনে এই সংখ্যাটা বহু, বহু গুণে বৃহৎ। নভেল যদি বিক্রী না হ'ত, তা' হ'লে নিশ্চয়ই নভেল লেখবার সখ এত লোকের মধ্যে সংক্রমিত হ'ত না। এবং যোগেশবাবু নিজেই স্বীকার করেছেন, "বাঙলাদেশে উপন্যাসিকের যতখানি চাহিদা আছে, নাট্যকারের তাহা নাই।"

*

তাঁর আর একটি উক্তি হচ্ছে যে, বাঙলার উপন্যাস-সাহিত্যের অবস্থা নাট্যজগৎ এবং নাট্যসাহিত্যেরই অনুরূপ কিংবা তার থেকেও শোচনীয়। কারণ, "কোন কোন নাট্যকারের নাটক লিখিয়া বরং সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এক শরৎচন্দ্র ছাড়া শুধু উপন্যাস লিখিয়া কাহারও জীবিকা অর্জন হয় না, অন্য কাজ করা আবশ্যক হয়।" যোগেশ-

বাবু সম্ভবতঃ নিজের কথা স্মরণ ক'রেই এই ধরণের মন্তব্য প্রকাশ ক'রতে সাহসী হয়েছেন। কিন্তু ব'লতে বাধ্য হচ্ছি, তাঁর আত্ম-বিস্মরণ ঘটেছে। তিনি ভুলে যাচ্ছেন যে, তিনি মাত্র নাট্যকারই নন, একজন নটও বটে এবং সেই কারণে রঙ্গালয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। তিনি আজ যদি নাট্যশালা থেকে দূরে অবস্থান ক'রে গৃহকোণে উপবিষ্ট হয়ে মাত্র নাটক রচনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন, তা'হ'লে তিনি অচিরেই দেখতে পাবেন যে, নাটক তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনকে অনায়াসলভ্য ক'রে তুলছে না। এবং বাঙলার রঙ্গেতিহাসে এমন একটিও লোকের নাম পাই না, যিনি তাঁর হাতকে মুখের সঙ্গে ঠেকাতে পেরেছেন, মাত্র নাটক-রচনারই সাহায্যে। অথচ অপর দিকে, অতীতের কথা ছেড়ে দি, মাত্র বর্ত্তমানেই শরৎচন্দ্র ছাড়াও এমন কয়েকজনের নাম করা যায়, উপন্যাস-বিক্রয়ের অর্থ ব্যতীত যাঁদের দ্বিতীয় সম্বল নেই।—যোগেশবাবু তাঁর মতকে পরিবর্ত্তিত ক'রলে বাধিত হব।

*

"যাঁরা থিয়েটার দেখেন তাঁরাই উপন্যাস কেনেন"—এ-ধারণা তাঁর হ'ল কোথা হ'তে। বরং তিনি ব'লতে পারতেন, 'যাঁরা থিয়েটার দেখেন, তাঁরাই **নাটক** কেনেন' এবং সেইজন্যে যে-নাটক অভিনয়ের দিক দিয়ে সাফল্য-মণ্ডিত হয় অর্থাৎ বেশী দিন চলে, সে-নাটকের চাহিদাও হয় অনুরূপ মাত্রায় অধিক। কিন্তু যোগেশবাবু যে-ধারণা গঠন করেছেন, তা' হচ্ছে বাস্তব জগতের ঘটনা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায়, থিয়েটার দেখা যাঁদের বাতিক আছে, তাঁরা উপন্যাসের ভক্ত নন, এবং নিয়মিত উপন্যাস পাঠ যাঁদের জীবনের অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য হয়ে উঠেছে, তাঁরা নাটক বা থিয়েটারকে দেখতে পারেন না দু'চক্ষে। থিয়েটারওয়ালারাও এইটা বোঝেন; আর সেই কারণেই তাঁরা জনপ্রিয় উপন্যাসের নাট্যরূপকে মঞ্চস্থ ক'রতে আজ এত ব্যস্ত। তাঁরা জানেন, নতুন নাটক যে প্রেক্ষাগারকে দর্শকসমাকুল ক'রে তুলবেই, এ-বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নেই; কিন্তু বিখ্যাত উপন্যাসের নাট্যরূপ দেখবার জন্যে উপন্যাসের পাঠক-পাঠিকারা ছুটে আসবেন দলে দলে,—এ জিনিষটা অবধারিত সত্য।

*

যোগেশবাবুর ধারণা, বাঙলায় নাটক নেই—এই ধুয়োটা তুলেছেন এমন একদল 'তথাকথিত' সাহিত্যিক, যাঁরা নিজেদের লেখা নাটক অভিনয় করাবার জন্যে বিভিন্ন রঙ্গালয়ের দরজায় ধর্ণা দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন এবং যোগেশবাবু প্রমুখ শক্তিশালী নাট্যকারের দল নাটক লিখে দু'পয়সা ক'রে খাচ্ছেন দেখে মাত্র ঈর্ষাপরবশ হয়ে ঐ ডাহা মিথ্যে কথাটা যেখানে-সেখানে রটিয়ে বেড়াচ্ছেন।—এবং তিনি আরও বলছেন, নাটক নেই—এই অভিযোগ বাঙালী জাতির নয়।—বাঙালী জাতিকে ধ'রে টানাটানি ক'রে লাভ কি? যোগেশবাবু নিজেই ত' বলেছেন, "বৃহৎ বাঙলাকে আমরা কেহই আপনার করিতে পারি নাই।" যাঁরা কল্‌কাতার থিয়েটার দেখেন না, তাঁরা ভাল নাটক বাঙলায় আছে কি নেই—তা' নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামান নি এবং কোনদিন ঘামাবেনও না। বাঙলায় নাটক আছে কিংবা নেই—এ নিয়ে আলোচনা ক'রে থাকেন বাঙলার শিক্ষিত-সমাজ, দেশ-বিদেশের নাটকের সঙ্গে পরিচিত আছেন যাঁরা, তাঁরা; দেশের নাট্য-সাহিত্যকে উন্নত দেখলে গর্ব্বে যাঁদের বুক ভ'রে উঠবে, তাঁরা; সাহিত্যের সকল বিভাগকে ওজন ক'রে দেখবার ক্ষমতা যাঁদের আছে, সেই রসবোদ্ধারা। এবং বাঙলার এই রসিক-সমাজই বলছেন যে, বাঙলায় নাটক নেই। ব'লে তাঁরা যে আনন্দ পাচ্ছেন, তা নয়; এ-কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ ক'রতে তাঁদের কষ্টই হচ্ছে। কিন্তু তবু ব'লতে হচ্ছে; না ব'ললে সত্যগোপন করা হয়। যোগেশবাবু বিশ্বাস করুন, এই রসিকদলে এমন বহু লোকই আছেন, যাঁরা নাটক লিখে অর্থ বা প্রশংসা-প্রাপ্তির কথা কোনদিনই মনের ভিতর স্থান দেন না; কারণ ও-দুটো জিনিষই তাঁদের করায়ত্ত আছে অনেকদিন থেকেই; তাঁরা শিক্ষিত, গুণী, পণ্ডিত ব'লে বিশ্বজনপূজিত।

*

বাঙলার সমালোচককুলকে যোগেশবাবু সম্ভবতঃ ঘৃণার চক্ষেই দেখে থাকেন। নইলে তিনি কখনই লিখতে পারতেন না, "কেহ অনন্যোপায় হইয়া কাগজ পুড়াইবার জন্য এই সকল রচনায় ( নাটক, অভিনয়, চিত্র, উপন্যাস ) সমালোচনা লেখেন।"——কিন্তু অনন্যোপায় যে সকলেই! অন্তর যাকে যে-রকম প্রেরণা জোগায়, তার সেইমত কাজ করা ছাড়া উপায় আছে কি? হোমর, শেলী, রবীন্দ্রনাথ যে কবি,—সেও অনন্যোপায় হয়েই; কালিদাস, সেক্সপীয়র, ইবসেন, শ', পিরেণ্ডেলো, ও'নীল যে নাট্যকার, সেও অনন্যোপায় হয়েই; আবার অ্যাডিসন, হ্যাজ্‌লিট, ডাউডেন, ক্রোচে, লেগুই, সুরেশ সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যে সমালোচক, সেও অনন্যোপায় হয়েই। সমালোচনা জিনিষটা বড় সোজা নয়; এ-ও একটা সৃষ্টি এবং ভিতরের impulse না থাকলে সমালোচক হওয়া যায় না, যেমন হওয়া যায় না কবি, ঔপন্যাসিক, চিত্রকর। সেক্সপীয়র ছিলেন বড় নাট্যকার; কিন্তু তিনি ইচ্ছা করলেই যে বড় সমালোচকও হ'তে পারতেন, এমন কথা জোর ক'রে বলা যায় না। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র কি কোনদিন সমালোচক শরৎচন্দ্র হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করবার কথা কল্পনা ক'রতে পারেন?

*

জগতে সমালোচকেরও প্রয়োজন আছে। হোমর, সেক্সপীয়র; গোটে, শীলার যে আজ বিশ্বজনসমাদৃত, তার জন্যে বহু অংশে দায়ী হচ্ছে সমালোচক; পারস্যের কবি ওমর যে হঠাৎ আজ জগৎজোড়া নাম পেলেন, সে কেবল সমালোচকের প্রসাদে। দূর পল্লীগ্রামে আজ যে শিশির ভাদুড়ীর নাম প্রচারিত, তাও সমালোচনার গুণেই। একজন কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, চিত্রকর, নট বা নৃত্যশিল্পী যে দেশে বা জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রতে সমর্থ হন, সে-জিনিষ মাত্র সম্ভব হয়, জগতে সমালোচনা নামে পদার্থটি আছে ব'লে। যোগেশবাবুর নাম যদি কোন দিন বাঙলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পায়, সেও এই অধম সমালোচকদেরই অনুগ্রহে। সমালোচকরা ঘৃণ্য জীব নন।

*

বাঙলার কবি, ঔপন্যাসিক, অভিনেতা, অভিনেত্রী আছেন, মাত্র নাটক ও তার নাট্যকারই নেই—এ-কথা যোগেশবাবু মানতে চান না; তিনি বলেন—"এ সকল কথার অর্থ হয় না।"—কিন্তু না মানলে উপায় কি? অতীত নিয়ে আলোচনা করব না, বর্ত্তমানের কথাই কই। রবীন্দ্রনাথ এখনও আমাদের মধ্যে রয়েছেন; তিনি মাত্র বর্ত্তমান জগতেরই শ্রেষ্ঠ কবি নন, মানব-সভ্যতার সুরু থেকে আজ অবধি তাঁর মত বড় কবি জন্মগ্রহণ করেছেন কি না, সে-সম্বন্ধেও দেশ বিদেশের বহু রসিক সন্দেহ প্রকাশ ক'রে থাকেন। শরৎচন্দ্রের মত ঔপন্যাসিক যে-কোনও দেশের পক্ষেই গর্ব্বের বস্তু। শিশিরকুমারের মত নট জগতে দু'পাঁচটির বেশী নেই—এ-মত হচ্ছে তাঁদের, যাঁদের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রঙ্গালয়ের অভিনয় দেখবার সুযোগ ঘটেছে। ( অভিনেত্রী সম্পর্কে ঠিক এতটা জোরের সঙ্গে কথা ব'লতে পারি না। তবে আমাদের ব্যক্তিগত মত হচ্ছে, শ্রীমতী তারাসুন্দরী বা শ্রীমতী প্রভার মত অভিনেত্রী

পৃথিবীতে নিশ্চয়ই দুর্লভ।) রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং শিশিরকুমারের সঙ্গে এক নিশ্বাসে নাম করা যেতে পারে, এমন একজনও নাট্যকারের সন্ধান কি আজ আমরা পেয়েছি, বাঙলার সাধারণ নাট্যশালায় যাঁরা রসদ জোগাচ্ছেন, তাঁদের ভিতর?

*

এতক্ষণে আমরা গোড়ার কথায় এসে পড়েছি। বাঙলায় নাট্যকার নেই, এ অভিযোগ মিথ্যা নয়। তা যদি হ'ত, তা হ'লে বাঙলার নাট্যশালার জীবনরসকে প্রবহমান রাখবার জন্যে আমাদের ঔপন্যাসিকের দ্বারস্থ হ'তে হ'ত না। বিরাজ-বৌ, মা, মহানিশা প্রভৃতির অভিনয় ক'রে বাঁচবার চেষ্টা ক'রতে হ'ত না বিভিন্ন রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষকে। এবং যোগেশবাবুকে "বঙ্গের শ্রেষ্ঠ নাট্যরূপদাতা"-রূপ বহুমানসমন্বিত পদবীতে ভূষিত হ'তে হ'তনা নিশ্চয়ই। বেঁচে থাকবার অসীম আগ্রহে আজ বাঙলা রঙ্গালয় অযোগ্য লেখিকের অপাঠ্য উপন্যাসকেও অবলম্বন ক'রতে কুণ্ঠাবোধ করছে না কেন? বাঙলায় নাট্যকার খুব সুলভ ব'লেই কি? যোগেশবাবুপ্রমুখ শক্তিশালী নাট্যকারের শক্তিতে বাঙলা রঙ্গালয়ের বিশ্বাসের নিদর্শন মিলছে কৈ? বাঙলা রঙ্গালয় ত' 'তথাকথিত' সাহিত্যিক বা সমালোচকদের দ্বারা পরিচালিত নয়।

*

বাঙলায় নাটক কৈ? এমন নাটক কৈ, যা চিরঅভ্যস্ত গতানুগতিকতাকে পরিত্যাগ ক'রে নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করবে—গঠন-পদ্ধতি, চরিত্র-চিত্র, ভাব, ভাষা—সকল দিক দিয়েই। এমন নাটক কৈ, যাকে দেখে রসিকজন উৎফুল্ল হয়ে ব'লে উঠবেন—এতদিন আমরা এরই প্রতীক্ষায় বসেছিলুম। রামায়ণ এবং মহাভারত ভাঙিয়ে আর কতদিন চলবে? শিবাজী, ঔরংজেব, নাদিরশা' প্রভৃতির জীবন-চরিতকে নাটক নাম দিয়ে রঙ্গমঞ্চের উপর উপস্থাপিত করবার হাস্যকর অভিনয় আরও কতকাল অনুষ্ঠিত হবে বাঙলা দেশে? পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটক (অবশ্য সত্যি সত্যি নাটক নয়!) অভিনয় করবার অনেক সুবিধা আছে, জানি। দৃশ্যপট, সাজসজ্জা খুব খানিকটা জমকালো ক'রলেই হ'ল; (আজকাল সমালোচকদের উৎপীড়নে দৃশ্যপটের ভিতর কিছু কালোপযোগী আবহ সৃষ্টি ক'রতে হয়) নাচ-গানও চোখ এবং কানকে খুসী ক'রতে পারলেই যথেষ্ট; অভিনেতা অভিনেত্রী দারুণ রকম গলাবাজী ক'রে আসর জমিয়ে তুললেই কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত! ব্যস, চূড়ান্ত নাটকাভিনয়; নাট্যকারের বুক দশ হাত!

*

কিন্তু পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিকের উচ্চতা থেকে নেমে এসে নাট্যকারকে ধরণীর কঠিন ভূমি স্পর্শ ক'রতে বলুন, তাঁর কাছে বর্ত্তমানের নাটক দাবি করুন, রাষ্ট্রীক সামাজিক গার্হস্থ্য নাটক তাঁকে রচনা ক'রতে বলুন—দেখবেন, অমনি তিনি সমূহ বিপদ গণনা করবেন। এতে যে হাতেনাতে ধরা পড়বার সম্ভাবনা পদে পদে! কাল এবং যুগ, জাতি এবং পাঁতির ব্যবধান ত' সেখানে দর্শক বা পাঠকের দৃষ্টিকে ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর ক'রে তুলবে না। বর্ত্তমানের নাটকের চরিত্র বা ঘটনা যে জ্যান্ত হওয়া চাই—তার সম্ভব্য-অসম্ভব্যতার (probabiliy, im-probability-র) সঙ্গে আপনি-আমি-তিনি—সবাই-ই যে পরিচিত! কাজেই বাঙলা দেশে যা সত্যিকারের নাটক, তা রচিত হচ্ছে না। অথচ বাস্তব-জগতে আমাদের জীবন-নাট্য বর্ত্তমান সময়ে যে-রকম বহুমুখী বিরোধিতায় ভর', তাতে ভূরিভূরি নাটক তৈরী হবার কথা। শিক্ষায় ও সংস্কারে, বাস্তবে ও কল্পনায়, উচ্চে ও নীচে, অর্থে ও শ্রমে—সংঘর্ষ বাঁধচে প্রতি মুহূর্ত্তে। কিন্তু এই সব বিভিন্ন সংঘাতকে কেন্দ্র ক'রে নাটক রচনা করবার চেষ্টা নেই কোন নাট্যকারেরই। দৃষ্টি নেই, অনুভূতি নেই, চরিত্র-অধ্যয়নের ক্ষমতা নেই, নাট্যরসবোধ নেই,—এমন কি অতি-সাধারণ সামঞ্জস্যজ্ঞান নেই—নাটক রচনা করবার যোগ্যতা কৈ? পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়েও নাটক লেখা যে যায় না, তা নয়। কিন্তু নাটকের ভিতর নাটকীয়-সংঘাত, দুই বিভিন্ন শক্তির ঘাত এবং প্রতিঘাত যদি দৃষ্টিগোচর না হয়, তা' হ'লে তাকে আর যে-নামে ইচ্ছা অভিহিত করুন না কেন, কিন্তু তা নাটক নয় কখনই। অথচ এই ধরণের জিনিষই আমাদের বাঙলা রঙ্গমঞ্চে সুলভ। যথার্থ নাটক, প্রহসন, গীতি-নাটক বা অপেরার সন্ধান আজ বাঙলা দেশে সত্যিই পাওয়া যাচ্ছে না। যোগেশবাবু "বাংলার নাটক"-প্রবন্ধে নাটক ও নাট্যকারের অভাবকে অস্বীকার করেছেন; আমরা কিন্তু তাঁর কথায় সায় দিতে পারলুম না।

*

ইণ্ডিয়ান্ ব্রড্কাষ্টিং কোম্পানীর ষ্টুডিও-তে সম্প্রতি যে "ফিলিপস্ ফিলিসোনার" শব্দযন্ত্র বসানো হয়েছে, তা প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে গত ২৫শে আগষ্ট সন্ধ্যায়, ষ্টুডিওর সপ্তম বার্ষিক উৎসব-অনুষ্ঠানের আসরে। এইবার ফিলিপস্-যন্ত্রের শব্দবিক্ষেপ পরীক্ষিত হ'ল সিনেমা-গৃহের মুষ্টিমেয় দর্শক-সমক্ষে নয়, জগতের সমক্ষে। ঐ রাত্রে যে-সকল শ্রোতা ফিলিপস্ ফিল্ম "ইউরোপ রেডিও" শুনেছেন, তাঁদের মধ্যে বহুলোকেরই কাছ থেকে ফিলিপস্-এর গুণকীর্ত্তনসমন্বিত উচ্ছ্বসিত প্রশংসাজ্ঞাপক পত্র পাওয়া গেছে। "ফিলিসোনার"-শব্দযন্ত্র যে বাজারের সেরা জিনিস, এই ঘটনা তারই একটা জলন্ত প্রমাণ এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্বের গুণেই আজ "ফিলিসোনার" মাত্র ভারতের নয়, সমস্ত জগতের বাজার দখল ক'রে নিতে সক্ষম হচ্ছে দ্রুতগতিতে।

*

আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার "নাট্যনিকেতনে" কোন এক বিদ্যালয়ের সাহায্যকল্পে একটি সম্মিলিত অভিনয় হবে। দু'খানি নাটক নির্ব্বাচিত হয়েছে—(১) প্রতাপাদিত্য, (২) আবুহোসেন। ঐ-রাত্রে আপনারা অহীন্দ্র চৌধুরী, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙলার শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের একসঙ্গে দেখ্তে পাবেন, তাছাড়া "নাট্যনিকেতনে"র অন্যান্য নট-নটী ত' থাকবেনই।

*

গত হপ্তায় "রঙ্মহলে"র যে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে আটের পাতায়, তাতে একটি ভুল থেকে গেছে। "বাংলার মেয়ে"র উদ্বোধন তারিখ হচ্ছে—বৃহস্পতিবার ৩রা আশ্বিন—শনিবার ৫ই আশ্বিন নয়। অবশ্য এর জন্যে "রঙ্মহলে"র প্রচার-বিভাগই বেশী দায়ী; কারণ তাঁরা লিখে পাঠিয়েছিলেন—শুভ উদ্বোধন—শনিবার, ৩রা আশ্বিন; আমাদের প্রেসের কর্তৃপক্ষ বারটিকে বজায় রেখে ভুল তারিখ সংশোধন ক'রে ছেপেছেন—৫ই আশ্বিন।

---

# চিত্রপুরীঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

( রঞ্জন রুদ্র )

চিত্র পরিচয়ঃ মহব্বং কি কাসাউটি ( নিউ থিয়েটার্স )

প্রধান ভূমিকায়—শ্রীযুক্ত পাহাড়ী সান্ন্যাল; সাইগল; বিশ্বনাথ ভাদুড়ী ও রতনবাই।

নিউ সিনেমায় চল্‌ছে।

*

নিউ থিয়েটার্স কর্ত্তৃক প্রযোজিত ও প্রদর্শিত জনপ্রিয় বাংলা রোমান্স "রূপ-লেখা"র হিন্দী সংস্করণ। এই নাটকটির আখ্যান-বস্তুর মধ্যে এবং ছায়া-রূপের প্রযোজনায় এমন একটী সুন্দর এবং মিষ্টি আবেদন আছে যা, সকলের মনে স্পর্শ না ক'রে পারে না—তা' যে-কোন ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশমান হোক্ না কেন। তাই এর হিন্দী সংস্করণ-খানি দেখবার আগ্রহ যে শুধু হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে তা' নয় বাঙালী নরনারীর সমাবেশও প্রতি রাত্রে নিউ সিনেমায় বড় কম হচ্ছে না। "রূপ-লেখা"র মতই "মহব্বৎ কি কাসাউটি" কথাচিত্র-নাট্যখানিকেও নিউ থিয়েটার্সের শিল্পীবৃন্দ এবং কর্ত্তৃপক্ষ এতখানি আবেদন-মুখর করে তুলতে পেরেছেন ব'লে ভারতীয় দর্শক ও রসিক সমাজের আন্তরিক অভিনন্দন পাবার যোগ্যতা সর্ব্বতোভাবেই তাঁরা অর্জ্জন করেছেন।

*

এ'বার মূল বাংলা নাটক এবং তার হিন্দী সংস্করণের মধ্যে কতখানি সাদৃশ্য এবং কোথায় কোথায় পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করা হয়েছে তৎসম্বন্ধে এবং দু'খানি নাট্যরূপের পারস্পারিক সমালোচনা স্বরূপ দু'এক কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। বাংলা এবং হিন্দী উভয় সংস্করণেই একই আখ্যান বস্তুকে কেন্দ্র করে প্রধানতঃ অনুসৃত হয়েছে। Plotএ বিশেষ কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। কেবলমাত্র হিন্দী ও বাংলা ভাষী দর্শক-মণ্ডলীর মনস্তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রেখেই বোধ করি উভয় নাটকের মধ্যে মাত্র দু'একটা দৃশ্য-কাহিনীর নূতন ক'রে অবতারণা করা হয়েছে এবং ঠিক এই কারণেই বোধ করি সঙ্গীত প্রযোজনা এবং নাটকের পরিসমাপ্তির মধ্যে বাংলা এবং হিন্দী নাটকের মধ্যে একটু আধটু পরিবর্ত্তন করা হয়েছে। বাংলা সংস্করণের পরিসমাপ্তি ঘটেছে, অধিকতর emotional atmosphereএর মধ্যে এবং হিন্দী নাটকখানির পরিসমাপ্তি করা হয়েছে অধিকতর dramatic climaxএর মধ্যে। বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি সুরসংযোগে গীত গানগুলি বাংলা সংস্করণটাকে একটা সহজ সরল গ্রাম্যসুরের মাধুর্য্যে পরিপূরিত ক'রে বাঙালীর চিত্তকে করুণ-মধুর করেছিল।—হিন্দী সংস্করণের গানগুলিও অবশ্য অতি সুললিত ভাবে গীত হয়েছিল। যদিও গ্রাম্যসুরের চাইতে Classical Standard রক্ষিত হয়েছিল বেশী মাত্রায়।

*

"মহব্বৎ কি কাসাউটি"র অভিনেতৃবর্গ প্রত্যেকেই সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

পাহাড়ী সান্ন্যালের অভিনয় এবং সঙ্গীত আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করেছে। বিশ্বনাথ ভাদুড়ী বাঙলা সংস্করণের মতো হিন্দী সংস্করণেও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সু-অভিনয়ের দ্বারা আমাদের খুশী করেছেন।

সাইগলের "অশোক" তেমন ভালো লাগে নি—অহীন্দ্রবাবুর "অশোকে"র কথা বারবার মনে পড়ছিল।

রতনবাই-এর সুষ্ঠু অভিনয় খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল।

*

চিত্রপরিচয়: (২) মহুয়া ( নিউ থিয়েটার্স )

ভূমিকা: মহুয়া—শ্রীমতী মলিনা; নদের চাঁদ—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; হুমড়ো সর্দ্দার—অহীন্দ্র চৌধুরী; সুজন—ভূমেন রায়; ইত্যাদি।

ছবিখানি পরিচালনা করেছেন—হীরেন বসু। ক্যামেরার হাতল ঘুরিয়েছেন—সুবোধ গাঙ্গুলি।

"মহুয়া" কাল থেকে চিত্রায় দ্বিতীয় সপ্তাহে পদার্পণ করবে।

*

ময়মনসিং গীতিকা থেকে গল্প নিয়ে শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় "মহুয়া" নামে যে নাটকখানি লিখেছেন, চিত্ররূপ সেই নাটক থেকেই নেওয়া হয়েছে। ছবিখানির pictorial background আমাদের খুব ভালো লেগেছে। দৃশ্য-সংস্থাপনে এবং location নির্ব্বাচনে এর কর্ম্মীবৃন্দ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। যে স্থানে গভীর অরণ্যের ভিতরে সঙ্কীর্ণ নদীর ওপর দিয়ে মহুয়ার অন্বেষণে নদের চাঁদ নৌকা বেয়ে চলেছে সেখানকার গানের সুর, কামেরার কাজ এবং সেই সঙ্গে দৃশ্যের মনোহারিত্ব চমৎকার আবহের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল।

"বন্ধুরে! নাও বাও সকালে কেরে ভাই নাইয়া!"—

মাঝির কণ্ঠের এই গানখানি শ্রুতিসুখকর হয়েছিল।

এই দৃশ্যের ঠিক আগে ঠাকুর দালান থেকে নদীর ভিতরে এবং কীর্ত্তনের সুর থেকে ভাটিয়ালি সুরের ভিতরে—এই দুই disolve-এর কাজের ভিতরে শব্দ-যন্ত্রী ও আলোকশিল্পীর নিপুণ হাতের পরিচয় পেয়েছি।

*

কিন্তু তেমন ভালো লাগে নি এর পরিচালনা। পরিচালক মহাশয়ের কল্পনাশক্তি আছে, অধ্যবসায় আছে এবং আয়োজন করবার ক্ষমতাও আছে কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তির অভাবে তাঁর উল্লিখিত গুণগুলি বিশেষ কোন কাজে আস্‌তে পারে নি—এমন কোন উঁচুদরের রসসৃষ্টির পরিচয় বা কলা-কৌশলের নিদর্শন আমরা পাই নি যা স্মরণ ক'রে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে আমরা তাঁকে অভিনন্দিত করতে পারি।

মোটামুটি তিনি একরকমে কাজ চালিয়েছেন বটে কিন্তু কোন স্থানেই সাধারণত্বের উর্দ্ধে উঠ্‌তে পারেন নি। বিলাতী ছবি অনুকরণ ক'রে তিনি দু'একটি stunt-এর প্রবর্ত্তন করেছেন বটে কিন্তু dramatic climax সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকাতে দৃশ্যগুলি ঠিকমতো চরমে না উঠে এমন হঠাৎ

শেষ হ'য়ে গেছে যার জন্যে তার আসল উদ্দেশ্যই গেছে ব্যর্থ হ'য়ে। একাধিক স্থানে এই রস-বিক্ষোভের পরিচয় পেয়েছি।

•

আর ভালো লাগে নি এর সংলাপ। ইতিপূর্ব্বে অনেক ভালো ভালো dialogue-ওলা বাংলা ছবি দেখা এবং শোনার পরেও "মহুয়া"র মধ্যে কেমন ক'রে যে এত দুর্ব্বল dialogue প্রবেশ করতে পারলো, তা ভেবে আশ্চর্য্য হ'য়ে যাচ্ছি। নদের চাঁদকে গাছে বাঁধা হয়েছে। মহুয়া বলছে—"দয়া করো, ওকে ছেড়ে দাও"। নদের চাঁদও বলে উঠ্‌লো—"দয়া করো, দয়া করো, মহুয়া জগতের আলো!"

ভাষাটা হচ্ছে এই যে মহুয়াকে মুক্তি দাও।

এমনিতরো কত যে হাস্যকর কথাবার্ত্তা ছবিটিকে কণ্টকিত করেছে তা লিখে শেষ করা যায় না। নাটকের মধ্যে যে কথা হয়ত বেমানান হ'ত না—অন্যান্য আরও অনেক কথার সঙ্গে যার প্রয়োগ হয়ত খাপ খেয়ে যেতো, চলচ্চিত্রের সংক্ষিপ্ত আসরে সে-কথার হয়ত কোন স্থানই নেই,—এই তফাৎটুকু যিনি না বুঝবেন তাঁর পক্ষে ও-কাজ করতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

•

দুই-একটি Shot খুব ভালো হলেও "মহুয়া"র ক্যামেরার কাজ আগাগোড়া খুব ভালো হয় নি। বিশেষ ক'রে প্রথম দিকের ছবি ক্যামেরাম্যানের দোষে রীতিমতো ঝাপ্‌সা দেখিয়েছে। ছবির Sequence আগাগোড়া ভালো ভাবেই রক্ষিত হয়েছে বটে, এবং সেজন্য পরিচালক মহাশয় আমাদের ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন—কিন্তু গল্পের treatment খুব ভালো হয়েছে ব'লে মনে হ'ল না। সেজন্য সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হ'তে হয়েছে এর অভিনেতৃদের। একমাত্র অহীন্দ্রবাবুর স্বপ্নদৃশ্য ছাড়া কারুর অভিনয়ই কোন স্থানে তেমন হৃদয়গ্রাহী হয় নি। শ্রীমতী মলিনার অভিনয়-ভঙ্গী সাবলীল হয়েছে বটে কিন্তু তিনি যে রবীন্দ্রিক ছন্দে গান গেয়েছেন, তা হয়েছে একান্ত পাত্র-অনুপযোগী। পরিচালকের এ-ত্রুটি নিতান্ত সামান্য নয়। "মহুয়া"র মধ্যে Conception-এর বিরাটত্বের যেমন পরিচয় পেয়েছি, তার Execution-এ তেমন নৈপুণ্যের পরিচয় পাই নি।



•

বেদেদের নাচ এবং গানের সুর ভালো লেগেছে। বাঙ্‌লা ছবিতে বোধ হয় এই প্রথম এই ধরণের মিউজিক্ শুন্‌লাম। যদিও তার মধ্যে সুলভ অনুকরণ প্রিয়তার পরিচয় অত্যন্ত সুপরিস্ফুট, তাহলেও তার জন্য পরিচালক মহাশয় আমাদের প্রশংসা পেতে পারেন। ভালো জিনিষের অনুকরণ মন্দ নয়। তবে মাত্রা জ্ঞান থাকা বিশেষ দরকার।

•

গল্পের গতির সঙ্গে ছবির Tempo আগাগোড়া বজায় করা হয় নি, তাছাড়া গল্পাংশটিকে ঠিকমতো চালু রাখবার জন্যে মধ্যে মধ্যে এমন অনেক খুচরো জিনিষ ঢোকাতে হয়েছে যা চোখে বেধেছে। বাঘ, কুমীর প্রভৃতি জন্তু-জানোয়ারের stunt সম্বন্ধে যত কম লেখা যায় ততই ভালো।

•

"মহুয়া"র মধ্যে এর অভিনেতৃবর্গ যে অভিনয়-পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তা অনেকদিন আগেই লুপ্ত হয়েছে ব'লে জানতাম। তাই সেদিন হঠাৎ ছবির পরদায় নদের চাঁদ-বেশী দুর্গাদাসের সুরেলা আবৃত্তি এবং অহীন্দ্রবাবুর অতি মঞ্চঘেঁসা অভিনয়-ভঙ্গী দেখে যত না আশ্চর্য্য হলাম, দুঃখিত হলাম তার চেয়ে অনেক বেশী।

অহীন্দ্রবাবু এবং দুর্গদাস—এঁরা দুজনেই এই ছবিতে নিজেদের শক্তির কেন্দ্র থেকে চ্যুত হ'য়ে অনেকখানি নেমে এসেছেন, দেখা গেল।

"মহুয়া"র ভূমিকায় নিউথিয়েটার্সের Versatile নটী মলিনাকে দেখা গেল। অভিনয়ের অংশটুকু তিনি নিতান্ত মন্দ করেন নি, কিন্তু নাচ যা নেচেছেন, তা শুধু অচল নয়—বীভৎস। তাঁর দেহের একঘেয়ে ভঙ্গী সারাক্ষণ চক্ষুকে অত্যন্ত পীড়িত করেছিল। ক্যামেরার সামনে তাঁকে সমস্তক্ষণই নিরতিশয় uncouth দেখিয়েছে। তাঁর গলাটি আরও জঘন্য।

•

মোটের ওপর বলতে গেলে নিউ থিয়েটার্সের "মহুয়া"র সম্বন্ধে আমরা যে উচ্চাশা পোষণ করেছিলাম, সে আশা আমাদের পূর্ণ হয় নি।

তাহলে আশা করছি, দর্শকবৃন্দ ছবিখানিকে আদরের সঙ্গেই গ্রহণ করবে।

•

রাধা ফিল্ম কোম্পানীর "শচীদুলাল" চতুর্থ সপ্তাহে পদার্পণ করল। আমাদের অনুমান মিথ্যা হয়নি; "শচীদুলাল" দর্শকসাধারণকে খুসী ক'রতে পেরেছে। ছবিখানি দেখবার জন্যে যে অসম্ভব জনসমাগম হচ্ছে, তা' দেখে মনে হয়, "শচীদুলাল" কর্ণওয়ালিসে বেশ-কিছুদিনের জন্য স্থায়ী হয়ে রইল।

•

শ্রীচারু রায় হিন্দী-"রাজনটী"র মন্দির-দৃশ্য তুলতে ব্যস্ত আছেন। সমস্ত ছবিখানির কেন্দ্র হচ্ছে এই মন্দির-দৃশ্য এবং এইখানেই নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী বীণা নৃত্যকুশলতার পরাকাষ্ঠা দেখাবেন। "রাজনটী"র কিছু অংশ এখন সম্পাদনা-গৃহে।

*

"দক্ষযজ্ঞে"র উভয় সংস্করণই এখন সম্পাদিত হচ্ছে শ্রীজ্যোতিশ

বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গুপ্তের সম্মিলিত চেষ্টায়। এই পৌরাণিক চিত্রটিতে শ্রীযুক্ত গুপ্ত আলোক-চিত্রকৌশলের বিচিত্র নিদর্শন দেখাতে সক্ষম হবেন ব'লে শোনা যাচ্ছে। শব্দগ্রহণেও ডাঃ রক্ষিতের কৃতিত্ব নিশ্চয়ই দৃষ্টিগোচর হবে।

*

পরিচালক শ্রীজ্যোতিশ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরবর্ত্তী উর্দ্দু চিত্র "দুলারী বেটী"-র চিত্রনাট্য গঠনেও মনোনিবেশ করেছেন। খবর পাওয়া গেল, এই ছবির প্রধান ভূমিকার জন্য একজন বিখ্যাত গায়িকাকে নিযুক্ত করা হয়েছে।

*

"রাধা"য় আর একখানি উর্দ্দু ছবির জোর মহলা চলেছে। তার বিভিন্ন ভূমিকায় নামছেন—আবদুল্লা কাবুলী, মাষ্টার বসির, ত্রিলোক কাপুর এবং শ্রীমতী রাজকুমারী—এতগুলি গুণী নট নটীর সম্মেলন ঘটবে এই ছবিতে। একজন 'বি টীমে'র পরিচালকের অধীনে এই ছবির চিত্র-গ্রহণকার্য্য সুরু হবে সম্ভবতঃ মাসখানেকের মধ্যেই।

*

কালী ফিল্মসের "তরুণী" আসছে শনিবার ( ৮ই সেপ্টেম্বর ) রূপবাণীর পরদার আত্মপ্রকাশ করবে। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস ছবিখানি নিজের জোরে বাঙলা চিত্রজগতে উঁচু স্থান অধিকার করতে পারবে? চিত্রামোদীদের জন্য নীচে "তরুণীর" অভিনেতৃপরিচয় লিপিবদ্ধ করা হল :

উমা—জ্যোৎস্না গুপ্তা। গীতা—ডলি দত্ত। প্রতিমা—রাণীবালা। দুর্গ-সুন্দরী—কুসুমকুমারী। নেতা—র‍্যাকি। সত্য—পদ্মাবতী। আনন্দ—ভূমেন রায়। প্রণব—জীবন গাঙ্গুলি। কবি—জয়নারায়ণ মুখো। মাণিক—রণজিৎ রায়। কালাপাহাড়—ললিত মিত্র। রাজু—রাধিকানন্দ মুখো। সত্যর মা—প্রকাশমণি। বাইজী—কমলা ( ঝরিয়া )।

---



## অপরেশচন্দ্র

[ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ]

( পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর )

### ( প্রতাপাদিত্য )

পূর্ব্বলিখিত নাটকগুলির অভিনয়ে দেশবাসীর প্রাণে ধীরে ধীরে যে একটা স্বদেশ-প্রীতি সঞ্চারিত হইতেছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই দেশে যে সময়ে জাতীয় জাগরণ আরম্ভ হয়,—সে সময়ে বীরপূজায় ( শিবাজী উৎসব ইত্যাদিতে ) উৎসাহিত হইয়া স্বদেশপ্রেমিকদের মনে স্বতঃই উদয় হইল—বাঙ্গলায় কি আদর্শ কোনও বীর জন্মায় নাই? বাংলার পুরাতন ইতিহাস ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে অমর কবি ভারতচন্দ্রের কাব্য স্মৃতি-পথে ধ্বনিত হইল ;—

"যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতসায়, কেহ নাহি আঁটে তায়,
ভয়ে যত ভূপাল দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর,
বাহান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী, অযুত তুরঙ্গ সাথী,
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥"

আর যায় কোথায়!—যে প্রতাপ দিল্লীশ্বর আকবরকে রাজস্ব প্রেরণ বন্ধ করিয়া আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন,—যে বীরকে দমন করিবার জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীরকে মানসিংহের ন্যায় সেনাপতিকে বাংলায় পাঠাইতে হইয়াছিল,—সে তো সাধারণ বীর নয়—তিনি দেশের গৌরব—জাতির গৌরব! তখন তাঁহার জীবন-চরিত সংগ্রহের নিমিত্ত ঐতিহাসিকগণের আগ্রহ বাড়িয়া গেল।

মহারাজা প্রতাপাদিত্যের চরিত্র অবলম্বনে স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র ঘোষ পূর্ব্বে "বঙ্গাধিপ পরাজয়" নামক একখানি বৃহৎ উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তাহার পর পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী বিস্তর পরিশ্রম করিয়া প্রতাপাদিত্যের বিস্তৃত একখানি ইতিহাস বাহির করেন। তৎপরে স্বর্গীয় হারাণচন্দ্র রক্ষিতের "বঙ্গের শেষ বীর" বলিয়া আর একখানি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছিল। * ইহার পর পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ-প্রণীত নূতন ঐতিহাসিক নাটক প্রতাপাদিত্য ষ্টার থিয়েটারে ( ১৫ই আগষ্ট, ১৯০৩ খ্রীঃ ) প্রথম অভিনীত হইয়া † সহর সরগরম করিয়া তুলিল।

ইহার পূর্ব্ব হইতেই স্বদেশ-প্রীতির অগ্নি দেশে ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছিল, "প্রতাপাদিত্য" তাহাতে ইন্ধন যোগাইয়া সর্ব্বসাধারণকে তাতাইয়া তুলিল। সেই হইতে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে আবার ঐতিহাসিক নাটকের যুগ আসিল।

---

* প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে যে কএকখানি বাঙ্গালার ইতিহাস-গ্রন্থ বাহির হইয়াছে, স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায়ের "প্রতাপাদিত্য" বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

† প্রতাপাদিত্য সংক্রান্ত প্রথম নাটক ( বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' নামক উপন্যাসখানি স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া ) প্রতাপচাঁদ জহুরীর ন্যাসান্যাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। বহুবৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ উক্ত উপান্যাসখানি স্বয়ং নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া "প্রায়শ্চিত্ত" নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থ বাহির করেন।

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত ও

কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

# নাচঘর

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা ] Regd. No. 1304. [ বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা

১০ম বর্ষ
৩৩শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
সহকারী সম্পাদক—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

২৮শে ভাদ্র
১৩৪১

## কলালাপ

সার হেন্‌রী আর্ভিং ছিলেন লিসিয়াম থিয়েটারের প্রধান নট এবং অধ্যক্ষ, এক আধ বচ্ছর নয়, পুরোপুরি বিশটি বচ্ছর ধ'রে। এবং এর ফল কি হয়েছিল, জানেন?

*

লিসিয়াম থিয়েটার দিনকেদিন হয়ে উঠেছিল মাত্র একজন অভিনেতার—একটি প্রতিভার লীলা-নিকেতন। দর্শকেরা লিসিয়ামে নাটক দেখতে যেত না, নাট্যাভিনয় দেখতে যেত না, এমন কি স্বয়ং আর্ভিংয়েরও অভিনয় দেখতে যেত না, তারা দেখতে যেত মাত্র আর্ভিংকে এবং আর্ভিংকে এবং আর্ভিংকে। তারা দেখতে যেত আর্ভিংয়ের চলা, বসা, দাঁড়ানোর ভঙ্গী, তারা শুনতে যেত তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর; তাদের ভালো লাগত আর্ভিংয়ের সব-কিছুই, মায় তাঁর দোষ-ত্রুটী পর্য্যন্ত। আসল কথা, তাদের কাছে অভিনেতা-আর্ভিং থেকে ব্যক্তি-আর্ভিংই হয়ে পড়েছিল বড়ো।

*

এবং আর্ভিংও দর্শকরা লিসিয়ামে এসে যা চায়, তাই-ই অকৃপণ হস্তে বিলিয়ে তাদের করতেন খুসী। আর্ভিং তাঁর থিয়েটারে যে-সমস্ত বই যে-ভাবে অভিনয় করতেন, তার সব ক'টিতেই দর্শকরা মাত্র আর্ভিংকেই দেখতে পেত, বাকী সব অভিনেতার অভিনয় মাত্র ততদূর এগুতে পেত, যতদূর এগুনো আবশ্যক ছিল আর্ভিংকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে; নইলে তাদের কোন পৃথক অস্তিত্ব ছিল না, অন্ততঃ তা অনুভূত হবার অবসর পেত না। আর্ভিং জানতেন, অপর সকল disturbing element থেকে মুক্ত হয়ে তিনি যতটা বেশী নিজেকে দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হবেন, ততই তাঁর পক্ষে মঙ্গল। কাজেই তিনি নিজে চেষ্টা ক'রে এমন একটি রাজ্য গ'ড়ে তুলেছিলেন, যেখানে তিনিই ছিলেন অবিসংবাদী অধীশ্বর "একমেব, ন দ্বিতীয়ম্"—তাঁর নিয়মের বিরুদ্ধে কথা কইবার দ্বিতীয় লোক বা তাঁকে পশ্চাতে রেখে তৃণ ভক্ষণ করবার দ্বিতীয় ঘোটক ছিল না।
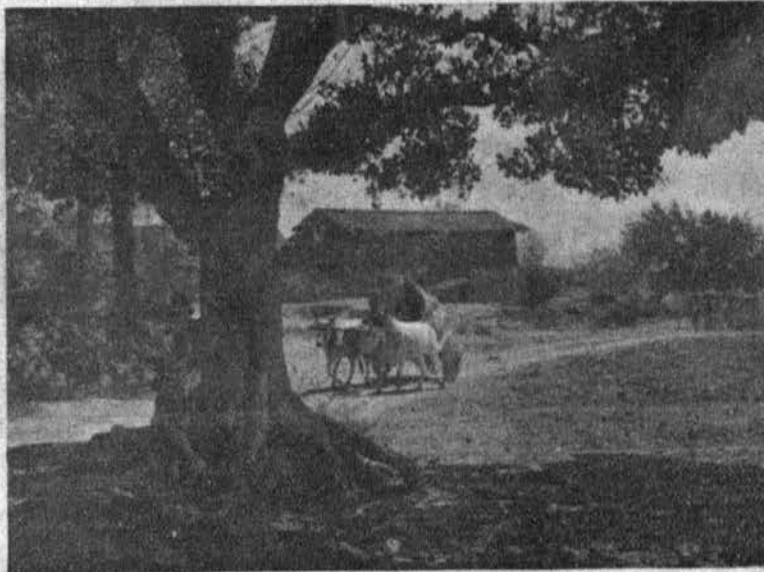
"নিউ থিয়েটার্স"এর "মহব্বৎ কি কাসাউটি"র একটী দৃশ্য

*

কিন্তু রঙ্গজগতে এই যে ব্যক্তি-প্রাধান্যের সৃষ্টি হ'ল, দর্শকসাধারণের মধ্যে এই যে নাটক বা অভিনয়কে ভালো না বেসে একটি বিশিষ্ট অভিনেতাকে ভালোবাসবার কু-প্রথা গজিয়ে উঠল আর্ভিংয়ের আমোল থেকে—যাকে ইংরেজী ভাষায় বলা যায় public's liking for the person and character of a leading player and not for the play—, এই অবস্থাকে রঙ্গালয়ের পক্ষে আদৌ শুভকরী বলা যায় না। কারণ, এর দরুণ নাটক বা অভিনয়ের দিক থেকে জনসাধারণের দৃষ্টি যায় অনেক দূরে স'রে—সাধারণের নাট্যবোধ হয়ে পড়ে বিকৃত। নাট্যকারকে একটিমাত্র অভিনেতার জন্যে নাটক লিখতে হয়, পাঁচরকমের পাঁচটা চরিত্র সৃষ্টি করবার সুবিধা বা স্বাধীনতা তাঁর থাকে না এবং আরো অসুবিধা এই যে, এই ধরণের "এক চরিত্র"-বিশিষ্ট নাটকে এমন কোন সত্যকারের নাটকীয় গতি বা কার্য্য থাকতে পারে না, যাতে ক'রে নাটকের গোড়া থেকে শেষ অবধি সমান ভাবে নাট্যরসকে অক্ষুণ্ন গতিতে প্রবাহিত রাখতে পারা যায় অর্থাৎ dramatic tension বা interest বজায় থাকে। ফলে, নাট্যকারের ক্ষমতার হয় অপব্যবহার এবং নাট্যকারগোষ্ঠির ঘটে অপমৃত্যু। অপর পক্ষে, একজন অভিনেতাকে ক্রমাগত দিনের পর দিন ধ'রে দেখতে দেখতে দর্শকদেরও আসে ক্লান্তি, তাদের মন পড়ে ঘুমিয়ে। প্রথম প্রথম তাদের ভিতর যে উৎসাহ উত্তেজনার প্রাবল্য দেখা যায়, পরে তা' হয়ে আসে রীতিমত নিস্তেজ; অভিনেতা-বিশেষের প্রতি তাদের "old idolatrous devotion" হয়ে দাঁড়ায় একটি দূর-অতীতের বস্তু।

*